রানি মায়াবতীর অন্তর্ধান রহস্য

আশাপূর্ণা দেবী

ভস্তক

কলকাতা : ৯

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৮৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ভক্তকের পক্ষে সুব্রত দত্তগুপ্ত কর্তৃক ৭১ মহাত্মা
গান্ধী রোড, কলকাতা : ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং নন্দন অফসেট ২৯ জাস্টিস মন্মথ
মুখার্জি রো, কলকাতা : ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

উপহার

বেলা আটটা দশ।

একটু আগে চায়ের দোকানের ছেলেটা দু'জনের মতো ব্রেকফাস্ট, চা টোস্ট আর ডবল ডিমের ওমলেট এনে খাইয়ে গেছে। টেবিলের ওপর খালি কাপডিশ দুটো পড়ে রয়েছে তার সাক্ষী হয়ে। পাশে নুন আর মরিচ গুঁড়োর সুন্দর শিশি দুটো। এ দুটো টি· সি·র কেনা। তা কেনাকাটার কাজটা টি· সি·ই করে। আর ছোটখাটো জিনিসের ব্যাপারে সে বেশ একটু সৌখিন। চায়ের দোকানের ছেলেটা অবশ্য নুন মরিচ আনে, কিন্তু ওদের সেই ফুটো বুঁজে আসা শিশি থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে বার করতে ধৈর্য থাকে না। টি· সি·র তো নয়ই। তাই নিজেদের স্টকে রেখেছে জিনিস দুটো!

তা ধৈর্যটা টি· সি·র সব বিষয়েই একটু কম। এই যেমন নীচে থেকে ছুঁড়ে দেওয়া রবার ব্যাণ্ড মোড়া খবরের কাগজের প্যাকেটটা বারান্দায় এসে পড়ার শব্দটি শোনামাত্রই টি· সি· সেটা দু'পা হেঁটে এসে কুড়িয়ে নিয়ে যায় না, ঘর থেকেই একটা পাক মেরে বারান্দায় পা ফেলেই যেন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়।

এম· কে· বলে, অমন করে ছুটে যাস কেন রে টি· সি·? কেউ কি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে?

টি· সি· তখন একটু হ্যাবলা হাসি হেসে বলে, তোর মতন আমি অমন ধৈর্য ধরতে পারি না বাবা!

আজও, নুন মরিচের শিশি দুটো তুলে রেখে খালি কাপ সরিয়ে টেবিলটা সাফ করবে বলে হাত লাগাতে যাচ্ছিল, ওই পাকানো কাগজটা এসে পড়ার 'ঠক্' শব্দটা শুনতে পেয়েই এমন একখানা লাফ মারল যে, তার ধাক্কায় টেবিলটা নড়ে উঠে একটা কাপ ছিটকে মাটিতে

গিয়ে পড়ল! কাপটা ভাঙল না, নেহাৎ অভঙ্গুর বলেই। নিজেরই হাত পায়ের ঠিক নেই বলে, টি· সি· নিজেই বুদ্ধি করে 'আনব্রেকেবল' কাপডিশ কিনেছে।

ভাঙল না তবু পড়ল তো। টি· সি· সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে রোল্ করা কাগজ দুটো কুড়িয়ে এনে, ফস করে রবার ব্যাণ্ডটা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে, ইংরিজি কাগজখানা এম· কে-র দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে বাংলাখানার ভাঁজ খুলে ফেলে প্রথম পাতায় চোখ না বুলিয়ে ভিতরের একটা পাতার ওপর চোখ রাখে।

সবই ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই।

যে পাতাটায় চোখ ফেলল, সেটা হচ্ছে, 'শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন'-এর কলাম। টি· সি·-র চোখে—'বাড়ি জমি ফ্ল্যাট! ক্রয় বিক্রয় ভাড়া।'

'দৈনিক লোকবার্তায়' এই বিজ্ঞাপনগুলো বেশ বেশি থাকে।

টি· সি· আর এম· কে'র ঢাকুরিয়ায় এই ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট ফ্ল্যাটটি অন্য সব দিক দিয়ে খুবই ভাল। সুবিধেরও। অসুবিধে হচ্ছে, বড্ড ছোট্টো। মাত্র একখানি ঘর। আর 'ড্রয়িং কাম ডাইনিং' নামের যে অংশটুকু, সে একটি 'সোফা কাম বেড'-এর মাপেই প্রায়। সেখানে এদের সুটকেস, বাক্স, বাড়তি জুতোরা।

'বসবার ঘর' একটা বিশেষ দরকার। নিজেদের বসবার জন্যে নয়, অন্যদের বসাবার জন্যেই। আর সেই অন্য লোকেরা হচ্ছে একদম বাইরের লোক। তাদেরকে নিজেদের শোবার ঘরে বসাতে বেশ অস্বস্তি লাগে। শুধু তো শোবার ঘরই নয়, খাওয়া, বই পড়া, নিজস্ব 'কাজ' টাজ করা। সব কিছুই। কি আছে, আর কি নেই এ ঘরে?

কাজেই ক্লায়েন্ট এলে বসানোর অসুবিধে। বারান্দাটায় অবশ্য বসার জায়গা হিসেবে একটু ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়, কিন্তু যারা আসে, তারা 'কোথাও থেকে কেউ কিছু শুনতে পাবে না' আশ্বাস পেলেও, খুঁৎ খুঁৎ করে। দরজা ভেজালে ঘরে চুপিচুপি কথা বলতেই পছন্দ করে।

তাই এই 'বাড়ি জমি ফ্ল্যাট'-এর কলম-এ দেখা।

সুবিধামতো একটা ফ্ল্যাট যদি ভাড়া পাওয়া যায়। এই ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে ফেলতে মন নেই এদের। বিশেষ করে টি· সি-র। সে বলে, অমন চিন্তা মনেও আনিসনি এম· কে.। এই ফ্ল্যাটখানা আমাদের পয়মন্ত।

তাছাড়া অন্য সবদিকেই সুবিধে। এমন হাতের কাছে চায়ের দোকান, ভাতের হোটেল আর কোথাও পাবি, তার গ্যারান্টি আছে?

এখন আর টি· সি· 'গেরান্টি' বলে না। এম· কে·-র তাড়া খেয়ে খেয়েই শোধরাচ্ছে। ইংরিজি বলার ভারী শখ টি· সি·-র। এম· কে· ভুলে টুলে 'মক্কেল' বলে ফেললে, টি· সি· তাকে আক্কেল দেয়, 'মক্কেল মক্কেল' করবি না বলছি। কেন 'ক্লায়েন্ট' বলতে কি হয়?

এই যে বাংলা ইংরিজি দুখানা কাগজ নেওয়া হয়, সেও ওই টি· সি·-র শখে কারণ ওর মতে ক্লায়েন্টরা এসে ঘরে একখানা ইংরিজি কাগজ না দেখলে প্রেস্টিজ থাকে না! তবে ইংরিজি কাগজখানাকে কিছু কিছু পড়ে ফেলতে হলেও, পুরো দিনটা লেগে যায়। আহা কবে যে এম· কে·-টার মতো গডগডিয়ে পড়ে ফেলতে পারবে। তবে পারবে ঠিকই। এ আত্মবিশ্বাস তার আছে। আপাতত সে হুমড়ে পড়েছে দৈনিক লোকবার্তার ওই 'বাড়ি জমি ও ফ্ল্যাট'-এর কলমে। কিন্তু আজকাল আর বাড়িটাড়ি ভাড়া দিতে কেউ তেমন উৎসাহী নয়। সব খবরই 'ওনারশিপ' এর। ....সেদিন তো একজন দালাল বলেই দিল, বাড়ি ভাড়া দেওয়া, আর ব্রাহ্মণকে দান করে ফেলা একই কথা দাদা। জন্মের শেষে হাতছাড়া। ভাড়াটে মরে গেলেও বাড়ি ছাড়ে না, শুনে থমকে উঠেছিল, টি· সি· অ্যাঁ। ভূত হয়ে আগলে বসে থাকে না কি?

দালাল অমায়িক হেসেছিল, ভূত বললে, ভূত, ভবিষ্যৎ বললে ভবিষ্যৎ। ছেলেপুলে নাতিপুতিকে রেখে দিয়ে যায় শেকড় গাড়িয়ে। তেমন কেউ না থাকলে ভাইপো ভাগনে-কেও।

তার মানে, কেনার কথাই ভাবতে হবে।

কিন্তু সে তো আর চারটিখানি কথা নয়।

চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে টি· সি· মদনা! পেয়ে গেছি। বেশি আবেগের সময়, মদনা বলে ডেকে না ফেলে পারে না ট্যাপা।

কি পেয়েছিস?

ভাড়াটে ফ্ল্যাট একটা। ঠিক যেমনটি চাইছি আমরা 'বড় বড় দুইখানি'—

আচ্ছা শুনছি। তো, তোর লোকবার্তায় এ খবরটা বেরিয়েছে? দ্যাখ

তো।

কোন খবর? ....'দুইখানি ঘর ও দালান—সামনে বারান্দা'—হ্যাঁ কি বললি কোন খবর?

এই যে— "পাথরগুড়ির রাজপ্রাসাদ থেকে রানি মায়াবতী—"

ও হ্যাঁ হ্যাঁ। পেয়ে গেছি—"রহস্যময় অন্তর্ধান। পাথরগুড়ির প্রাচীন রাজপ্রাসাদ 'মণিমঞ্জিল' হইতে, অকস্মাৎ বিরানব্বই বৎসরের বৃদ্ধা রানি মায়াবতী আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ। জীর্ণ প্রাসাদে তখনও লোক সংখ্যা শতাধিক। কেহই কিছু বলিতে পারিতেছে না। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে তাঁহার পৌত্র রাজা জীবেন্দ্র নারায়ণ, অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং এম· এল· এ·। ...পিতামহীর এই অন্তর্ধানে তিনি দিশাহারা। অনুসন্ধান চলিতেছে।"

কেসটা সত্যিই রহস্যের. তাই নয় রে ট্যাপা? অত বুড়ি অত লোকের মাঝখান থেকে নিরুদ্দেশ হ'ল কি করে?

ট্যাপা বলে, শুনি যে, এখন আর কোথাও 'রাজা রানি' বলে কিছু নেই। তবু দেখি যেখানে সেখানে রাজাও আছে রানিও আছে। ওই পাথরগুড়িটা আবার কোথায়?

নর্থ বেঙ্গলে। ওখানে তো যত 'গুড়ি'র ছড়াছড়ি। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি—এটা হচ্ছে পাথরগুড়ি।

তো হ্যাঁরে, বুড়িকে কেউ খুন করে গুম করে ফেলেনি তো? 'রানি' যখন, তখন কিছু না কিছু টাকাকড়ি সোনাটোনা হীরে মুক্তো থাকতেই পারে। তো লোভী আর পাজী লোকের তো অভাব নেই জগতে।

খুন করা, গুম করা কি সহজে সম্ভব! ভেবে দ্যাখ গরীব গেরস্ত লোকের বাড়িতেও অত বুড়িদের কাছাকাছি একটা দাসী থাকে। আর এ হ'ল গিয়ে যতই হোক 'রানি'! দুটো একটা অন্ততঃ আয়াও ছিল দিনে রাতে সর্বদা কাছে থাকতে।

ট্যাপা বলে ওঠে, তাদের মধ্যেই কাউকে হাত করে বিষ দিয়ে হাপিস করে ফেলা যায়। তুইই তো বললি জগতে লোভী আর পাজী লোকের অভাব নেই।

সে তো নেইই। হাপিস করে ফেলাও কোনও প্রবলেম নয়। সামান্য কিছু টাকার লোভেও, ওই সব লোক তা করতে পারে। কিন্তু কথা

হচ্ছে—লাশটা হাপিস করবে কি করে? তিনমহলা প্রাসাদ, অত লোকের মধ্যে থেকে একটা লাশ হাপিস করা সম্ভব? কেউ না কেউ দেখে ফেলবে না? সকলেই তো লোভী আর খারাপ নয় যে ষড়যন্ত্রে যোগ দেবে।

তাহলে বাড়ির মধ্যেই কোথাও পুঁতে ফেলতে পারে। পুরনো রাজবাড়ি, বাগান তো থাকতেই পারে।

তোর মাথায় অবশ্য অনেক চিন্তা আসে টি· সি· কিন্তু ভাব—এম· কে· বলে, মানুষটি কে ভাব? 'রানি মায়াবতী'! সে মানুষ কতক্ষণ বেওয়ারিশ পড়ে থাকবে, তাই অতসব সম্ভব? তাছাড়া এখন রাজাটাজার মহিমা না থাকলেও, দেখলি তো নাতিও একটি বিশিষ্ট লোক। মফস্বল অঞ্চলে একজন এম· এল· এ·-ও কেওকেটা। সেই লোক বুড়ি ঠাকুমাকে হারিয়ে দিশেহারা। তার মানে ঠাকুমাকে খুব ভালবাসে। সে কি আর ঠাকুমার জন্যে বেশি বেশি কেয়ার নেয়নি?

ট্যাপা হঠাৎ রেগে উঠে বলে, তা নিতো তো নিতো। তাতে আমাদের কি? এ কি আমাদের কেস? তাই তা নিয়ে আমাদের দামি মাথাদুটো ঘামাতে হবে? কোথায় কোন কাঠগুড়ি না হামাগুড়ির একটা বুড়ি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে এত ডিসকাশান করে ফালতু সময় নষ্ট কি জন্যে? যেটা বেশি দরকারী যা নিয়ে তোকে বলতে যাচ্ছিলুম—

এম· কে· অবাক হয়, কোনটা?

চমৎকার! ভুলেই মেরে দিলি? বললুম না ঠিক আমরা যেমনটি চাইছি, তেমনটি। দ্যাখ না ফ্ল্যাটভাড়া!··· একতলায় বড় রাস্তার ধারে। দুইখানি বড় বড় ঘর, দালান রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর স্নানের ঘর সহ! বিশদ সন্ধানের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ····সাক্ষাতের সময়—রবিবার বাদে সকাল আটটা হইতে সাড়ে দশটা। ঠিকানাটা দেখছিস? ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোড। আমাদের যেতে যেতেই—আর গিয়েই বা কি হবে! এতক্ষণে হয়তো ভাড়া হয়েই গেল। সব পাড়া আমাদের মতন নয়। অনেক পাড়ায় খুব ভোর বেলাই কাগজ এসে যায়। আর এ খবর তো মাছিদের কাছে গুড়ের কলসী ভেঙে যাওয়ার মতো।

কত ভাড়া, তা লিখেছে?

বিজ্ঞাপনে সেটি খুলে বলে না কি?

এম· কে· একবার হাত উল্টে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, কত বললি? সাড়ে দশটা না? হয়ে যাবে। একটা নয় অটো নিয়ে নেব। তবে মনে হচ্ছে খুব পুরনো বাড়ি।

হাত গুনলি?

না, ওই যে বলেছে, 'দালান'। রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর আজকাল আর ওসব কেউ বলে না। থাকেও না। তাছাড়া বড় বড় ঘর। নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে আজকাল কেউ বড় বড় ঘরও করে না। অবশ্য পুরনো হলেই যে—কি হল? যাবি না? এখন আবার টেবিল সাফ করতে বসলি? এসে হবে।

ঘরটা এইভাবে রেখে যাওয়া হবে? জাষ্ট দু'মিনিট। দ্যাখ না—

তুই তো আমায় কিছু করতে দিবি না। সব একা করবি।

তুই করতে বসলে দশ মিনিট, আমি করলে দু'মিনিট! এই তো হয়ে গেল। বলেই ট্যাপা আলনা থেকে প্যান্ট আর শার্টটা হাতে নেয়।

এম· কে· বলে সকালে যে কেন ওই লুঙ্গিটা পরিস!

কাজ করার সুবিধে হয় রে—তুই ততক্ষণ চুলে চিরুনি লাগা না, আমি এলাম বলে,—

বলেই যেই বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়েছে, ফ্ল্যাটের দরজায় জোর শব্দে বেল বেজে ওঠে।

হ'ল তো! ....ট্যাপা বলে, বেরোনোর বারোটা বাজিয়ে দিল। যাই রক্ষে ঘরটা ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। এই জন্যেই আলাদা একটা ঘর—তুই দোর খুলে ওকে এক মিনিট আটকা—

বলে চলে যায় বাথরুমে সাজ বদলে নিতে।

ততক্ষণে আর একবার বেল।

এম· কে· এগিয়ে যায়। তবে ধীরে সুস্থে।

সম্পূর্ণ অচেনা, একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চেহারায় একটু উস্কো খুস্কো ভাব। মনে হচ্ছে রাতে ঘুম না হওয়া, সকালে স্নান না করা চেহারা।

এটাই কি 'যুগলরত্ন' অফিস?

অফিস বললে অফিস! চেম্বার বললে চেম্বার।

যুগলরত্ন মানে, দুজন তো? আমি তাঁদের সঙ্গে একটু দেখা করতে যাই।

একটি রত্নের দেখা পেয়েই গেছেন—আর একটির দেখা—

এই পেলেন। বলে পিছনে এসে দাঁড়ায় ট্যাপা। একদম ফ্রেশ হয়ে। একদম ঝকঝকে পোষাক, চুল পরিপাটি।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বলেন, আচ্ছা এঁরা ডিটেকটিভ তো?

তাই বলতে পারেন।

তাহলে? আপনারাই কি?

আমরাই।

ভদ্রলোক আরও ইতস্ততভাবে বলেন, আমি ভেবেছিলাম—

ট্যাপা ফস করে বলে ওঠে, বেশ জাঁদরেল গোছের ব্যাপার। কেমন? হতাশ হলেন?

এম· কে· মনে মনে ঠোঁট কামড়ায়। তাড়াতাড়ি বলে, আসুন, ভেতরে আসুন।

ভেতর বলতে, অবশ্যই সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ঘরটি।

এম· কে· দেখে অবাক হয়ে যায়, ইতিমধ্যেই ট্যাপা দুজনের—নেওয়ারের খাট দু'খানার ওপর দু'খানা নতুন কেনা সুন্দর বেড্ কভার পেতে ঘরের চেহারা ফিরিয়ে ফেলেছে।

ইস। ছেলেটার এত গুণ। শুধু বাইরের লোকের সামনে যদি একটু কম কথা বলত।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন, একটু ভেতরদিকের কোনও ঘরে বসলে হতো! আমার একটু গোপনীয় কথা ছিল। মানে একটু বিশেষ প্রাইভেসি চাইছিলাম।

ট্যাপা দরাজ গলায় বলে, এ বাড়িতে বাথরুম ছাড়া এর থেকে বেশি প্রাইভেসি পাবেন না। ভেতরে কোনও ঘরটর নেই।

এম· কে· কড়া চোখে তাকায়। কিন্তু যার দিকে তাকায় সে তখন—অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে দরজার কাছে পাপোসটা বাঁকামতো হয়ে রয়েছে।

ভদ্রলোক তবুও সভয়ে বলেন, কেউ এসে পড়বে না তো?

আমরা দুজন ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। থাকে না।

মদনা আবার সেই রকম তাকায়। তারপর তাড়াতাড়ি বলে, বলুন?

বসেন ভদ্রলোক।তারপর বলেন, দেখুন আমি খুব বিপদে পড়ে—

ট্যাপার হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার সংকল্প বাইরের লোকের সামনে বেশি কথা বলবে না। তাই চুপ করে যায়।

মদনাই বলে, বিপদে ছাড়া আর কে আমাদের কাছে আসে বলুন? তো আসছেন কোথা থেকে?

ইয়ে অনেকটা দূর থেকেই—নর্থ বেঙ্গল থেকে।

নর্থ বেঙ্গল শুনেই দুই বন্ধু উৎফুল্ল হয়ে নড়ে চড়ে বসে। এইমাত্র না কাগজে এই নর্থ বেঙ্গলেরই একটা ঘটনা পড়া হ'ল! ব্যাপার কী।

ভদ্রলোক গলার স্বর নামিয়ে বলেন, আমি ওখানের পাথরগুড়ির রাজবাড়ির পুরনো আমলের ম্যানেজার। ওখানে অবশ্য আগেকার কালে 'দেওয়ানজী' বলা হয়। সে যাক। রাজত্ব বলে কিছু নেই, রাজা নামটি আছে। তো সেখানেই সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটায়—

এরপরও ট্যাপা মুখে তালাচাবি দিয়ে থাকবে? বলে উঠবে না, 'রানি মায়াবতীর অন্তর্ধান' তো?

ভদ্রলোক থমকে উঠে বলেন, কি করে জানলেন?

এম· কে· একটু হেসে বলে, চমকাবার কিছু নেই। জ্যোতিষের ব্যাপার নয়। যে শোর্স থেকে পৃথিবীর সব খবর জানা যায় সেইখান থেকেই। আজকের কাগজেই বেরিয়েছে—এই যে দেখুন না।

বলে টেবিল থেকে কাগজখানা নিয়ে খুলে ধরে।

ভদ্রলোক হতাশ গলায় বলেন, অথচ আমি দপ্তরের কর্মচারিদের বিশেষ করে নিষেধ করেছিলাম, ঘটনাটা এখুনি হৈহৈ করে পাবলিক্‌কে না জানাতে। আর এ কিনা রাজ্যশুদ্ধু ঢ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া।

এম· কে· বলে, কিন্তু বারণ করার কি দরকার? বৃদ্ধা মহারানির হঠাৎ অন্তর্ধান, এতো তোলপাড় করে খোঁজারই কথা।

ভদ্রলোক ম্লান ভাবে বলেন, সাধারণভাবে সেটাই ঠিক। কিন্তু রাজারাজড়ার ঘরে অন্য ব্যাপার। মান সম্মানের প্রশ্ন।

ট্যাপা আবার সরব। হেসে উঠে বলে, এর আবার মান সম্মানের কি আছে? সুন্দরী রাজকন্যে তো হারিয়ে যায়নি। নব্বুই বছরের এক বুড়ি—

ভদ্রলোক বলেন, বিপদ তো সেখানেই। রহস্যও। শত্রুপোক্ত কেউ হতো, ভাবা যেত নিজেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কিন্তু যে মানুষ চলাফেরা করতে পারেন না। তা সেই বিষয়েই একটু....

এম· কে· তখন বলে, কিন্তু তার আগে বলুন তো, ব্যাপারটা কি? আমরা এই দুই বন্ধু পাকে চক্রে গোয়েন্দা হয়ে বসেছি বটে, তবু এমন কিছু রাজ্যজানিত লোক নয়। পরিচয় তো নিজেরাই দিয়েছি, দেখলেন 'যুগলরত্ন টিকটিকি'। তো সেই নর্থ বেঙ্গলে সামান্য দুটো টিকটিকির নাম পৌঁছল কি করে? তাও আবার রাজবাড়িতে।

ভদ্রলোক একটু পিঠ সোজা করে বসেন। বলেন, তাহলে আসল ব্যাপারটা খুলে বলতে হয়। সে তো অনেক কথা।

কিন্তু অনেক কথা না বলে তো উপায়ও নেই। যদি অবশ্য আমরা আপনার কোনও কাজে লাগি। ডাক্তারের কাছে, উকিল ব্যারিস্টারের কাছে, আর ডিটেকটিভের কাছে, সব কিছুই খুলে বলতে হয়। কিছু চাপতে যাওয়া মানেই নিজেরই ক্ষতি করা। এটা অসম্ভবই বলা চলে, আপনার হঠাৎ আমাদের মতো অজানা অচেনা তুচ্ছ গোয়েন্দার কাছে আসা। কি সূত্রে এলেন এটা তো আগে শোনা দরকার। জানেন তো গোয়েন্দাদের প্রথম কাজই হচ্ছে, সকলকে সন্দেহ করা। কিন্তু সব আগে আপনাকে একটু চা-টা না খাওয়াতে পারলে—তো....

ট্যাপার দিকে তাকায়। অর্থাৎ চায়ের দোকানটায় একটু জানান দে। ...বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু হাতছানি দিয়ে ডাকলেই—চায়ের দোকানের ছেলেটা চলে আসে। এরা যাকে আদর করে নাম দিয়েছে 'দন্তমানিক'। এরকম এরা করেই থাকে মাঝে মাঝে । বাড়িতে তো চায়ের পাট নেই। অথচ অতিথি আসে।

কিন্তু বলামাত্রই ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, না না! আমি সারারাত ট্রেনে আসছি স্নান করা হয়নি বাসি কাপড় বদলানো হয়নি, আমার এখন এককোঁটা জল খাওয়াও চলবে না। বুঝতেই তো পারছেন সেকেলে মানুষ, এসব নিয়ম আবার মেনে চলা অভ্যাস।

তাহলে আর কি করা। কিন্তু আপনার নামটা তো এখনও জানা হয়নি।

আমার নাম! নাম রঘুনাথ ভট্টাচার্য! আসল বাড়ি কলকাতায়। কিন্তু

আজ পঞ্চাশ বছর ওই নর্থ বেঙ্গলে। জীবন কেটে গেল ওই রাজবাড়িতেই।

ওখানে আপনার ফ্যামিলিও? মানে ছেলেমেয়ে—

ছেলেমেয়ে? না বাবা সেসব কিছু নেই। সংসার টংসার করবার সময়ই হয়ে ওঠেনি। ....মা বাপ ছিল না, কাকা জ্যাঠারা তেমন—সে যাক বলতে গেলে প্রায় বালক বয়েসেই স্রেফ ভাগ্যান্বেষণেই কলকাতা থেকে ছিটকে চলে গিয়ে এখান সেখান ঘুরে ওই পাথরগুড়ি রাজবাড়ির দেউড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ি। সেই অবধি ঢুকেই আছি। তারপর কাজে কাজে কোথা দিয়ে যে জীবনটা পার করে এলাম। প্রথম দিকে রাজবাড়িতে খুব বোলবোলাও দেখেছি। মহারাজা, মানে এই রানি মায়াবতীর ছেলে রাজা হারীন্দ্রনারায়ণ ছিলেন দুর্দান্ত ধরনের। হাতী

শিকার ছিল তাঁর একটা প্রিয় শখ। আরও কত কিই শখ ছিল। আমাকে তাঁর বেশ পছন্দ ছিল, বছর আষ্টেকের বড় ছিলেন আমার থেকে। তবু সব ব্যাপারে আমাকে সহকারী করতেন। আবার সেরেস্তার ভারও আমায় দিয়ে বসেছিলেন। তা তিনি তো কবেই মারা গেছেন। খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে, ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে। তাঁর বিধবা স্ত্রী রানি পুষ্পলতাও অকালে চলে গেলেন। এখন যিনি রাজা, জীবেন্দ্রনারায়ণ তিনি হচ্ছেন রানি মায়াবতীর নাতি। অতি ভাল ব্যক্তি। বছর চল্লিশ বয়েস। স্থানীয় লোকেদের খুব প্রিয় পাত্র। গেলবারের নির্বাচনে এম· এল· এ· হয়েছেন—

ট্যাপা উসখুস করে বলে ওঠে, কিন্তু আমাদের খবরটা জানলেন কোথা থেকে, সেটা তো—

ওঃ। দেখছেন তো—কথায় কথায়—কিন্তু বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে

এসে আপনাদের কাজের কোনও অসুবিধে ঘটাচ্ছি না তো?

রাজবাড়িতে মানুষ। আদব কায়দাটি জানেন ভাল।

সে কিছু না, আপনি বলে যান।

দেখো বাবা—ইয়ে দেখুন—

এরা বলে ওঠে, থাক থাক আপনি আমাদের তুমি করেই বলুন। বয়স্ক মানুষ, আপনি বলছিলেন, অস্বস্তিই হচ্ছিল।

তা'হলে তাই-ই বলি। কথা বলার সুবিধে। তাহলে বলি আসলে ডিটেকটিভের কাছে আসব এমন কোনও মতলব নিয়ে আমি কলকাতায় আসিনি। এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে। ....এই যে তোমাদের বাড়ির সামনাসামনি এক জ্যোতিষী ঠাকুরের বাড়ি রয়েছে। দেখেছ তো নিশ্চয়। মহাযোগী মহাসাধক মহাজ্যোতিষী শ্রীভার্গবাচার্য—

ওরা হেসে ওঠে, সারাক্ষণই দেখছি। অত বড় সাইনবোর্ড।

তা তো দেখবেই। সামনাসামনিই তো—তো উনি এখন আর কোনও কাজ করেন না, তা শুনেছ?

ট্যাপা, মদনা দুজনে চোখ চাওয়াচায়ি করে বলে, করেন না বুঝি?

না। বাড়ির লোক তো তাই বলল। অথচ ওঁর আশাতেই চলে এসেছি—আসলে উনি শুধু জ্যোতিষীই নন, একজন মহাসাধকও। উনি হচ্ছেন আমার এক সম্পর্কে ভাগ্নীর গুরুদেব। যখনই কোনও কাজে পড়ে কলকাতায় আসতে হয় ঐ ভাগ্নীর বাড়িতেই উঠি। 'মামা' বলে খুব ভক্তি যত্ন করে। তো তার মুখেই এঁর বিষয় শুনেছি। ভাগ্নী তো ওঁকে দেবতার মতো মনে করে। তো রানিমার হঠাৎ নিরুদ্দেশে যখন ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছে সবাই সহসা এঁর কথা মনে পড়ে গেল। মনে হ'ল একবার গণনা করিয়ে দেখলে কি হয়। ভাগ্নী যেমন বলে, তাতে তো মনে হয়েছে সঠিক বলে দিতে পারবেন—এই নিরুদ্দেশের কারণ কি, এখন কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কিনা। তা আমার অদৃষ্ট। বাড়িতে বলল, মস্ত একটা অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে উনি আর কাজ করেন না।

কিন্তু তার পরের ব্যাপারটা কি? ...ট্যাপার অধৈর্য প্রশ্ন, আমাদের খবরটা জানলেন কোথায়।

সেই কথাই তো বলছি বাবা! ওঁর একটি ভাইপোই বোধহয়— ওঁর কথায় বলল তো 'জেঠু'। তো একটু যেন ইয়ারমার্কা ছেলে। তবে

আমাকে খুব হতাশ হয়ে পড়তে দেখে বলল, ‘জ্যোতিষ দেখিয়ে না হয় হদিস পেলেন—কেন গেছেন, কোথায় আছেন।’ জ্যোতিষ তো আর খুঁজে বার করে হাতে এনে দেবে না। তার থেকে গোয়েন্দা লাগান কাজ হবে। তো সেই ছোকরাই তোমাদের কথা বলল। ওদের বাড়ির একটা দারুণ চুরির কেস-এর নাকি ফয়সালা করে দিয়েছ তোমরা। খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি। খুব লক্ষ্য। তাছাড়া খুব ভদ্র। তোমাদের লাগাতে পারলে—তা সেই ছোকরাই তোমাদের এই সাইনবোর্ডও দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল সিঁড়ি দিয়ে উঠে, কোন্ দিকের দরজা। তবে তোমরা যে এমন ছেলেমানুষ গোয়েন্দা, তা বলে দেয়নি।

এখন আমাদের দেখে তেমন আস্থা আসছে না? কেমন?

না। না। সে কি। এটা কি বলছ? শ্রীভার্গবের বাড়ির লোক সার্টিফিকেট দিল। তাছাড়া তোমাদের দেখে এখন বেশ ভাল লাগছে। তাছাড়াও এই যে আমাদের ওখান থেকে এত দূরে, ওখানের কারুর কাছেই ফাঁস হয়ে যাবে না, এটিই চাই আমি। জ্যোতিষীর কাছে আসাও জানাইনি কাউকে। বলে এসেছি হঠাৎ ভাগ্নীর অসুখের খবর পেয়ে—দেখতে আসছি। ওখানে সবাই জানে, আমার আপন বলতে ওই ভাগ্নীটি।

তাহলে কেসটা আপনি আমাদের হাতে দিতে চান?

নিশ্চয়। নিশ্চয়! সে তো একশোবার। রানিমার এই ব্যাপারে যে আমি কি মনের অবস্থায় আছি। শুধু তো হারিয়ে যাওয়ার চিন্তা নয়, আরও এক মহাবিপদ এসে পড়েছে, ওনার নাতি এখনকার মহারাজা রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণের।

ট্যাপার প্রতিজ্ঞা ভেঙে যায়। বলে ওঠে, ঠাকুমা হারানোই তো যথেষ্ট বিপদ, আবার বাড়তি কি?

বাড়তি কি জানো? ....রঘুনাথ অকারণ ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, রাজবাড়ির সকলে, এমন কি বাইরেও, সকলেই ফিসফাস করছে—এই অন্তর্ধানের ঘটনাটি নাকি জীবেন্দ্রনারায়ণেরই ঘটানো।

অ্যাঁ।

সেই তো। ....এই সন্দেহ ক্রমেই ছড়াবে বৈ কমবে না, যতক্ষণ না

রানিমার কোনও সন্ধান মিলছে।

এম· কে· বলে, কিন্তু এ ধরনের সন্দেহের কারণ কি? এতে ওই এখনকার মহারাজা জীবেন্দ্রনারায়ণের লাভ কি?

দ্যাখো বাবা, পৃথিবীতে কুটিল লোকের অভাব নেই। আর কুটিলদের মগজই হচ্ছে সবচেয়ে উর্বর। ....কাজেই তাদের ধারণায়, 'রাজাবাবু' নাকি ওঁর ঠাকুমার এতদিন বেঁচে থাকায় দারুণ চটে যাচ্ছিলেন—

বেঁচে থাকায় চটে যাচ্ছিলেন?

তাদের মতে তাই। আসলে উনি নামে 'রাজাবাবু' হলেও এখনও পর্যন্ত সর্বস্বের সর্বাধিকারিণী হিসেবে সমস্ত কিছুতেই তো রানিমার নাম। তাঁর মত না নিয়ে বা তাঁর সই না নিয়ে কোনও সম্পত্তি বেচাকেনা চলবে না। অর্থাৎ রাজাবাবু কর্তা হয়েও কর্তা নয়। এদিকে বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। কবে আর স্বাধীন হবেন? তাই কোথাও পাচার করে দিয়ে খুন করিয়ে ফেলার মতলব। এই ওদের বক্তব্য।

ট্যাপা ব্যঙ্গের হাসি হাসে। বলে, লোকে এইরকম একটা বোকাটে গল্প বিশ্বাস করছে? জীবেন্দ্রনারায়ণ তো শুনলাম একজন শিক্ষিত লোক। পলিটিকস্ করেন, তাঁর বুদ্ধি নেই? তিনি এরকম একটা হাঁদামার্কা ঝুঁকি নেবেন?

এম· কে· মনে মনে বলে, ট্যাপা রে! তোর যুক্তিটুক্তিগুলো তো ভাল, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে এরকম বাজে ভাষায় কথা যে কেন বলিস? ....মুখে বলে, তা' সত্যিই, বুদ্ধিমান লোক এমন কোনও কাজ করে না।

রঘুনাথ ম্রিয়মানভাবে বলেন, সে কথা কে বোঝে? আসলে মানুষ জাতটা বড় হিংসুটে, বুঝলে? ওই যে উনি যে একটু বিশেষ বিশিষ্ট হয়েছেন, তাতেই অনেকে হিংসেয় ফেটে যাচ্ছে। তাই এমন কোনও গল্পও বিশ্বাস করতে চাইছে। ....আর রাজবাড়ির মধ্যে যারা আছে? তাদের মধ্যে নিকট আত্মীয় বলে তো বড় কেউ নেই। জীবেন্দ্রনারায়ণের কোনও ভাইবোন নেই, একমাত্র ছেলে। বাপ জ্যাঠাও নেই, ওর বাবা হারীন্দ্রনারায়ণও ছিলেন ছেলে হিসেবে একমাত্রই। দু'জন বোন আছেন, জীবেন্দ্রর পিসিরা, তারা দূরে দূরে থাকেন, নিজেরাই যথেষ্ট অবস্থাপন্ন।

জীবনে আসেন না। রানি মায়াবতী মেয়েদের এই ব্যবহারে দুঃখ করেন এবং অভিমানে মেয়েদের কোনও সম্পত্তির ভাগ দেবেন না বলে উইল করে রেখেছেন।

সম্পত্তি আর কত? এই তো বললেন রাজত্বই নেই।

তা বটে। তাহলেও কি জানো বাবা? কথায় বলে, 'বড়গোলার তলা'। নেই নেই করেও দু'দুটো চা বাগান আছে, নর্থ বেঙ্গলের মধ্যেই নানা জায়গায় গোটাকতক বাড়ি আছে, তীর্থস্থান হিসেবে বেনারসে মস্ত বাড়ি আছে। যেখানে আগে আগে খুব যাওয়া হতো সপরিবারে। ....তাছাড়া কালিম্পঙে বাড়ি! মংপুতে কিছুটা সিনকোনার চাষের জমি। ....যখন এসব সম্পত্তি করা হয়েছিল সামান্যই দাম ছিল। শিলিগুড়িতে যে বাড়িটা আছে, যেখানে গিয়ে ওঠা হয় যার যখন দরকার হয়। সে বাড়িটাও কেনা হয়েছিল মাত্র ছাব্বিশ হাজার টাকায়। এখন নাকি আড়াই তিনলাখ দাম। সে যাক, এখন তো সব কিছুই একশো গুণ দামি হয়ে উঠছে। শুধু মানুষের দামই নেমে যাচ্ছে। তা ওই যা বললাম, রাজবাড়িতে আপনজন বলতে কেউ নেই। থাকবার মধ্যে মাইনে করা লোক, আর আশ্রিতরা। যাদের কাজ হচ্ছে, যার খাব, পরবো, আশ্রয়ে থাকব, তারই নিন্দে করব। ....তাই তলে তলে এইটে রটিয়ে বসেছে। আর লোকে বিশ্বাস করে বসছে। সাধারণ লোক অন্যের নামের নিন্দেটা খুব সহজে বিশ্বাস করে।

এম· কে· বলে, তাহলে প্রবলেম হচ্ছে দুটো? এক হচ্ছে রানি মায়াবতীর অন্তর্ধান, আর অন্যটা হচ্ছে তার নাতির ওপরই সন্দেহ ঘনীভূত হওয়া। তাই না?

ঠিক তাই। জীবেন্দ্রনারায়ণ এতে এত বেশি মুসড়ে পড়েছেন, যে ভাবনা হচ্ছে অসুখে টসুখে না পড়েন। ওঁর আবার একটা রাজনৈতিক দিক আছে। এ ধরনের প্রচারে তাতেও সুনামে কালি পড়বে। বিরোধী পক্ষ আহ্লাদে নাচবে।

ট্যাপা মনে মনে ভাবে, মদনা বলে, আমি বেশি কথা কই। আর এই বুড়ো? ধরলে কথা থামায় কে? এবং মদনার দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্তু এম· কে· এঁনার তো নাওয়া খাওয়া হয়নি। জল পর্যন্ত না। এখন থামা দিলে হয় না? বাকি পরামর্শ না হয় পরে—

রঘুনাথ যেন একটু বর্তেই যান। তাই বলেন, কিন্তু আবার কোন্ সময় তোমাদের সময় হবে?

ট্যাপা তাড়াতাড়ি মদনাকে একটা ইশারা করে নিয়ে বলে, আচ্ছা আমাদের খাতাটা দেখে বলছি। এম· কে· দ্যাখো তো!

মদনা এই ইশারা বোঝে। দেখানো তো দরকার তারা খুব বিজি।

সে টেবিলের ড্রয়ার টেনে একখানা ডায়েরি বুক বার করে উল্টে পাল্টে বলে, আজই বিকেলের দিকে তো হতে পারে। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে—তো সে রাত আটটার সময়। চারটে থেকে আটটা ফ্রী! ....কালই বরং একেবারে ব্যস্ত।

বিকেলে, তাই বলছো? ....আচ্ছা—এখনই তাহলে ভাগ্নীকে গিয়ে জানাই, যাতে বেশি রান্নাটান্না করতে বসে দেরী করিয়ে না দেয়।

ট্যাপা হঠাৎ দয়ার অবতারের মতো বলে ওঠে, আপনি বয়স্ক মানুষ, রাতে ট্রেন জার্নির ধকলে টায়ার্ড, আবার খেয়ে উঠেই ছুটে আসবেন? আমরা তো বিকেলে বেড়াতে বেরোই, বলেন তো আমরাই চলে যেতে পারি!

তোমরা? অ্যাঁ? সুবিধে হবে?

অসুবিধের কি আছে? ঠিকানাটা দিয়ে যান।

রঘুনাথ কৃতার্থ গলায় বলেন, ঠাকুরমশাইয়ের ভাইপোটি ঠিকই বলেছিল। অতি ভদ্র। তা যদি যেতে পারো বাবা, তাহলে তো বেঁচে যাই।

সে বাড়িতে আপনার মনের মতো প্রাইভেসি আছে?

তা আছে। ....রঘুনাথ প্রসন্নভাবে বলেন, ভাগ্নী বিধবা মেয়ে, ছেলেপুলে নেই, শুধু একটা কাজের মেয়ে নিয়ে বাস। ....তা মেয়েটাকে ছুতো করে সরিয়ে দিলেই হবে। ....আর ভাগ্নী? সে তো আমার নিজের মেয়ের অধিক। ....তাহলে বলছ আমি এখন উঠব?

নিশ্চয়! নিশ্চয়! আপনার এখন নাওয়া খাওয়ার দরকার।

কি বলে যে তোমাদের ধন্যবাদ দেব বাবা!

এম· কে· হেসে বলে, এখন আর ধন্যবাদের কি হয়েছে? যদি আপনার কোনও কাজে লাগি, তখন দেবেন। এই যে—এই কাগজটায়—

রঘুনাথ চলে যাবার পর এরা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দেখে ভদ্রলোক বেরিয়ে যেন নিজেকে টানতে টানতে খানিক এগিয়েই মোড়ের মাথায় একটা রিক্সায় চড়ে বসেন। সত্যিই খুব টায়ার্ড।

ঘরে ফিরে আসতেই ট্যাপা বলে ওঠে, মদনা! জগতে ট্যাপা হতভাগাই শুধু বেশি কথা বলে, কেমন? বুড়োর বকবকানির বহর দেখলি?

তা' দেখলাম।

বলে মদনা একটু হাসে।

আরও বকতো। বলতে গেলে তো জোর করেই ভাগালাম। দেখছি অবস্থা কাহিল। সারারাত ট্রেনে এসেছে, এত বেলা অবধি নাওয়া খাওয়া নেই।....

বক্‌বকানিতে আমাদের কিন্তু কিছু লাভ হল। ওর মধ্যে থেকেই সেই রাজবাড়ির অনেকখানি ছবি দেখতে পাওয়া গেল। তবে অবশ্য কাজটা আমাদের দেবেই, এমন সঠিক নিশ্চয়তা নেই। ভদ্রলোক তো ডিটেকটিভের সন্ধানে আসেননি, এসেছিলেন গনৎকারের সন্ধানে। তো ওনার সেই ভাগ্নী না ভাইঝিটি যদি আবার নতুন কোনও গনৎকার সাপ্লাই করে বসেন তাহলেই তো হয়ে গেল।

তা যা বলেছিস রে মদনা। ইয়ে এম· কে·।

থাক না। সাবেক নামটাই না হয় চলুক এখন। বাইরের কেউ তো নেই।

বলছিস? ভাল। তা' একটা মজার ব্যাপার দেখলি মদনা? শ্রীভার্গবের সেই মস্তান মার্কা ভাইপোটা আমাদের সার্টিফিকেট দিয়ে লোকটাকে ঠেলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাজ্জব।

মানুষ জাতটাই তাজ্জব রে ট্যাপা। ....নইলে ভাব—

আবার বেল্ বেজে উঠল।

এই দ্যাখো। আবার নতুন কোনও ক্লায়েন্ট নয় তো? আজ দিনটা দেখছি পয়মন্ত—বলে ট্যাপা দরজা খুলতে এগোয়।

তোর যে দেখছি, ভারী অহঙ্কার বেড়ে গেছে। এক্ষুণি আবার নতুন ক্লায়েন্ট আসবে? হয়তো ওই ভদ্রলোকই আবার কিছু বলতে—

তা ঠিক তা' না হলেও এম· কে·-র আন্দাজটা খুব ভুলও নয়।

তিনি না হলেও তাঁর সংক্রান্ত ব্যাপার। এসেছে শ্রীভার্গবের বাড়ির 'কাজের ছেলেটা'। ....হাতে একটা বাঁশের হ্যাণ্ডেল দেওয়া আদ্যিকাল মার্কা কালো ছাতা!

একগাল হেসে ছেলেটা বলে, একটা বুড়ো মতন ভদ্দরলোক এয়েছে না এখানে? এইটা ও বাড়িতে ফেলে এয়েছিল।

সে ভদ্দরলোক তো এই মাত্তর চলে গেল।

চলে গেছে? অ্যাঁ? এখন উপায়?

উপায় আর কি? যেমন হাতে নিয়ে দোলাচ্ছো, তেমনি—দোলাতে দোলাতে ফেরৎ নিয়ে যাও।

ওরে বাবারে! তা'হলে আর রক্ষে আছে? এই ছাতাই দাদাবাবু আমার পিঠে ভাঙবে।

ভাঙলে ভাঙবে। আমাদের কি?

ছেলেটা বলল, হায় হায়! নিজের দোষেই গো—বুড়ো যখনই চলে এলো, দাদাবাবু তখনই বলল, 'যা যা দিয়ে আয়।' তো আমিই 'যাই যাই' করে হাতের কাজ সারতে সারতে ভাবলাম বকবকুম্ভুড়ে বুড়ো ও বাড়ি থেকে কি আর সহজে উঠবে? কাজগুলো সেরেই যাই।

এম· কে· বলল, তা তোমার আন্দাজটা নেহাৎ ভুল নয়। তিনি এতক্ষণই বকবকাচ্ছিলেন। এই মাত্তর গেলেন। কি আর করবে।

হেই দাদাবাবুরা এটা আপনাদের ঘরে রেখে দাও। যদি আবার আসে তো দিয়ে দিও। আসবেই তো!

মদন ট্যাপার দিকে তাকায়। ট্যাপা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, আবার আসবেই একথা কে বলেছে?

আজ্ঞে, আপনারা তো 'টিকটিকি'। 'টিকটিকি' পুলিশের কাছে কি

আর একবার এসে কাজ মিটে যায়?

আমরা পুলিশ নই।

তা নামে না হলেন, কাজে তো? এলোপাথিও ডাক্তার, হোমেপাথিও ডাক্তার। লোকে তারে গণ্য করে না বলে কি আর তাদের চিনির গুলিতে কাজ হয় না? খুব কাজ হয়। আমার তো সেবার অ্যায়সা পেট ব্যথা—ডাক ছেড়ে কাঁদছি—

ট্যাপা বলল, তুমিও তো কম বকবকাচ্ছো না!· যাও বাবা তোমার ছাতা নিয়ে সরে পড়ো।

দাদাবাবু ছাল ছিঁড়ে নেবে।

নিলে নেবে। দোষ করলেই শাস্তি আছে।

আপনি তো বাবু খুব নিষ্ঠুর। ····তো আপনারাই তো আমাদের বাড়িতে দাদুর ঠাকুরঘরে চুরির চোর ধরলে তখন তো এমন দেখি নাই।

তখন দ্যাখোনি, এখন দ্যাখো। ওই বিটকেল ছাতাটা আমাদের এখানে রাখব কোথায়? তোমাদের পেল্লায় বাড়ি। একশোটা ইঁদুর বেড়াল ছুঁচো ব্যাঙ আশ্রয় নিয়ে দিব্বি লুকিয়ে থাকতে পারে। ওটাও থাকবে।

তা যা বলেছেন। আছেও। তবে এটা নিয়ে বিপদ। দাদাবাবু দেখতে পেলে—

এম· কে· বলে তবে না হয় রেখেই যাও। এত যখন ভয়!

ট্যাপা চোখ পাকিয়ে বলে, কোথায় রেখে যাবে শুনি?

ও আর কোথায় রাখবে? আমিই খাটের তলায় টলায় কোথাও—

ছেলেটা আবার একগাল হেসে ছাতাটা দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে যায়।

দরজাটা বন্ধ করে ফিরে আসতেই, ট্যাপা বলে, তোর দেখছি বড্ড মায়া। বুড়ো আর আসবে?

আরে আমরাই তো যাব আজ বিকেলে।

কী? ওই তেঠেঙে কেলেকুচ্ছিৎ ছাতাটাকে হাতে করে বাসে উঠতে হবে? আমি তা'লে যাব না। তুই একা যাস!

আরেবাস! তুই তো বেশ বাবু হয়ে উঠেছিস রে ট্যাপা।

ট্যাপা গম্ভীর হয়ে বলে বাবু নয়। সভ্য সুন্দর হবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু ছাতাটাকে ঘরে নিয়ে এসে এম· কে· যে আরও কিছু তথ্য আবিষ্কার করে ফেলল। ছাতাটা একবার খুলে দেখতে গিয়েই তার মধ্যে থেকে টুপ্ করে পড়ল আর কি একটা কাগজ! একটা ট্রেনের টিকিট। যেটাতে রঘুনাথ গতকাল শিলিগুড়ি থেকে হাওড়া এসেছে। সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট! অনেকের এমন অভ্যাস থাকে ছাতা মুড়ে রাখার পর টুকটাক কিছু কাগজপত্র কি রুমালখানাও তার খাঁজে ফেলে রাখে।

এম· কে· বলল, টি· সি· একটা জিনিস দেখলি? রাজবাড়ির দেওয়ানজী, কিন্তু রেল গাড়িতে থার্ডক্লাসে। এখনকার ভাষায় অবশ্য 'সেকেণ্ড', তা যাই হোক। লোকটা মিতব্যয়ী। ছাতাটাও দেখছিস? দু জায়গায় তালিমারা। কালো ছাতায় সাদা তালি! দেখে লোকে হাসবে তা খেয়াল নেই।

টি· সি· বলল, রঘুনাথবাবু বললেন তো পাথরগুড়ি। অথচ টিকিট তো দেখছি শিলিগুড়ি থেকে।

ওখানেও তো রাজাদের বাড়ি আছে বললেন। সদর জায়গা, হয়তো কিছু কেনাকাটা করে তবে বেরিয়েছে।

ও হো এই যে আর একটা কি····· হাঁ ঠিক বলেছিস, শিলিগুড়ির কোনও একটা দোকানের ক্যাশমেমো। একজোড়া কেড্‌স কেনা হয়েছে। পায়ে কি পরা ছিল রে?

দেখিনি বাইরে ছেড়ে রেখে ঘরে ঢুকেছিল।

তার মানে কলকাতায় আসতে একজোড়া জুতো কিনতে হয়েছে। আগেরটা নিশ্চয় 'অচল অধম' হয়ে গিয়েছিল। হি হি। রাজবাড়ি! নামের কী অহঙ্কার।

এম· কে· বলল, যদিও গোয়েন্দা শাস্ত্রের নিয়মই হচ্ছে সব থেকে

নিরীহ আর নিঃসন্দেহ লোককেই আগে সন্দেহ করা। তবে মনে হচ্ছে লোকটা বোধহয় সত্যিই নিঃসন্দেহ।

ছাতা নিয়েই যাবি?

যাব না? বাসে নাই গেলাম। একটা না হয় অটো নেওয়া যাবে। ওই পচা এক ছাতার জন্য গ্যাঁটগচ্চা!

বুড়োর ওপর তুই চটে আছিস মনে হচ্ছে।

তা ঠিক নয়। তবে ভক্তি তো আসছে না। এরকম দীন দরিদ্দির লোক কি এমন কেস্ দেবে?

তবু আর একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে। এই তো বললি, দিনটা পয়মন্ত। একটা তালিমারা ছাতার খোঁচ খেয়েই মেজাজ বিগড়ে মত বদলে গেল?

ট্যাপা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা বাবা আচ্ছা! ওই তালিমারাকে গাড়ি চড়িয়ে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দেব। তো ঠিকানা লেখা কাগজটা কই? দেখি সে কোথায়?

কিন্তু দেখা মাত্রই ট্যাপার চোখ গোল গোল হয়ে আসে। মদনা!

কি রে?

এটা কি? ম্যাজিক? না দৈব?

কিরে বাবা!

ঠিকানা দেখছিস?

হ্যাঁ এই তো ষোলোর তিন—হরিশ—

বলি আগে কোথাও দেখেছিস এ ঠিকানা?

আগে? ...হ্যাঁ রে! দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে যেন। কার বলতো?

এই যে, বলে ট্যাপা সেই খবরের কাগজখানা তুলে ধরে দেখায়। সেই ভাড়ার ফ্ল্যাটের বিশদ জানবার যোগাযোগের ঠিকানা।

তার মানে সকালে যেখানে যাচ্ছিলাম, যাওয়াটা পণ্ড হয়ে গেল।

তবে? বলা হবে না ম্যাজিক? কিম্বা দৈব।

তা ট্যাপা মদনার এতদিনের জীবনটাই তো ম্যাজিক। কিম্বা দৈবের যোগাযোগ।

ছাতাটা ফেরৎ পেয়ে রঘুনাথ যেন হারানিধি পেলেন। ছাতাটি নাকি তার একটি বিশেষ স্মৃতিমণ্ডিত।

বলে উঠলেন এর থেকেই আশা হচ্ছে, সূচনাটা শুভ। হয়তো হারানো রানিমাকে তোমরাই উদ্ধার করে দিতে পারবে।

ট্যাপা বলে ওঠে, তাহলে আমরা সেখানে যাচ্ছি?

নিশ্চয়। যাবে তো অবশ্যই। তবে ঘটনাটি এমনভাবে ঘটাতে হবে যেন আমার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নেই। আমি আলাদা যাব, তোমরা আলাদা যাবে।

সেটা কিরকম করে হবে? আপনার সঙ্গে যাওয়াই তো সুবিধে। আমরা হঠাৎ গিয়ে পড়লে কে আমাদের পাত্তা দেবে? হয়তো দেউড়িতে ঢুকতেই দেবে না।

সেটাই তো গোপন পরামর্শের।

অতঃপর সেই পরামর্শ।

রাজবাড়ির যারা স্বয়ং রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণকে সন্দেহ করছে, তারা নাকি জীবেন্দ্রনারায়ণের প্রতি একান্ত স্নেহশীল এই রঘুনাথ ভট্টাচার্যকেও সন্দেহের চোখে দেখছে। তাদের ধারণা রঘুনাথের যোগসাজসেই জীবেন্দ্রর এই 'ঠাকুমা অপহরণ' কাণ্ড!....

এম· কে· বলে, কেন বলুন তো?

কেন আর? স্বর্গত রাজা হারীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে ও আমার পুত্রতুল্য স্নেহভাজন বলে। এখন আমি যদি ভাগ্নীর অসুখ ছুতো করে হঠাৎ কলকাতায় চলে এসে, একজোড়া গোয়েন্দা নিয়ে গিয়ে হাজির হই সন্দেহ আরও গভীর হবে না?

তা হতে পারে বটে।

হতে পারে নয়। হবে। কাজেই—

কাজেই ব্যবস্থা হয়। রঘুনাথ যেমন ফেরবার, আগামিকালই ফিরে যাবেন। ভাগ্নী ভাল আছে বলে। আর জোড়া গোয়েন্দা যাবে পরদিন ভ্রাম্যমাণ শখের গোয়েন্দা হিসেবে। যেন কাগজে খবরটা পড়ে কৌতূহলী হয়ে এসে পড়েছে। এবং খোঁজ নিতে চাইছে।

এই অবস্থায় রঘুনাথ তার প্রবল বিরোধিতা করবেন, ঢুকতে দিতে চাইবেন না। এমন কি এদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবেন, আর আপত্তি জানাবেন। তখন সন্দেহকারীদের সন্দেহ আরও জোরদার হবে রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে দেওয়ানজী এমন করছেন। কাজেই তারাই

গোয়েন্দাদের রাজপ্রাসাদে প্রবেশের পথ সুগম করে দেবে।

বাঃ। আপনার মাথাটিতেও তো কম আইডিয়া খেলে না দেওয়ানজী?

রঘুনাথ একটু হেসে বলেন, ওই মাথাটির জোরেই তিনপুরুষের প্রিয় হয়ে রয়েছি বাবা। বেশ চলছিল, হঠাৎই যে কোথা থেকে কি এক দুর্ঘটনা এসে হাজির হ'ল।

তাহলে ওই কথাই রইল।

তো যাবার খরচ খরচাটা আজ এখনই দিয়ে রাখি?

এম· কে· এবার বলে, না না সে পরে হবে।

টি· সি· গম্ভীর ভাবে বলে, বাঃ না দিতে পারলে উনি স্বস্তি পাবেন কেন?

এম· কে· হেসে বলে, এমনও তো হতে পারে 'রাহা খরচটি' নিয়েও আমরা গেলাম না। মানুষকে বিশ্বাস কি?

রঘুনাথ বলেন, তা ঠিক। মানুষকে বিশ্বাস নেই। আবার মানুষকেই বিশ্বাস করতে হয়। না করলে পৃথিবী চলে না! ....সকলেই তো আর লোভী নয়। এই যে আমার ভাগ্নী—

রঘুনাথের এই ভাগ্নীটিই গোয়েন্দা যুগলকে চা জলখাবার খাইয়ে অতিথি আপ্যায়িত করেছেন। রোগা কালো আধাবয়সী বিধবা! ছেলেমেয়ে নেই—একাই থাকেন, মাত্র একটি 'কাজের মেয়ে' নিয়ে। তা' তাঁর সম্পর্কেই কিছু জানবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল ট্যাপা! 'যোগাযোগের ঠিকানা'টি তো এটাই। তাই এখন ফস করে বলে বসে, আচ্ছা আজ সকালে কাগজে একটা একতলার ফ্ল্যাট ভাড়া'র অ্যাডভারটাইসমেন্ট দেখলুম। ঠিকানাটা যেন—

সেই কথাইতো বলছি বাবা! এই শান্তি, শ্বশুরের বাড়ির দরুণ এই অংশটি পেয়েছে। কিন্তু বলে, একা মানুষ এতটার দরকার কি? শুধু সিঁড়ি উঠতে মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরখানাতেই থাকতে পারে। পাশের প্যাসেজে আলাদা বাথরুম টাথরুমও রয়েছে। বাড়িটা ভাড়া দিলে, ওর নিজের খরচটা ভালভাবে চলে যাবে। এখনতো ভাড়া টাড়া বেশিই হয়েছে। তো ওর একটা হতভাগা দ্যাওর নাকি ফট করে না জিগ্যেস না কিছু, পেপারে এক বিজ্ঞাপন দিয়ে বসেছে। মতলব মোটা টাকা সেলামি

আদায় করবে। বোঝো ব্যাপার। শান্তি ওতে খুব নারাজ। তো দ্যাওর বলে কিনা, 'তোমার যদি এত ধর্মজ্ঞান, তুমি নিওনা, সেলামিটা আমিই নেব। বাড়িটাতো আমার বাবারই।' সেই নিয়েই আজ কথান্তর। পাশের অংশটা তার। পাশাপাশি দরজা। খদ্দের এলে, সে পুরুষ মানুষ আগেই তো কথা কইতে বসবে! শান্তি বলে, 'অন্যায় সুযোগ নিয়ে বাড়তি টাকা নেব? তা হয়না! দ্যাওর অবশ্য আলাদা, তবু মানতে হয়।' সে বলে কিনা, 'এ বাড়ির জন্যে লোকে পনেরো কুড়ি হাজার সেলামি হাসতে হাসতে দেবে।' ছাড়া হবে কেন?

অথচ সে লোক নানা বিজনেস করে কত কত টাকা রোজগার করে। আর এই শান্তির রোজগারের লোক নেই। স্বামীর অফিস থেকে পাওয়া সামান্য পেনসন থেকেই যা পায়। তবে বাজার আগুন তাই বাড়িটা ভাড়া দেবার কথা তুলেছিল—

ট্যাপা রেগে বলে, তো উনিই তো মালিক?

সেইতো কথা। তবে জগতে জোর যার মুলুক তার। নইলে—

ট্যাপা মনে মনে ভাবে, হ'ল আরম্ভ। তাড়াতাড়ি বলে, আচ্ছা দেওয়ানজী ওই কথাই রইল। আপনি কাল রওনা দিচ্ছেন। আমরা পরশু। আপনি আর আমরা কেউ কাউকে চিনিনা। জীবনে দেখিনি। তাইতো?

হ্যাঁ, আর আমি তোমাদের বিরোধী পার্টি! অ্যাঁ? মনে থাকবে তো? তখন কিন্তু 'আপনি আজ্ঞে'।

'সেই ষোলোর তিন হরিশ মুখার্জি রোড' থেকে বেরিয়ে খানিকটা চলে এসে ট্যাপা বলে, এম· কে· কী বুঝলি?

এখনও বুঝে ফেলা শেষ করে ফেলিনি।

রাজবাড়িতে গিয়ে আমরাই গুম খুন হয়ে যাব না তো?

গোয়েন্দাদের তো সব সময় সে রিস্ক নিয়ে কাজ করতে হয় রে।

আচ্ছা! যদি ফিরে আসি, ওই শান্তিদেবীকে 'মাসিমা' ডাকতে শুরু করব?

এম· কে· হেসে ফেলে বলে, যা শুনলি তাতে তো ওঁকে 'মাসিমা পিসিমা' ডাকার দরকারই নেই। প্রবলেম সেই দ্যাওর না কি যেন। তাকে কি ডাকবি? কাকু? জ্যেঠু? দাদু? মামু?

রাতে ট্রেনে চেপে সকালে শিলিগুড়ি স্টেশনে নেমে, ওয়েটিংরুমে স্নানটান সেরে ঝকঝকে হয়ে একটা পছন্দসই রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা।

শিলিগুড়িটাই এখন নর্থ বেঙ্গলের যত ব্যবসা-বাণিজ্যর প্রাণকেন্দ্র। স্টেশনের ধারে কাছে বা দূরপাল্লার বাস গুমটির কাছাকাছি অনেক হোটেল রেস্টুরেন্ট চায়ের দোকান। গমগমে জায়গা।

এম· কে· আমাদের নামের কার্ড দুটো সঙ্গে আছে? জিগ্যেস করল টি· সি·।

এম· কে· বলল, আছে।

আচ্ছা! রাজবাড়ির ব্যাপার তো? যদি জেরা করতে পুরো নামটা জানতে চায়?

সে তো তোর কি একটা মুখস্থ করা আছে না?

তা আছে। মলয়কুমার দাস। আর তপনচন্দ্র পাল। সেটাই বলব?

দরকার পড়লে তাই বলবি!

আচ্ছা বুড়োকে তোর সত্যি ভাল লোক বলে মনে হয়েছে?

মনে হবার কথা আগে ভাগে বলতে নেই রে টি· সি·। নিজেকে সবরকম ধারণা মুক্ত করে রাখা উচিত।

পারিসও বাবা! আমার অত অঙ্ক আসে না!

তা না আসুক তোর বুদ্ধিটা আসে।

রেস্টুরেন্টের বয় ছোকরা ওদের কাছে এসে 'কি লাগবে' জিগ্যেস করার সময় কেমন যেন মিটিমিটি হাসে। তারপর খাবার আনতে যায়।

টি· সি· গলার স্বর নামিয়ে বলে, ছেলেটা ওভাবে হাসল কেন বলত?

কি জানি। অকারণ হাসা হয়তো ওর একটা রোগ।

নাঃ। আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে। চল এখান থেকে পালাই।

পাগল না কি? ....আমরা কি আসামী? তাই পালাব? ভয়ের কি হ'ল?

ও হাসল কেন?

ততক্ষণে ছেলেটা খাদ্যসামগ্রী সাজিয়ে ট্রে নিয়ে হাজির।

এম· কে· আড়চোখে একবার টি· সি··কে দেখে নিয়ে বেশ চড়া গলায় ছেলেটাকে বলে, তুমি আমাদের দেখে তখন হাসলে কেন?

ছেলেটা একদম ছেলেমানুষ।

একটু ভয় পেয়ে বলে, কই না তো? হাসি নাই তো!

নিশ্চয় হেসেছ। আমরা দেখেছি। বল কেন হেসেছ?

ছেলেটা দেখে আরও লোক ঢুকে আসছে। ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেলে দোষ হয়েছে স্যার। আপনাদের দেখে আমার টি· ভি·-তে দেখা লরেল হার্ডি'র ছবি মনে পড়ে গেল। তাই।

হেসে ফেলল, এম· কে·। তাকাল টি· সি·-র দিকে।

ততক্ষণে একটা দল ঢুকে পড়ে টেবিল দখল করছে।

এরা খেয়ে বিল মিটিয়ে চলে আসে। বাইরে বেরিয়ে এম· কে· বলে, দেখলি তো টি· সি·? অকারণে আতঙ্কিত হতে নেই।

তা জানলুম। তবে তোতে আমাতে জুটি খুব বেমানান। তুই তালগাছ, আর আমি বেগুন গাছ।

আরে ওটাইতো মজার। লোকের মনে থাকার মতো।

তুই কিন্তু আমায় অ্যাসিসটেন্ট বলবি। দুটোই 'গোয়েন্দা', এটাও বেমানান। গোয়েন্দার একটা অ্যাসিসটেন্ট থাকবে, আর সে খুব বোকা হবে, আর বোকামি করবে এটাই নিয়ম।

ঠিক আছে বাবা, সেই নিয়মই চলব, তবে কতোটা পর্যন্ত বোকামি করা চলবে, সেটা ভেবে ঠিক করে রাখিস।

অনেক ধকল সয়ে এরা যখন রঘুনাথ ভট্টাচার্যির ডিরেকশন মিলিয়ে রাজবাড়ির দরজায় এসে পৌঁছল, তখন বিকেল পড়ে এসেছে। মস্ত রাজবাড়িটাকে যেন একটা ছায়া দৈত্যের মতো দেখতে লাগল। পুরনো তো! বহুদিন বংটং পড়েনি তা বোঝা যাচ্ছে। তবু মরা হাতী লাখটাকা। সামনে লন, লম্বা লম্বা টানা মার্বেল পাথরের বেশ গোটাকতক সিঁড়ি দিয়ে উঠলে তবে বারান্দা। তার উপর মোটা মোটা থাম! দরজাগুলো বেশ বিশাল বিশাল। গেট-এ দারোয়ান।

এম· কে· বেশ সপ্রতিভ ভাবে তার কাছে চলে এসে বলে রাজাবাহাদুর আছেন?

কাঁহা সে আয়া হ্যায়?

কলকাতাসে—

কৌন কাম?

এম· কে· নিজের নামের কার্ডটা বার করে বলে, রাজাবাহাদুরকো ভেজ দিজিয়ে।

লোকটা একটা হাঁক ছাড়ল। তার মানে গেট ছেড়ে নড়বে না।

কোনখান থেকে যেন একটা রোগা প্যাঁকাটি কোলকুঁজো আধবুড়ো লোক বেরিয়ে এলো! ওদের দুজনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, কি চাই? ....গলার স্বরটা যেন খোনা খোনা। বোধহয় নস্যি নেওয়ার ধাত।

কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে ওরা বলল, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হতে পারে?

লোকটা কার্ডের দিকে না তাকিয়েই একবার ওদের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে বলে, একেবারে রাজা বাহাদুরের সঙ্গে? আশা তো কম নয়! ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার শখ! ....কর্মপ্রার্থী তো? আমি

ম্যানেজার, সব খবর আমার কাছে। এখন এখানে কোনও চাকরী টাকরী খালি নেই।

ধবধবে জামা প্যান্ট পরা বলেই যে ম্যানেজারবাবু সমীহ করতে বসবেন, তার কোনও মানে নেই। ও আজকাল রিক্সাওলারাও পরে। তাই ম্যানেজারবাবুর এমন রাজাই চাল।

ট্যাপা এত সহ্য করবে? বলে উঠবে না, রাজবাড়ির যা জেল্লা দেখছি, তাতে তেমন আশা কেউ করবেও না। কলকাতা থেকে আমরা এই পাথরগুড়িতে চাকরীর খোঁজে এসেছি? হ্যাৎ! রাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হলে, জিগ্যেস করা যেতো—

লোকটা হঠাৎ কি ভেবে একটু থতমত খায়। ভাবে হয়তো, কি জানি রাজাবাবুর চেনা লোক নয় তো? তবু কথায় ডাঁট ছাড়ে না, বলে, চাকরীর খোঁজে লোকে কলকাতা থেকে আফ্রিকার জঙ্গলে যায়। তো আসার হেতুটা বলবেন তো?

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে?

মদনা ট্যাপার জ্বালায় নিরুপায়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। এখন শান্ত গলায় বলল, তোমার কার্ডটাও দাও টি· সি·। হেতুটা বুঝতে পারবেন।

বার করে দেয় ট্যাপা।

লোকটা এখন দুটোই দেখে। দেখে অস্ফুটে বলে, ডিটেকটিভ! ....কে ডেকেছে? রাজাবাবু? না—

এখন মদন হাল ধরে। বলে, ডাকেনি কেউ। আমরা নিজেরাই এসেছি। আসলে গোয়েন্দাগিরিটা আমাদের পেশা নয়, শখের নেশা। অ্যামেচারও বলতে পারেন। ক'দিন আগে কাগজে একটা খবর দেখেছিলাম 'পাথরগুড়ির রাজপ্রাসাদের মধ্য থেকে রানি মায়াবতীর অন্তর্ধান' ব্যাপারটা কি জানতে পারা যায় কিনা খেয়াল হ'ল! চলে এলাম! তা রাজবাড়ির অভ্যর্থনার যা বহর দেখছি—আচ্ছা নমস্কার।

এখন শুঁটকো ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, আহা সে কী। যাবেন কী? কাগজে বেরিয়েছিল? জানতেও পারিনি। এইরকমই সব ব্যবস্থা। কোন কাগজে বেরিয়েছিল?

'দৈনিক লোকবার্তা!' রানির বয়স নব্বুই দেখেই একটু কৌতূহল হয়েছিল। আহা—

আহা-হা। যাচ্ছেন কেন? আসুন। ভেতরে আসুন। শুনি ভাল করে। বিজ্ঞাপন দিলাম! এক কপি পাঠাবি তো? তা পাঠায়নি। দেখলামও না।

এম· কে· বলে, দেখতে পারেন। আমাদের সঙ্গে আছে কপিটা।

এরপর শুঁটকো অভ্যর্থনা কাকে বলে, তা দেখিয়ে এদের ভেতরে নিয়ে এলো। সেই টানা লম্বা সিঁড়ির একধার দিয়ে উঠে পাশের একটা ঘরে এনে বসিয়ে বলে, এইটে আমার অফিস ঘর। রাজবাড়ির কাজকর্ম সবই আমার ঘাড়ে, আরও একজন আছেন বটে আমার ঘাড়ের ওপর, তবে তিনি কেবল রাজাবাবুর দেখভাল করেন।

এরা বুঝে ফেলে ইনি, দেওয়ানজী রঘুনাথবাবুর সেই বিরুদ্ধ পার্টির একজন। নেতাও হতে পারেন।

অফিস ঘর বলতে গৌরবের কিছু নেই। একশো বছর বয়েসের ছাপমারা চেয়ার টেবিল আলমারি!

ঘরে এসে বসে কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখে শুঁটকো বলে, এইটুকু খবরের জন্যে অতগুলো টাকা নিল—

খবর ছাপতে আবার টাকা নেয় না কি? ট্যাপা বলে ওঠে।

শুঁটকো বলে, কী জানি! আমার কর্মচারীটি তো আমায় বোঝাল, এরকম খবর ছাপতে টাকা নেয়। তা আপনারা তো বললেন, শখের গোয়েন্দা! টাকা ফাকা নেন না?

এম· কে· আর টি· সি· অলক্ষ্যে একবার চোখাচোখি করে।

রঘুনাথ তো আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, খরচ যা লাগবে দেবেন, সমস্ত রকম সুবিধে করে দেবেন, এবং সাফল্য লাভ করতে পারলে—মোটা দক্ষিণা। তাই ঘাড় নেড়ে বলে, নাঃ।

বাঃ। বেশ তো। তার মানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান?

তা বলতে পারেন। তবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে এলে ওই বনের মালিকের কাছ থেকে খাওয়া শোওয়াটা নিতে হয়।

তার মানে? বনের মালিক মানে?

মানে, অনুসন্ধান চালাতে যে ক'দিন লাগবে, সে ক'দিন সে বাড়িতে থাকতে, খেতে দিতে হবে। আলাদা আর একটা স্নানের ঘর ছেড়ে দিতে হবে, এইটুকু আমাদের চাহিদা।

শুঁটকো বলে, আহা। বিলক্ষণ। সে তো নিশ্চয়। আর এখন যতই

পড়তি দশা হোক, তবু রাজবাড়ি। এখানে দুজন অতিথির খাওয়া থাকা কোনও সমস্যাই নয়। একতলা দোতলায় দেদার ঘর পড়ে আছে চাবিবন্ধ। তিনতলাতেই যা—কড়াকড়ি। তো দোতলা একতলা দুই আরামের। দোতলায় যেমন ঘরের পাশে চওড়া বারান্দা, একতলায় তেমনি ঘরের পাশে বাগান। দুয়েতেই হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। আহা রানিমাকে যদি খুঁজে বার করতে পারেন!

লোকটার এমন ভাব যেন কনে দেখার ঘটকালি করছে।

এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিছু কিছু আলোও জ্বলে উঠেছে, তবে ঘরে ঘরে আনাচে কানাচে নয়। আলো ঝলমলানো চেহারাও নয় রাজবাড়ির। উঠোনে নেমে দাঁড়ালে, সেই ছায়া দৈত্যের মতই লাগছে।

এম· কে· বলে, একতলাই তো ভাল? কি বল টি· সি·? মনে মনে ভাবে পলায়ন দেবার মতো পরিস্থিতি হয়ে পড়লে, সহজে পিটটান দেওয়া যাবে!

টি· সি·-ও বলে, আমিও তাই ভাবছি। বারান্দার থেকে বাগানই আমার পছন্দ।

তাহলে আমরা থেকে যাচ্ছি? কেমন? ঘরটা দেখিয়ে দিন।

এখন 'ম্যানেজারবাবু' চুপসে গিয়ে বলেন, সে তো এখনই দেখিয়ে দিতে পারি। আমার এই অফিস ঘরের দুখানা ঘরের পাশেই তো—আগেকার 'মাস্টারবাবু'র ঘর। পাশেই বাথরুম। খালি পড়ে আছে কোনও ঝামেলা নেই। তবে শুধু আমি বললেই তো হবে না! ....মুখটা প্যাঁচার মতো করে বলে, এখানে যে আবার দাদার ওপর দাদা আছেন। তাঁর পারমিশান ব্যতীত—কিছুই হয় না।

এরা অতি ইনোসেন্টের মতো বলে, তাই না কি? তিনি আবার কে?

ওই তো—গালভরা নাম 'দেওয়ানজী'। রাজাবাবুর প্রাণের লোক। ....তো তিনি না আসা পর্যন্ত—ততক্ষণ আপনাদের চা-টা দিক। ওরে—

এম· কে· বলে, নাঃ থাক! থাকাটাই যখন লিখিত নয় তখন কেন আর? তা তিনি কখন আসবেন?

এখুনি এসে যাবেন। সদরে গেছেন ডাক্তারের কাছে কর্তার রিপোর্ট দেখাতে। ....আপনাদের চুপিচুপি বলে রাখি, লোক সুবিধের নয়! আমাদের তো ঘোরতর সন্দেহ—ওই এসে গেছেন। গাড়ির শব্দ হল।

....আপনারা একটু ইয়ে করবেন, বুঝলেন? রানিমা নিখোঁজ হওয়া পর্যন্ত আমরা যে কী মনোকষ্টে আছি। ....উনি হয়তো ডিটেকটিভ শুনেই আপত্তি করে বসবেন। কারণ ভেতরের কথা ফাঁস হবার ভয় আছে। রাজাবাবুটিও তো—শুনুন আমার নাম হচ্ছে রামজীবন রথ। মনে রাখবেন। আমি যা কিছু বলেছি, ওকে বলে ফেলবেন না।

বলতে বলতে থেমে যায়।

বাইরের বারান্দায় একটি গমগমে গলার স্বর বেজে ওঠে, 'তার মানে? জানা নেই শোনা নেই উটকো দুটো ছোকরা ঢুকে ছোট ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কিসের এত আড্ডা মারছে? ....কী বললি? অ্যাঁ? ডিটেকটিভ? গোয়েন্দা? ....কে তাদের এ বাড়িতে মাথা গলাতে দিয়েছে? কই দেখি, কেমন সেই ডিটেকটিভ! কী রকম চেহারা! কিসের সাহসে—

গলা বেশ জোরালো। যাতে সারা তল্লাটেই শুনতে পাওয়া যায়।

নাঃ অসহ্য!

বলে,এম· কে· ও টি· সি· যুগলরত্ন উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমরাও দেখি কেমন তিনি—

রামজীবন রথ মিয়োনো গলায় বলেন, দেখছেন তো তম্বি! সহজে এত মেজাজ দেখান না। 'গোয়েন্দা' শুনেই মাথা ঘুরে গেছে!

ওরাও ঘরের দরজার কাছে চলে আসে! আর 'দাদার দাদা'ও এগিয়ে আসেন।

রিহার্সাল দেওয়া অভিনয়।

রঘুনাথ কড়া গলায় বলেন, কোথা থেকে আসা হয়েছে? কি দরকার?

টি· সি· বলে ওঠে, সেটা আর বাড়তি জিগ্যেস করছেন কেন? সবই তো জেনে গিয়ে এতক্ষণ তড়পাচ্ছিলেন।

এম· কে· পাশ থেকে তাকে একটা কড়া চিমটি কেটে, এগিয়ে এসে বলে, দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমার এই অ্যাসিসটেন্টটি একটু রগচটা। আর একটু বোকা। ওর কথা ধরবেন না। আমাদের বিবরণ তো জেনেই গেছেন। তো এই ম্যানেজারবাবু আশ্বাস দিলেন, ভাল ঘর। আলাদা স্নানের ঘর। রাজবাড়ির খাওয়া দাওয়া। আশা করছিলাম

কেসটা পেয়ে যাব! গোয়েন্দাগিরির শখটা হয়তো বৃথা হবে না। তো বুঝতে পারিনি, অনধিকার প্রবেশ করে বসেছি। তো মাপ করবেন এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছি বললেই হল? যাবেন কোথায়? রাত হয়ে গেছে।

সে চিন্তায় আপনার দরকার কি? যাহোক একটা হোটেল মোটেল খুঁজে নেওয়া যাবে!

হোটেল। এখানে অমন যেখানে সেখানে ভদ্রলোকের ছেলেদের থাকবার মতো হোটেল নেই। ....তাছাড়া রাজবাড়ি থেকে কোনও অভুক্ত অতিথিকে যেতে দেওয়া হয় না। খাওয়া দাওয়া করুন, রাতটা এখানে থাকুন। সকাল হলে, যা হয় করবেন।

টি· সি· চিমটির জ্বালা ভুলে গেছে। কাজেই জোর মাথা নেড়ে বলে, অসম্ভব! আমরা ভিখিরি নই যে বললেই—রাজার বাড়ি একপাত খেতে বসতে যাব! ....কেসটা পাবার ভরসা হচ্ছিল, তাই থাকা খাওয়ার প্রশ্ন। দাতব্য থাকব না কি? এম· কে· চলো!

রামজীবন মিনমিন করে বলে, একটু চা পর্যন্ত খাওয়া হ'ল না—

দেওয়ানজী গম্ভীর গলায় বলেন, তো এতক্ষণ সেটুকু করানো হয়নি কেন? অথচ বসে বসে গালমন্দ করে এঁদের আশ্বাস দিয়ে আকাশে তুলে বসেছেন। এখন কি ফ্যাসাদের অবস্থা হ'ল আমাদের ভাবুন? একেই তো রাজবাড়ির জ্যান্ত লক্ষ্মী প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন তার ঠিক নেই। আবার প্রাসাদের চিরদিনের দেবী লক্ষ্মীও কী বিমুখ হয়ে বসবেন? কবে এই রাজবাড়ি থেকে বহিরাগত অতিথিকে 'অভুক্ত' ছাড়া হয়েছে? রাতের মুখে বাড়ির বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে? অ্যাঁ? এঁরা এভাবে চলে গেলে মালক্ষ্মী কুপিত হবেন না?

রামজীবন রথ আরও মিনমিনে গলায় বলে, তা আপনি তো বলছেন, খাওয়াদাওয়া করে রাতটা থেকে, সকালে—

কিন্তু ট্যাপা? তার গলাতো আর মিনমিনে হতে পারে না? এমনিতেই তো গলা চড়া, তাকে আরও চড়িয়ে বলে, উনি বললেই তাই হবে? 'কেস' হাতে না পেলে আমরা শুধুশুধু একরাত খেয়ে আর থেকে বর্তে যাব? আমাদের একটা প্রেস্টিজ নেই? এই আমরা জলস্পর্শ না করে সেলাম ঠুকে বিদায় নিচ্ছি। তাতে আপনাদের রাজবাড়ির মালক্ষ্মী

থাকুন আর ছেড়ে যান।

দেওয়ানজী যেন শিউরে ওঠেন। বলেন, দুর্গা! দুর্গা! আপনি তো দেখছি সাংঘাতিক ছেলে। যা মুখে আসে বলে বসেন। ঠিক আছে, অমনি একরাত খাওয়া থাকা যখন সম্ভব নয় আপনাদের পক্ষে, তখন নিন কেস। রাজবাড়ির চিরদিনের নিয়ম তো লঙ্ঘন করা যায় না। রামজীবনবাবু এঁদের ঘরটর দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আর মনে রাখবেন, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থায় যেন রাজবাড়ির প্রেস্টিজের হানি না হয়।

হ্যাঁ, তা' আপনারা কি যেন নাম বললেন? ওঃ কার্ডেই লেখা আছে দেখছি। তো গ্যারান্টি দিতে পারবেন, রানিমার 'অন্তর্ধান রহস্য' উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন?

এখন টি· সি·-র আগেই এম· কে· স্থির গলায় বলে ওঠে, কোনও শক্ত রোগীকে হাতে নেবার সময়, কোনও ডাক্তার গ্যারান্টি দিতে পারেন, 'নিশ্চিত সারিয়ে তুলব?' না কি তেমন গ্যারান্টি দিতে রাজি হন? এই কথাটার উত্তর পেলে ভাল হয়।

দেওয়ানজী এখন লজ্জিত ভাব দেখিয়ে বলেন, না না, ঠিক তা' বলছি না। মানে ওনার এই অন্তর্ধানের ব্যাপারে মন, মাথা খুবই খারাপ হয়ে আছে, তার ওপর আবার রাজাবাবুর অসুখ! তাই ব্যস্ততার বশে,—কিছু মনে করবেন না।

ট্যাপা এখন অমায়িক হয়। বলে, ঠিক আছে, আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে, কিছু মনে করলাম না। ....তবে এ গ্যারান্টি দিচ্ছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করব। নিজেদের শখের নেশাতেই তো এসেছি। আশা করছি, আপনাদের কাছে সবরকম—ইয়ে।

ওকে থেমে যেতে দেখেই এম· কে· তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সাহায্য সহযোগিতা পাব, এই আর কি!

দেওয়ানজী বলে ওঠেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়। কেসটা যখন হাতে দেওয়াই হচ্ছে। তা' এই রামজীবনবাবুই আপনাদের সবরকম সাহায্য সহায়তা করবেন। কী বলেন, রামজীবনবাবু?

চলে গেলেন। ....রামজীবন চুপিচুপি বলে ওঠেন কী রকম ডাঁট দেখলেন তো!

এরা যখন এদের জন্যে নির্দিষ্ট সেই মাস্টারবাবুর ঘরটিতে ঢুকে এসে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে বিছানায় এসে বসে তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। যদিও দেওয়ালে যে একটা হলদেটে হয়ে যাওয়া বেশ বড় ঘড়ি ঝুলছে, সেটা কোনও একদিন বা রাত্রে বারোটা বেজে গিয়ে বন্ধ হয়ে বসে আছে, কতকাল কে জানে!

ট্যাপা তাকিয়ে দেখে একটু হেসে বলে, রাজবাড়িরও বারোটা বেজে গেছে, কি বলিস এম· কে·?

হুঁ।

তোর ঘড়িতে এখন কত? আমার তো দশটা চল্লিশ।

আমারও তাই। দুজনের একই ঘড়ি। তো কি রকম বুঝছিস?

সব প্রথমতো বুঝলুম, তালিমারা ভাঙা ছাতার মালিক দেওয়ানজীমশাই একটি পাকা অভিনেতা। স্টেজে নামলে, নাম করতেন। তারপর দেখলুম, মরা হাতী লাখ টাকা। কি খাওয়া দাওয়ার বহর! এই কম সময়ের মধ্যে এত সব আয়োজন—

আরে ওসব আয়োজন এদের নিজেদেরই জন্যে হয়ে থাকে।

রোজ এই মাছ মাংস লুচি ক্ষীর, দশরকম তরকারি—আর পাঁচরকম মিষ্টি?

সবাইয়ের জন্যে না হোক, বিশেষ জনেদের জন্যে তো নিশ্চয়?

তোফা কাটবে ক'দিন তাহলে? কী বল? দুবেলা হোটেলে খেয়ে খেয়ে খাওয়ায় ঘেন্না ধরে আসছিল।

বাঃ। চমৎকার। তুই এখন ওই চিন্তায় মসগুল?

ট্যাপা দমে গিয়ে বলে রোস বাবা, একটু থিতিয়ে নিতে দে। তারপর কাজের একটা প্ল্যান বানিয়ে ফেলতে হবে।

প্ল্যান ট্যানগুলো কিন্তু তোরই খোলে টি· সি·।

ছাড় বাজে কথা! সব সময় মনে রাখবি, আমি তোর অ্যাসিসটেন্ট মাত্র! তবে মনে যা হচ্ছে তা বলি—ওই রথটি হচ্ছেন একটি ঘুঘু! ওই দেওয়ানজীটি ওঁর দু'চক্ষের বিষ, পরম শত্রু বলে মনে করেন। অথচ ওঁর তাঁবে থাকতে হয়। কাজেই ওঁকে উচ্ছেদ করার একটি গভীর বাসনা রয়েছে।

হুঁ। স্টাডিটা ঠিকই করেছিস মনে হচ্ছে। তবে যে ছোকরা আমাদের ওই ঘরটর সাফ করে বিছানা পেতে মশারি পর্যন্ত টাঙিয়ে দিয়ে গেল, সে ছোকরা কি বোবা কালা? কোনও অনুভূতি দেখলুম না!

হতে পারে। রাজবাড়িতে টাড়িতে অমন দু'একটা বোবা কালা চাকর টাকর থাকাটা বোধহয় দরকার। তবে সাজা বোবা কালাও হতে পারে। লোকটা ওই রামজীবনের খিদমদগার বলে মনে হ'ল।

এম· কে· বলে, একধার থেকে বাড়ির সবাইকে স্টাডি করে যেতে হবে।

তা' সেটাই তো আসল কাজ। তো খেতে বসে কথায় কথায় বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেল, কী বলিস? ওই বুড়ো রাঁধুনিটা রান্না ঘরের ফরমাস খাটিয়ে ছেলেটার সঙ্গে অনেক কথা বলছিল।

এম· কে· বলে, গল্পের ধরনের মধ্যে আমাদের সম্পর্কেই তো জেরা বেশি। কোনটা তোর 'তথ্য' বলে মনে হ'ল?

এই যে, বাড়িটা তিনতলা হলেও, পুরো তিনতলাটায় রানিমা ছাড়া আর কেউ থাকত না। তাঁর নিজস্ব আয়া নার্স ছাড়া! রাজাবাবুর এই চল্লিশ বছর বয়েসে, একটা মাত্রই ছেলে, আট-ন'বছর বয়েস। তাও বাড়ি ছাড়া, দার্জিলিঙে পড়ে। বোর্ডিঙে থাকে! এজন্যে রানি মায়াবতী খুব দুঃখিত ছিলেন। আর—রানি না কী ওই বুড়ো রাঁধুনিটার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে খেতেন না। আর রোজ রাত্রে না কি শুধু একটু ক্ষীর আর কয়েকটা করে আঙুর খেতেন। আঙুরের সময় না হলেও ওনার জন্যে যে করেই হোক—

তা এ তথ্যটি থেকে কি বুঝলি?

বুঝলুম খুব শৌখিন ছিলেন, আর মহারানি মহারানি ভাবটাও ছিল বেশ। তাছাড়া—কে? দরজায় কেউ টোকা দিল মনে হ'ল।

কান খাড়া করল দুজনেই।

হ্যাঁ। কেউ দুটো আঙুলের মৃদু টোকা দিয়েছে।

ঘরটায় দরজার দুপাশে দুটো জানলা আছে বটে, এবং বাড়ির এই পিছন দিকটাতেও সামনের মতো থাম আর বারান্দাও আছে তবে থাকলেও জানলা খুলে দরজার সামনের লোককে দেখা যাবে না। কারণ জানলার বৃহৎ বৃহৎ পাল্লাগুলো বাইরের দিকেই। খুললেই আড়াল। তবু এম· কে· ইশারায় টি· সি·-কে দরজা খুলতে বারণ করে, জানলার সামনে এসে খড়খড়ি তুলে জিগ্যেস করে, কে?

নিঃশব্দে সেই বোবা কালা চাকরটি এসে সামনে দাঁড়ায়। একটা লম্বা টর্চ দেখিয়ে ইশারায় জানায়, দিতে এসেছে।

এরা হাত নেড়ে জানায়, দরকার নেই! তাদের কাছে নিজেদের আছে!

একটু খড়খড়ি খুলতেই টের পায়, সত্যিই হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবার মতো। এই বারান্দার নীচেতেই বাগান। ....কিন্তু প্রথম রাতটা এরা সাহস করে জানলা খুলে শোবার চেষ্টা করেনি। টি· সি· বলেছিল সেকেলে ছাঁদের শুধু মোটামোটা লোহার গরাদে দেওয়া জানলা। আর দুটো গরাদের মধ্যে এতটা ফাঁক যে বেড়াল কুকুর ঢুকে আসতে পারে। তাই ঘরের মধ্যে যে একটা ঘাড়নড়া টেবিল ফ্যান বসিয়ে রেখে গেছে, সেটাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে ট্যাপা বলে, এই অতিথি সৎকারটি কার বলে মনে হ'ল তোর? বড়বাবুর? না ছোটবাবুর?

খুব সম্ভব ছোটবাবুর। বোবা কালাটা তো ওরই লোক!

বেশি আদরের ঠ্যালা!।

বলেই টি· সি· একটা হাই তুলে বলে, থাকগে বাবা, আজতো শুয়ে পড়া যাক। যা ভাববার কাল সকালে ভাবা যাবে।

এম· কে·-ও তাতে অরাজি নয়।

কাল রাতে সেই ট্রেনে চড়া থেকে, পায়ের ওপরেই তো আছে।

ঘরের আলো নিভিয়ে টর্চ জ্বেলে, পোষাক ছেড়ে গেঞ্জি আর রাত পায়জামা পরে নিয়ে যে যার খাটের ওপর বসল একবার। দুটোই খাট নয়, একটা চৌকি। তা হোক বিছানাটা ভালই দিয়েছে। তবে কেমন
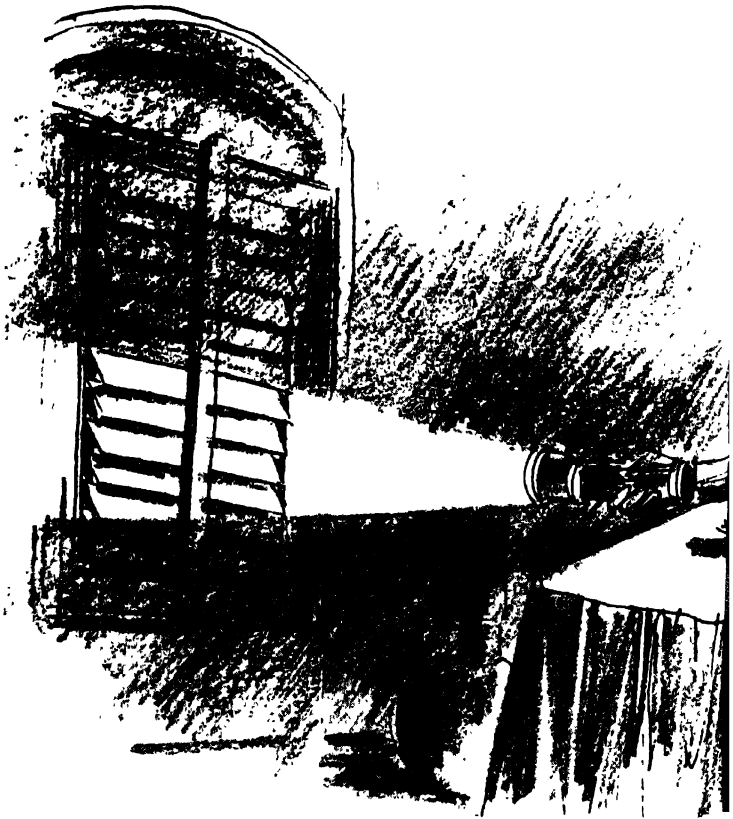
যেন ভ্যাপসা মতো গন্ধ। তুলে রাখা বিছানা, চালি থেকে নামিয়ে পেতে দিয়ে গিয়েছে বোধহয়।

ঘরটা একটু স্যাঁৎসেতে না রে?

হতেই পারে। পুরনো বাড়ি, তায় একতলা। সিলিংটা কি উঁচু দেখেছিস? সেকালের প্যাটার্নই হচ্ছে অপচয় করা। দেয়ালগুলো কী দারুণ চওড়া। দুটো ঘরের মালমসলা একটা ঘরে।

অতঃপর শুয়ে পড়ে দু'জনেই দু'দেওয়ালে বসানো দুটো খাটে।

....ট্যাপার একটা শখ, রাতে শোবার সময় দু'একটা ধূপ জ্বেলে শোওয়া। সুটকেসেই ছিল, অন্ধকারে হাতড়ে বার করে জ্বেলে দেয়

দুটো। আর তার সুগন্ধে বিছানার ভ্যাপসা গন্ধটা আর মালুম হয় না। আস্তে ঘুম এসে যায়।

তো সবেমাত্র একটু তন্দ্রা এসেছে, হঠাৎ যেন মনে হ'ল বাইরে থেকে কেউ মাথার কাছের জানলার খড়খড়িটা একটু ওঠানামা করছে। খুট! খুট!

ফট্ করে বালিশের তলা থেকে টর্চটা বার করে এম· কে· বলে উঠল, কে?

ক্ষীণ একটু স্বর, 'আমি!'

'আমি' মানে কি? কার আমি?

একটুক্ষণ চুপ!

তারপর আবার খুট!

এবার টি· সি·-র চড়া গলার প্রশ্ন কে?

আমি! ম্যানেজারবাবু!

টি· সি· উঠে এলো। জানলার কপাটটা খুলতে চেষ্টা করল, মরচে ধরা ছিটকিনি আটকে আছে, সহজে উঠছে না। খড়খড়ির ফাঁক থেকেই জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার?

না, ইয়ে ব্যাপার কিছু না। জলটল কিছু লাগবে?

সেই কথা জিগ্যেস করতে আপনি? কী আশ্চর্য! আপনার সামনেই তো এক কুঁজো জল রেখে গেল আপনার সেই বোবা কালা।

না, মানে যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে।

টি· সি· একলাফে উঠে এসে বলে, আমরা কি মশাই মরুভূমি বুকে নিয়ে আপনাদের রাজবাড়িতে এসে ঢুকেছি? যান নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোনগে! ....বলে খড়খড়িটা নামিয়ে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ে।

কি ব্যাপার বলত এম· কে·?

ব্যাপার আর কি বেশি আপনজন হতে চায়। আসলে ওর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে বলে মনে হয় না। আর অন্য সবাই ছোট ম্যানেজারবাবু বলছে বটে, তবে পুরনো কালের বুড়ো রাঁধুনি ঠাকুরটা বলছিল, 'সরকার মশাই'।

ওকেই বলছিল? আমি ভাবলুম আর কাউকে। আরও বেশ ক'জনকে দেখলুম তো! কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল!

ঘুম কাঁচা থেকে গভীরে এসে যায়। দুজনের মাথাতেই নানা স্বপ্ন ঘোরাঘুরি করছে। ....কাল প্রথম কাজ হবে সেই রানি মায়াবতীর ঘরটি বা মহলটি দেখা। আর তাঁর ছবি দেখা। রাজারাজড়ার ব্যাপার বড় করে অয়েল পেন্টিংও করা থাকতে পারে। কি জানি কেমন দেখতে ছিলেন? ....না, এখনই 'ছিলেন' বলা ঠিক নয়, 'আছেন'।

কি হ'ল? ঘরে কী ইঁদুর ছুঁচো আছে? আবার যেন খুটখুট শব্দ হচ্ছে।

এখন আর 'কে?' না বলে নীরবে শুধু টর্চটা জ্বেলে এদিক ওদিক দেখতে থাকে। আর পড়বি তো পড় টি· সি·-র চোখেই পড়ে। সেই মাথার কাছের জানলার খড়খড়িটা একটু উঠছে পড়ছে।

ব্যস! আর কথা টথা নয়, উঠে গিয়ে হ্যাঁচ করে ছিটকিনিটায় টান।

সেই তখন খানিকটা উঠেই ছিল, এখনকার হ্যাঁচকা টানে সবটা উঠে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গেই টি· সি· জানলার কপাটে একটা জোর ধাক্কা মারে। ....ফলে যা হবার তাই হয়। ....যেহেতু কপাট বাইরে দিকে খোলে, তাই সেই সাত ফুট উঁচু ভারী কপাটখানা সজোরে ধাক্কা মারে জানলার ধারে দাঁড়ানো লোকটাকে।

আঁক করে একটা চিৎকার।

কপাল ধরে দাঁড়িয়ে ছোট ম্যানেজারবাবু।

এর মানে? আপনি এত রাত্তিরে?

না, মানে দেখতে এসেছিলাম অজানা অচেনা নতুন জায়গায় আপনাদের ঘুম হচ্ছে কিনা!

বাঃ। চমৎকার। নিজের ঘুম নষ্ট করে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেখতে এসেছিলেন, ঘুম হচ্ছে কিনা। রাজবাড়ির অতিথি আদর বুঝি এইরকম? তাহলে তো মশাই টেঁকা ভার হবে! আচ্ছা ধন্যবাদ। যান। জানলা খোলাই থাকল। যতো পারুন দেখুন।

ছোট ম্যানেজারবাবু তখনও কপালে হাত বুলোচ্ছেন বোকার মতো দাঁড়িয়ে। পরণে একটা ফতুয়া, আর হাঁটুতে উঠিয়ে পরা একখানা ধুতি।

এম· কে· উঠে এসে বলে, কপালে বেশি লেগেছে না কি?

না না, ও কিছু না।

বলেন তো ডেটল লাগিয়ে দিই, আছে আমাদের সঙ্গে।

না না। লাগবে না। ঘুমোন আপনারা।

'ঘুমোন' বলেই জানলার আরও ধারে সরে এসে বলেন, শ্রীরামজীবন রথ, দরজাটা একটু খোলার অসুবিধে হবে? দু'একটা কথা ছিল।

এম· কে·-কে পাশ করে টি· সি· বলে, হ্যাঁ। অসুবিধে হবে। এটা কথার সময় নয়। আপনি মশাই রাতে ঘুমোন না? যান যান ঘুমোনগে যান।

আবার টর্চ নেভায়।

জানলাটা খুলেই রেখেছে রাগ করে। কাজেই আর কথা টথা নয়। কী জানি দেওয়াল ঘেঁষে আড়ালে দাঁড়িয়ে কেউ কান খাড়া করে আছে কিনা।

ভোরের ঘুমটা ভালই হয়েছিল। জানলাটা খোলা থাকার জন্যে হু হু করে স্নিগ্ধ হাওয়া আসছিল। কিন্তু ঘরের দরজা খুলে বেরোতেই সব স্নিগ্ধতা দূরীভূত। সামনেই ছোট ম্যানেজারবাবু।

মানুষ যে এত বেহায়া হয়, তা কে জানত?

এম· কে· টুথ ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। ট্যাপা কড়া গলায় বলে, আপনি কী সারারাত এখানেই আমাদের পাহারা দিচ্ছিলেন?

পাহারা? ছি ছি। এটা কি বলছেন? আপনারা যাতে কোনও অসুবিধে না পান, তাই—

আমরা কিন্তু আপনার তদারকিতেই অসুবিধে বোধ করছি।

রামজীবন রথ কাঁচুমাচু মুখে বলেন, কিছু মনে করবেন না। আমার স্বভাবটাই একটু বেশি ব্যস্ত হওয়া। ....ইয়ে— কাছে সরে এসে ফিসফিস স্বরে, বলছিলাম কি, রাতের কথা কাউকে বলবেন না।

রাতের কথা মানে?

এই যে আমি আপনাদের একটু খোঁজ টোঁজ নিতে এসেছিলাম। মানে আপনারা হয়তো একটু ডিসটার্ব হয়েছিলেন—

'হয়তো' নয়। রীতিমতই হয়েছিলাম। তা' সে আমরা রাজবাড়ির অতিথি সৎকারের নিয়ম কানুন জানি না বলেই—আপনি তো ভাল ভেবেই এসেছিলেন।

তা ঠিক। তা ঠিক। না মানে সবাই তো আপনাদের মতো সরল নয়। ওই যে দেওয়ানজী! উনি তো একখানি চীজ। হয়তো ওই নিয়েই—আরে! উনি নেমেছেন মনে হচ্ছে। এক্ষুনি! ....সাতটার আগে তো কোনওদিন.... আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

'যাচ্ছি' বললে কী হবে, ততক্ষণে তো এসেই গেছেন তিনি। এখানে রঘুনাথের অন্য চেহারা। ধীর স্থির, আত্মস্থ।

এই যে আপনারা উঠেছেন? অন্যটি?

মুখ ধুতে গেছে।

রামজীবনবাবু আপনিও তো দেখছি— যাক কী যেন নাম আপনার? মনে থাকে না। অ্যাসিসটেন্ট সাহেবই বলি, রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

ট্যাপা দেখে মদন অনুপস্থিত। এই সুযোগ। বলে ওঠে, কই আর? ঘরে বোধহয় কিছু ইঁদুর ছুঁচো আছে। মারাত্মক খুটখাট করেছে!

রঘুনাথ বলেন, তাই না কি! হতেই পারে। পুরনো বাড়ি। নীচের তলা। তাহলে তো ঘর বদলানো দরকার। ....আচ্ছা দেখছি। ....আসুন রেডি হয়ে। চা দেবে। ....একী রামজীবনবাবু? আপনার কপালে অতটা কালসিটে কিসের? একটু ফুলেও রয়েছে মনে হচ্ছে। পড়েটড়ে গেছলেন না কি?

না। না। কই? কখন? না তো?

বলে সরে পড়েন ছোট ম্যানেজারবাবু।

দেওয়ানজী খুব গলা নামিয়ে বলেন, এই লোকটিকে একটু চিনে রাখবেন।

ট্যাপা তেমনি ভাবে বলে, অলরেডি অনেকটাই চেনা হয়ে গেছে।
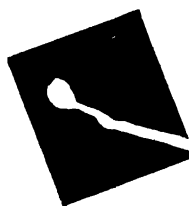
এরপরই ঘটনা ঘটতে থাকে দ্রুতবেগে!

চা খাওয়ার পর এম· কে· আর টি· সি· দেওয়ানজীকে বলল, আমরা একবার বাইরে বেরিয়ে রাজবাড়ির চারদিকটা একটু ঘুরে দেখতে চাই।

ঠিক আছে। তবে চারপাশটা ঘুরে দেখা সহজ নয়। কয়েক একর জমি নিয়ে প্রাসাদ আর প্রাসাদ সংলগ্ন বাগান। এক সময় সবটাই মজবুত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল, এখন সে পাঁচিল প্রায় লুপ্ত।

আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই?

না রাজবাড়ির আশেপাশে তেমন কোনও বাসবাড়ি নেই। তবে রাজাদের দেওয়া জমিতেই একটি সরকারি বিদ্যুৎ অফিস, আর 'জায়েন্ট টিউবওয়েল' তৈরি হওয়ায় কিছু লোক বাস করছে। তাছাড়া—একটু এপাশে রানি বিদ্যুৎলতা অর্থাৎ বর্তমান রাজা

জীবেন্দ্রনারায়ণের বিদূষী স্ত্রী একটি 'বালওয়ারি স্কুল' আর একটি 'নারী শিক্ষা মন্দির' স্থাপন করেছেন। তবে রাজবাড়ির অন্দর থেকে কিছুই দেখা যায় না। প্রাসাদের সংলগ্ন গাছপালায় সব ঢাকা! সবটা কি আর এক সকালে দেখা যাবে?

দেখি।

টি· সি· বলল, কাল সন্ধ্যেমতো সময় এসে কিছুই বোঝা যায়নি। দ্যাখ ফটকের ওপর বাড়ির নাম লেখা পাথর বসানো রয়েছে।

হলদেটে হয়ে যাওয়া শ্বেতপাথরের ফলকের ওপর একটু একটু খেঁদো হয়ে যাওয়া কালো অক্ষরে লেখা 'মণি মঞ্জিল'। নামটা বেশ। বলে টি· সি· গেট ছাড়িয়ে একটু এগিয়েই বলে দ্যাখ কত আম গাছ! আর রাশি রাশি কচি আম ফলে রয়েছে।

তা থাকতেই পারে এখন মার্চ মাসের শেষ, কাঁচা আমের সময়! কি মনে হচ্ছে রে? সঙ্গে একটা ছুরি আর একটু নুন থাকলে বেশ হতো?

ধ্যাৎ। ও সব ছেলেমানুষী আর নেই। দ্যাখ বাউণ্ডারি ওয়ালটার মাঝখানেই সব প্রায় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কতখানি জায়গা জুড়ে রে?

হ্যাঁ হাঁটছে তো হাঁটছে। সামনের দিকটা শেষ হ'ল তো একটা পাশের দিক।

আচ্ছা মানুষ এতখানি জায়গা দখল করে বাড়ি বানায় কেন রে?

সব মানুষ নয়, রাজা রাজড়ারা। সাধারণ মানুষদের তো সকলের ঘর বাড়িই নেই। বাবাঃ। এ যে আর ফুরোয় না। ডানদিকের পাঁচিল শেষ হ'ল তো পিছনের পাঁচিল। ....অনেকখানিকটা এসে থমকে দাঁড়ায় দুজনেই। টি· সি· দ্যাখ এখানের পাঁচিলটা যেন নতুন ভাঙা। আর ঠিক যেন ভেঙে পড়েনি, ইচ্ছে করে বেশ খানিকটা ভেঙে ফেলে সাফ্ করা হয়েছে। ইঁট পাটকেল একদিকে ঠ্যালা!

তাইতো! ব্যাপার কি বলতো? সত্যিই তো এই ভাঙাটা যেন একটা চওড়া গেট-এর মতো! আর সামনে পিছনে আগাছার গাছটাছও সাফ করে ফেলা হয়েছে।

ব্যাপারটা তো বেশ রহস্য রহস্য মনে হচ্ছে। ....না কি রাজবাড়ির নিজস্ব কাজেই এরকম করা হয়। হয়তো চালের বস্তা ভাঁড়ারের মালপত্তর নিয়ে গরুর গাড়ি ঠ্যালা গাড়িটাড়ি আসে পিছন দিক দিয়ে।

রান্নাবাড়িটা কি এই পিছন দিকেই?

কে জানে? কাল রাত্তিরে অত দিক নির্ণয় করা যায়নি!

মদনা!

ট্যাপার উচ্ছ্বসিত স্বর।

অ্যাই! ও কি?

আহা এখানে কে শুনছে? একটা জিনিস দেখেছিস?

ট্যাপা নীচু হয়ে কুড়িয়ে নেয়, তিন চারটে পোড়া সিগারেটের টুকরো! ....মোটামুটি টাটকাই। অন্তত তার ওপর বৃষ্টি পড়েনি এখনও!

তার মানে কেউ এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে। 'কেউ' বা কেউরা।....

তার মানে রান্নাবাড়ির মালপত্রের ঠ্যালা গাড়ি নয়। তাহলে বিড়ির টুকরো থাকত। ....বাবুটাবুর ব্যাপার....

আর নিরীক্ষণ করতে করতে, এম· কে··-ই এবার চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, ট্যাপা! দেখছিস?

দেখে। দুজনেই দেখে। একটা খালি সিগারেটের বাক্স। 'ফাইভ ফিফটি ফাইভ' ব্র্যাণ্ড! মহামূল্য রত্নের মতো কুড়িয়ে তুলে নিয়ে ধুলো ঝেড়ে সাবধানে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে ট্যাপা।

ঘাড় উঁচু করে সামনেটা দেখে। দোতলায় সারি সারি বড় বড় বন্ধ জানলা। খড়খড়ি দেওয়া। তিনতলায় অন্য দৃশ্য। ছাতের কার্ণিশ আর পাঁচিল। বেশ যেন কারুকার্য করা মতো।

রানি মায়াবতীর মহল তিনতলাতেই না? ....কাল কে যেন বলছিল! ....ও ওই বুড়ো রাঁধুনি ঠাকুরটাই বোধহয়। বলছিল, রানিমা আর কারও হাতে খেতেন না। তাই তাকেই সব সময় তিনতলায় উঠতে হতো!

আচ্ছা, আর কারও হাতে খেতেন না কি বিচার আচার শুচিবাইয়ের জন্যে? ওর তো দেখলুম খুব মোটা একগোছা পৈতে।

তাও হতে পারে। আবার অন্য সকলের ওপর অবিশ্বাসও হতে পারে। ...ওই পিছনটা ওরা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল। মনে হচ্ছে এখান দিয়ে কিছু ঘটনা ঘটানো হয়েছে। অথচ রাজবাড়ির কারও চোখে পড়েনি। ঘাসের মধ্যে চোখ রেখে রেখে ট্যাপা আরও কিছু সংগ্রহ করে দু'হাতে ঘষে মুছে পকেটে পুরল। গোটাকয়েক মুখপোড়া দেশলাই

কাঠি।

বাড়ির এপাশটাতেও এলো। যদিও আর হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া এদিকটা হাঁটায় অসুবিধেও হচ্ছিল। সবটাই যেন কাঁটার ঝোপ। ....যে যেভাবে গজিয়েছে।

ফিরে এসে আবার মেন গেট-এ আসা মাত্রই সেই কালকের দারোয়ানটা সেলাম জানায়। সকালে এ ছিল কোথায়? কই দেখা যায়নি তো? গেট-এর থামের কাছে একটা কম বয়সী ছেলেকে বসে থাকতে দেখেছিল মনে হচ্ছে।

নমস্তে দারোয়ানজী! সুবা মে দেখা নেই কিউ?

নমস্তে বাবুজী। সোকাল মে, তো স্নান আন, আউর পূজাপাঠ হ্যায়। ইসি ওয়াস্তে ভাতিজাকে সুবা মে খাড়া রাখা থা!

এম· কে· হেসে চাপা গলায় বলে, বোধহয় ভোর সকালে ডাকাত পড়ার ভয় নেই ভেবে।

এরা ঢুকেই সেই মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে হিসেব করতে চেষ্টা করে, ঠিক সেই সময় একটি অচেনা ভৃত্য কাছে এসে বিনীত গলায় বলে, আপনাদের ব্যবস্থা হয়েছে দোতলায়। চলুন আপনাদের জিনিসপত্র দেখিয়ে দিন উঠিয়ে নিয়ে যাই। কোন ঘরে ছিলেন কাল রাত্তিরে?

কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না! শুনেছিলাম, মাস্টারবাবুর ঘরে।

ওঃ বুঝেছি। ....পিছনে! আমি দোতলায় কাজ করি।

চলে আসে চটপট। এরাও সঙ্গে।

জিনিসের মধ্যে তো দুজনের দুটো সুটকেস আর দুটো টর্চ। সকালে দু'খানা তোয়ালে কেচেছিল, জানলায় ঝুলিয়ে রেখেছিল, নিয়ে নেয়।

টি· সি· একটু হেসে বলে, এখানের সেই বোবা কালাটি কোথায় গেল?

বোবা কালা? বোবা কালা তো কেউ নাই বাবু!

বাঃ কালকে যে আমাদের ঘর সাফ করে দিল। বিছানা ঠিক করে দিল। ছোট ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে সঙ্গে—

ছেলেটাও হেসে ফেলে বলে, ওঃ! নবীন। বোবা কালা নয় বাবু, ও বেজায় তোৎলা, তাই ভদ্দরলোকেদের সামনে কথা কয় না!

ইনি তোৎলা নয়। কাজেই ভদ্দরলোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। এবং মনে হ'ল সুযোগ পেলে বেশ বেশিই কথা বলবেন। সুটকেস দুটো এরা নিজেরাই নিতে চাইছিল। সে একেবারে 'হাঁ হাঁ' করে উঠল। ....মনিব সে দৃশ্য দেখলে তার নাকি গর্দান যাবে।

তবে আর কি করা! তোমার গর্দানটা যায়, এ আমরা চাই না। নাম কি?

আজ্ঞে পঞ্চু!

দোতলায় যে ঘরখানায় ওদের ঘর বলে এনে দাঁড় করায় পঞ্চু, দেখে মনে হ'ল যেন স্বর্গে এসে পৌঁছে গেছে। ....বিরাট ঘর। সাদাকালো মার্বেল পাথরের মেঝে। বিশাল বিশাল জানলা, খোলা। হাওয়ার বন্যা বইছে। সামনে পিছনে চওড়া বারান্দা। ঘরের মধ্যে—দু দেয়ালের ধারে দু'খানা পুরনো রং ওঠা হলেও, দুটো বাহারি কাজ করা পালঙ্ক। ফ্রেশ সুজনি ঢাকা। দুদিকেই মাথার কাছে এক একটা টুলের ওপর জলের কুঁজো বসানো। দেওয়ালে দেওয়াল জোড়া আলমারি। এ ধারে আলনা ড্রেসিং টেবিল। খাটের ধারে দুটো বেতের মোড়া। খাটের সামনে পায়ের কাছে, এক টুকরো করে রংজ্বলা কার্পেট পাতা! দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো।

অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। শুধু সবই বয়েসের ভারে বিবর্ণ।

টি· সি· চুপিচুপি বলে, ঠিক যেন সিনেমায় দেখা সেকেলে বড়লোকের বাড়ির মতো! না রে?

হুঁ।

বাবু আপনাদের এখন সরবৎ লাগবে?

না না!

ডাব?

আরে না বাবা! আমাদের এখন আর কিছু লাগবে না। তুমি তোমার নিজের কাজে যাও।

এখন তো আমার আপনাদের দেখাশুনোই কাজ।

সর্বনাশ। সর্বক্ষণ আমাদের দেখাশুনো করলেই গেছি আর কি। না না ভাত খাবার আগে আর কিছু লাগবে না।

আপনারা ক'টায় ভাত খান? টাইমটা জেনে রাখি।

সেরেছে। সবাই যখন খাবে তখনই—

সবাই কি একসঙ্গে খায়? বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত খাওয়া চলে। এ বাড়িতে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত উনুন জ্বলন্ত, হাঁড়ি ফুটন্ত।

এত লোক কে হে?

কেউ নয় আবার সবাই। আসলে বাড়িতে যানারা কাজ করেন তানাদের সকলের 'ফেমিলি' থাকে তো। তাছাড়া বুড়ো রানিমার সব কোন কালের পুষ্যিরা ডালপালা গজিয়ে শেকড় গেড়ে বসে আছে। এখন তাদের চোকেও দেকতেন না। দেকলেও চিনতে পারতেন কিনা সন্দ। ....তবে বাড়িতে ভি· আই· পি কেউ এলে, রাজাবাবু দেওয়ানজী আর উকিলবাবুর সঙ্গে দুপুরে লাঞ্চে বসেন। তো আপনাদেরও তো ভি· আই· পি বলেই মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে না কি?

তাই মন নিচ্ছে। ....তবে হ্যাঁ, সব থেকে ভি· আই· পি তো ছিলেন তিনি। ....কোথায় যে হারিয়ে গেলেন!

রানি মায়াবতীর কথা বলছো?

ছেলেটা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, সেই তো! তেনার ভাত খাওয়ার টাইম ছিল ঘড়ি ধরা বেলা এগারোটা। এক মিনিট এদিক ওদিক হবার জো ছিল না। আর ভাত তো খাবে দু'চামচ চালের। কিন্তু বেঞ্জন চাই বিশরকম। খাক না খাক পাতে ধরে দিতে হবে! যাকগে বাবু ওনার কথা বেশি কইতে বারণ।

কিন্তু আমরা তো ওনাকেই খুঁজে বার করবার চেষ্টায় এসেছি। আমাদের তো সব কথা শোনা দরকার।

সে কর্তাদের কাছে শুনবেন। আমি তা'লে যাই! মাসির আজ জ্বর, তার হয়ে কিছু কাজ করে দিইগে। মাসি হচ্ছে রান্নাবাড়ির বাটনা বাটুনি। দিন ভোর বাটনা বাটছে, ডাল বাটছে, পোস্তো বাটছে। বিরাম নাই!

তা যাও তার সাহায্য করতে। আচ্ছা দেওয়ালে এসব ছবি কাদের বলতো?

কার আর, পুব্বোপুরুষদের। দেখছেন না মাথায় পাগড়ি, কানে গহনা। ....এখন আর অমন নাই।

তা এখানে রানি মায়াবতীর ছবি নেই?

ছেলেটা যেন এদের বোকামিতে হেসে উঠে বলে, শোনো কথা। এখেনে সদর ঘরে রানিমাদের ছবি থাকতে আছে? সে সবগুলি তিনতলায়, বুড়ো রানিমার মহলে। খাতা খাতা এলবামও না কি আছে। তো আমাদের তো আর তিনতলায় ওঠার পারমিশান নাই।

তোমরা তিনতলায় ওঠো না?

খেপেছেন? সে ওঠে, বাছা গোছা লোকেরা। আর রাতে তো শুধু আয়া দিদিমনি আর নার্স দিদিমনিরা ছাড়া কেউ না। ....সিঁড়ির 'কোলাপ্সিবলে' তালাচাবি আঁটা। ....যাই বাবা। অ্যাতো কথা কইছি শুনলে—ছোট মেনেজারবাবু আস্ত রাখবে না।

বলে ছেলেটা পালায়।

এম· কে· কি বুঝলি?

তুই কি বুঝলি?

আমি? আমি যা বুঝি সে তো খাতায় না লিখে বলতে পারি না। জানিস তো? চিরকালের স্বভাব।

তা লেখ তুই!

লিখব। আর একটু দেখে। তবে বুড়ো রানিকে নিয়ে এত কড়াকড়ি কেন?

হয়তো তাঁর নিজেরই ভয় বাতিক। বুড়ো হলে অমন হয়।

আলোচনা রেখে ওরা ঘরের বাইরে এলো।

বাড়ির এই অংশটা, সামনের দিকে! যার নীচের তলায় সারি সারি সব ঘর, কাছারি ঘর, দপ্তর ঘর, দলিল ঘর, জাবদা খাতার ঘর ইত্যাদি। বাইরের বারান্দাটি খোলা। কিন্তু ভিতরের বারান্দাটা বড় বড় জালের

জানলা দিয়ে ঘেরা। জানলাগুলো খুললে অবশ্য বেশ খোলামেলা।

এখন খোলাই রয়েছে।

টি· সি· একটু দাঁড়িয়ে থেকে, বলে ওঠে, দ্যাখ এম· কে·! বাড়িটা যেন ঠিক চৌবাচ্চার মতো! শুধু চারধারের পাড়গুলো খুব উঁচু আর মাঝখানের খোঁদলটা বিরাট এই যা।

এম· কে· হেসে ওঠে।

আর ঠিক এই সময় দেওয়ানজী এসে দাঁড়ান।

এই যে সকালে খুব বেড়িয়ে এলেন?

ওই আর কি! বাড়িটার চারপাশে ঘোরা হল।

হাসছিলেন যে?

এই যে। আমার অ্যাসিসটেন্ট মশাই বলছিলেন বাড়িটার ছাঁদ ঠিক চৌবাচ্চার মতো। শুধু পরিধিটাই যা বিশাল।

দেওয়ানজী একবার নীচের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, অদ্ভুত দৃষ্টি তো? চকমেলানো বাড়ি এইরকমই হয় জানতাম। মাঝখানে চৌকো উঠোন, আর চারধারে দালান বারান্দার ওপর ঘরের সারি। কিন্তু কোনওদিন চৌবাচ্চা প্যাটার্ন তা মনে হয়নি। সত্যি তো। দেখলে তাই—

ওর কথা ছাড়ুন। ওর ওইরকম এক একটা ভাবনা। তো এত ঘর, সবই তো দরজা বন্ধ। খালি পড়ে থাকে?

তা ঠিক নয়। চৌবাচ্চার চার পাড়ের এক একদিকে দশখানা করে ঘর। তা—

টি· সি· বলে ওঠে, তার মানে এক একতলায় চল্লিশখানা করে? তিন তলায়—

তিনতলাটা বাদ। ওর আলাদা প্যাটার্ন। একতলা দোতলায় ওই আশিখানাই। কিন্তু একতলাটা সবই ভর্তি। সামনের দিকে অফিসবাড়ি। পিছন দিকে রান্নাবাড়ি। অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া স্টোর ইত্যাদি। আর দুধারে সব আশ্রিত আর কর্মচারিদের ফ্যামিলি। আর এই দোতলাটা অবশ্য দক্ষিণে রাজাবাবুর আর মহারানির মহল। পুরো দশখানা ঘরই লেগে যায় ওদের। এদিকটা অতিথি মহল। মহারাজার পরিচিত বন্ধুবান্ধব আসেন মাঝে মাঝে। রানির বাপের বাড়ি দিনাজপুর থেকেও

অনেকে আসেন টাসেন। তবে বাকি দুটো দিক অবশ্য পুরনো আসবাবপত্র, বাতিল জিনিস টিনিস ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে। বাড়িও তো পড়ে যাবার দাখিল।

কিন্তু তিনতলাটা কি প্যাটার্ন বলবেন?

সে অনেক কথা। পুরনো কালে তিনতলায় কোনও ঘর ছিল না। শুধু মাঠের মতো প্রশস্ত ছাদ। ....রানি মায়াবতী বৌ হয়ে এসে আবদার ধরেন, ছাদে বেড়াতে ইচ্ছে করে তাঁর, কিন্তু ওরকম খাঁ খাঁ করা মাঠ ময়দান ছাদে বেড়াতে ভয় করে। ওখানে নতুন করে তাঁর মহল তৈরি করা হোক। যাতে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে বেড়ানো যায়। তা সেই ভাবেই মহল হল। তবে এমন সোজাসুজি নয়, কেমন যেন গোলোক ধাঁধা প্যাটার্নের। ....কোন ঘর থেকে বেরিয়ে কোন ঘরে পড়লাম বোঝা যায় না। সব ঘরের চারদিকেই টুকরো টুকরো বারান্দা। তো ওঁরও খান আষ্টেক ঘর নিয়ে মহল। নিজে না কি এঁকে এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মিস্ত্রিদের।

খুব শৌখিন ছিলেন, তাই না?

শৌখিন তো দারুণ। আবার খুঁৎখুঁতেও।

টি· সি· বলে ওঠে আর ভীতুও তো!

ভীতু? কই কে বলল?

এম· কে· তাড়াতাড়ি বলে, ওই যে বৌ হয়ে এসে মস্ত ছাদ দেখে ভয় পেয়েছিলেন।

না। সে কিছু না। ....তখন তো বয়েস মাত্র বারো তেরো। ওই মহলেরই বয়েস হল বাহাত্তর বছর। ....তবে হ্যাঁ। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে—ঠিক ভয় নয়, একটা যেন সন্দেহ বাতিক হয়েছিল। কেউ যেন তাঁর অনিষ্ট করবে, এইরকম ভাব।

টি· সি· হেসে ফেলে বলে, এত বয়েসেও অনিষ্টের ভয়?

ভয় কি আর বয়েস মানে বাবা?

তা ওঁর ছবিটবি দেখতে পাব তো।

নিশ্চয়। ....ওঁর মহলে তো নিয়েই যেতে হবে! তবে মনে হয় দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর গেলেই ভাল হয়। অনেকটা সময় হাতে পাওয়া যাবে।

এম· কে· একটু ইতস্তত করে বলে, আচ্ছা রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হবে না?

হ্যাঁ। সেটা উনি নিজেই বলেছেন। সন্ধ্যার পর একবার আপনাদের ওঁর কাছে নিয়ে যাব। ....তবে একটা কথা বলে রাখি বাবা, হুটহাট নীচের তলায় নামবেন না, বা এদিক সেদিক ঘুরবেন না। ....দুবেলা খাওয়ার সময় ওই পঞ্চুই আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আর চা তো ঘরেই দিয়ে যাবে।

কেন বলুন তো? আমাদের নিয়ে এত ভাবনা কিসের?

কী বলছেন? আপনারা তো অন্তর্ধান রহস্য ফাঁস করবার চেষ্টায় এসেছেন? তা সেটা ফাঁস হয়ে গেলে যে বিপদে পড়বে, সে আপনাদের বিপদে ফেলে ঘায়েল করবার চেষ্টা করবে না! কে বলতে পারে আসামী আমাদের চোখের সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না।

আচ্ছা রানিমহল দেখে নিয়ে, আমরা কিছুজনকে আলাদা ভাবে কিছু জিগ্যেস করতে পারি?

সে তো নিশ্চয়ই পারেন। সে তো করতেই হবে। বিশেষভাবে আয়া বিন্দুবাসিনী, বামুন ঠাকুর মিশিরজী, নার্স মিসেস ভঞ্জু! এরাই সর্বদা রানিমার কাছে আসা যাওয়া করত। নার্স আর আয়া তো এই তিনতলাতেই থাকত। তবে যেদিন বা যে রাত্রে ঘটনাটা ঘটে, সেদিন ওই মিসেস ভঞ্জু ছিলেন না। মেয়ের অসুখ বলে একদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন। পরদিন এসে তো অবাক।

এম· কে· বলে, আচ্ছা ঠিক কখন কিভাবে জানতে পারলেন আপনারা, রানিমা নেই।

সেইখানেই তো গোলমেলে ব্যাপার।

দু'জনের কথায় মিলছে না। মিশিরজী বলছে, নিত্যদিনের মতো বিন্দু রানিমার রাতের খাবার ক্ষীরটা নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর নিজস্ব বাসন ঢাকা দেওয়া রুপোর বাটি আর ঢাকা দেওয়া রুপোর গেলাশটা নামিয়ে এনে মিশিরজীকে বলে, "গতকাল ক্ষীর পাতলা হয়েছিল, রানিমার পছন্দ হয়নি। আজ যেন ঘন হয়। চটপট নিয়ে যেও ঠাকুর। রানিমাকে চেয়ারে বোস করিয়ে রেখে এয়েছি। আমি চললুম। আজ নার্স দিদিমনি নাই, উনি একা রয়েছে।" ....বলে চলে যায়। মিশিরজী না

কী তখন ক্ষীরটা আর একটু জ্বাল দিয়ে বাটিতে ভরে, ঢাকা বার করে দুহাতে বাটি গেলাস নিয়ে যেমন যায় তেমনি গিয়ে দেখে, ঘরে রানিমাও নেই, বিন্দুও নেই। ....ভাবল যেমন ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যায়, তাই গেছে। তাই ভেবে পাথরের টেবিলটার ওপর সে-দুটো নামিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল কিন্তু টেবিলটা বসানো, তার কাছে বেতের সেই চেয়ারটা কই? বিছানা থেকে সাবধানে নামিয়ে, যেটার ওপর রানিমাকে বসিয়ে দেওয়া হয় খাবার সময়। ....তো একটু দাঁড়ানোর পরই বাইরে ছাদের দিক থেকে যেন পাগল পাগল হয়ে বিন্দু ঘরে এসে বলে ওঠে, মিশিরজী! নীচে থেকে এসে রানিমাকে দেখতে পাচ্ছি না। সব ঘর বারান্দা ছাদ খুঁজে এলাম কোথাও নেই।

মিশিরজী বকা দিয়ে বলেছিল, উনি কী নিজে চলা ফেরা করতে পারেন? তাই ছাতে খুঁজতে গেছ? ....তারপর আবার নিজেও তা করেছিল। গোলোক ধাঁধা মতো ঘরদালান, বারবার খুঁজে মরেছে, কোথাও কোনও চিহ্ন নেই।

....অথচ বিন্দু বলছে, সে নাকি রানিমাকে খাইয়ে শুইয়ে, রুপোর বাটি গেলাসটা ছাদের ঘর থেকে ধুয়ে এনে দেখে রানিমা বিছানায় নেই। তখন ভয় পেয়ে নীচে এসে চুপিচুপি মিশিরজীকে খবর দেয়। ....তখন মিশিরজী গিয়ে খোঁজাখুজি করে এসে, আমায় খবর দেয়।

এম· কে· আস্তে বলে, আপনার কার কথাটা ঠিক বলে মনে হয়?

দেখুন, বোঝা শক্ত। ওরা দু'জনেই ব্যাপারটা ভৌতিক ভেবে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল, চোখ নাক সব কপালে উঠে গিয়েছিল। তাই উল্টোপাল্টাও বলে ফেলছিল। ....আসলে মিসেস ভঞ্জু না থাকতেই—এই কাণ্ড ঘটতে পেরেছে।

বাড়ি শুদ্ধু সকলেরই কি মনে হয়েছে, ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?

দেওয়ানজী একটু হেসে বলেন, সত্যি বলতে ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে, প্রথমটা হতভম্ব হয়ে সবাই তাই ভেবে বসেছিল। তারপর তো অনেক রকম কথার চাষ হচ্ছে তলেতলে! সেই জন্যেই গণনা করাতে জ্যোতিষীর কাছে ছুটেছিলাম।

এতক্ষণ যা কথা, এম· কে·-ই বলছিল, টি· সি· যেহেতু অ্যাসিসটেন্ট, তাই চুপচাপ ছিল। এখন বলে উঠল, তখন কত রাত?

ওই তো। রানিমাকে তো খাবার দেওয়া হতো ঘড়ির কাঁটায় আটটায়। তো এইসব জানাজানি হতে নটা দশটা বেজে গেছল।

রাজাবাবু আর তাঁর রানি তখন কোথায় ছিলেন?

আর বলবেন না। রানিও তো তার দু'দিন আগে মালদায় বাপের বাড়ি গিয়ে রয়েছিলেন ভাইপোর উপনয়ন উপলক্ষে। দুদিন পর ফিরলেন।

যাচ্চলে—তিনিও সে রাত্রে অনুপস্থিত? আর রাজাবাবু?

উনি নিজের ঘরে বইটই নিয়ে বসেছিলেন, যেমন থাকেন। বাপ ঠাকুর্দার মতো অন্য কোনও নেশাটেশা তো নেই। নেশার মধ্যে বইপড়া।

তা উনি শ্বশুরবাড়ির ঘটায় নেমন্তন্নে যাননি?

উনি? নাঃ রাজারাজড়াদের ওসব নিয়ম নেই। বেশি খরচ করে লৌকিকতা করলেই হল।

কি করলে?

লৌকিকতা! মানে—

ও বুঝেছি, প্রেজেনটেশন। ....তো যাইহোক ঠাকুমা হারানোর রাতে তিনি ছিলেন। ....এবং রানি ছিলেন না।

পাকে চক্রে সেটাই ঘটেছিল।

ক'দিন হয়ে গেল?

দেওয়ানজী হতাশ গলায় বলেন, এই তো আজ সাতদিন হয়ে গেল। কি জানি কোথায় আছেন, আদৌ আছেন কী নেই। ....ভৌতিক ব্যাপার ছাড়া সাধারণ লোকেরা তো আর কিছু ভেবে বার করতে পারছে না। তবে—কুটিল লোকেরা—তো সে তো আপনাদের আগেই বলেছি।

ট্যাপা হঠাৎ খুব রাগের গলায় বলে ওঠে, অথচ আসল লোক, রানিমার আদরের নাতি সাহেবটির তো তেমন হৈ চৈ করে খোঁজার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। নেতিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন।

কি করবেন! আকস্মিক এই অদ্ভুত দুর্ঘটনায় নার্ভাস ব্রেক ডাউন। একটু হার্ট অ্যাটাক মতোও হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া হৈ চৈটাই তো চাইছেন না।

না চাইলেও হবে না বলে মনে করেন? রাজ্যের লোকেরা যদি ঠিক

ভাবে জেনে যায়, বুড়ো রানিমা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেছেন, আর তাঁর নাতি রাজা পুলিশে একটা খবর পর্যন্ত দেননি, রাজ্যের লোকেরা ক্ষেপে উঠবে না? রাজার বিরোধী পক্ষরা তাতে উৎসাহ দেবে না? তখন কি হবে?

দেওয়ানজী মলিন ভাবে বলেন, সেই তো! তবে তলেতলে চেষ্টা চালানো হচ্ছে না, তা নয়। ওই যে মিসেস ভঞ্জ, ওঁর সম্পর্কে একটু সন্দেহ বোধ করে খোঁজ করা হচ্ছে ওঁর বাড়ি কোথায়, মায়ের অসুখ না কি যেন বলে ছুটি নিয়েছিল, সেটা সত্যি কিনা।

উনি কাজটা কি করতেন?

উনি? রানিমা দিনে রাতে যে ছ'আটবার ওষুধ খান, সেগুলি নিয়ম মতো খাওয়াতেন, রোজ অকারণেই টেম্পারেচার নিতেন। প্রেসার চেক করতেন যখন তখন, তাছাড়া নানারকম তেল মশলা মাখিয়ে রানিমাকে স্নান করাতেন।

ট্যাঁপা হঠাৎ হেসে ওঠে, তেল মশলা দিয়ে রান্নাই তো হয় জানি, স্নানও হয়!

দেওয়ানজীও হাসেন একটু, তা হয়। ওটা রাজপরিবারের নিয়ম বা বাতিকই বলা যায়। ....তবে এই বর্তমান রাজা রানির ওসব পাট নেই বলে রানিমা যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। ....বিশেষ করে এই রানি বিদ্যুৎলতাকে তো তাঁর ওই বাইরের কাজকর্মের ব্যাপারে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। ....পারিবারিক নিয়মে প্রতিদিন সকালে যখন রানিমাকে প্রণাম করতে যেতেন, উনি নাকি মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকতেন। ওই যে খোকারাজাকে দার্জিলিঙে পড়তে পাঠানো হয়েছে, তাতেও নাতি নাতবৌয়ের ওপর মহা খাপ্পা। ....আসলে বেশ একটু মেজাজি তো। ওই তো বলেছিলাম, নিজের মেয়েরাও মায়ের কাছে বিশেষ আসতে পারে না বলে, তাদের ওপর এত খাপ্পা, যে সাফ বলে রেখেছেন, বিষয়সম্পত্তি থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করবেন!

রাজাই মেজাজ।

তা একটু আছে বটে।

এম· কে· বলে ওঠে, আচ্ছা, এখন মাত্র বেলা সাড়ে এগারোটা, এখনও তো দুপুরের খাওয়ার দেরী, এই সময় রানিমহলটি একবার

দেখে নিলে কেমন হয়? আপনার অসুবিধে হবে কি?

না, আমার আর বিশেষ কি? তা চলুন!

চৌবাচ্চা'র একপাড় থেকে আর এক পাড়ে চলে যান। ....সিঁড়ির সামনে পৌঁছন। তারপর বলে ওঠেন, দাঁড়ান পঞ্চুকে একবার ডাকি, কোলাপসিবলটা ঠেলে দেবে!

তেতলায় ওঠার সিঁড়ির সামনেটায় বিরাট কোলাপসিবল গেট।

ট্যাপা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, কি আবার দরকার ডাকাডাকির? আমি ঠেলে দিচ্ছি। তা তালাচাবি লাগানো তো!

দেওয়ানজী তার পৈতেয় বাঁধা একটা মস্ত লোহার চাবি টেনে বার করে তালাটা খুলে ফেলেন। বলেন, আমাকে তো রোজ সকালে একবার করে রানিমার কাছে আসতে হতো সেরেস্তার কাগজপত্র দেখাবার জন্যে, তাই একটা ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে থাকে! জানি না আর কখনও—

এরা অবাক হয়ে বলে, উনি থাকতেও সব সময় তালাচাবি লাগানো থাকত?

তা থাকত! সেটাও ওঁর বাতিক। তবে বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে একটা করে ডুপ্লিকেট আছে। যেমন রাজাবাবু, মিশিরজী, বিন্দু, আর এই যে আমার কাছে।

আচ্ছা কারণটা কি?

কি জানি! ওঁর ধারণা 'ভালমতো সুরক্ষিত আছেন' জানতে পারলে, মনে স্বস্তি থাকে!

অথচ সেই সুরক্ষিত দুর্গ থেকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেল। হি হি! বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো! হি হি—

এম· কে· যাকে বলে রক্তচক্ষে তাকায়, কিন্তু টি· সি·-র সেদিকে তাকাতে বয়েই গেছে।

দেওয়ানজী অবশ্য তেমন কিছু মনে করেন না।

তিনতলায় উঠে এরা সত্যিই অবাক হয়ে যায়। এখানে মোটেই তেমন পুরনো পুরনো ছবি নেই। মেঝেয় মার্বেল পাথরের বদলে মোজাইক টাইল্‌স, জানলায় জানলায় বাহারি গ্রিল। ....আর গড়ন যাকে বলে সত্যিই গোলোক ধাঁধা।

দেওয়ানজী বলেন, সত্তর বাহাত্তর বছর আগে, তো সব কিছুতে বিলিতি বাহার, সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ডাকিয়ে, নিজে প্ল্যান বাৎলে বাৎলে কর্তারাজাকে দিয়ে এসব করিয়েছিলেন রানি মায়াবতী। কর্তারাজারও যত বন্ধু ছিল, সব সাহেব সুবো। তাদের সঙ্গে শিকারে যেতেন, বাড়িতে 'বল ডান্স' বসাতেন, সে না কি এক রমরমার দিন ছিল। আমি অবশ্য তখন আসিনি। জন্মাইনিই। ....শোনা কথা।

তা এরাও শুনে যায়, এই যে, এ ঘরে কর্তারাজা সেরেস্তার কাজকর্ম দেখতেন। এ ঘরে সাজপোষাক করতেন। এটা পারিবারিক ড্রইংরুম। আপনজনদের নিয়ে বসতেন টসতেন।

ঘরে ঘরে বড় বড় দেওয়াল জোড়া আর্শি, দেওয়ালে দেওয়ালে বিরাট বিরাট অয়েল পেন্টিং, ফটোও।চেয়ার টেবিল সোফা সবই বড় বড়।

কিন্তু সারি সারি ঘর নয়। প্রত্যেকটা যেন প্রত্যেকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ....একটু ছোট্ট বারান্দা, একটুখানি করিডোর, একটি হয়তো—কাশ্মীরি কাঠের সৌখিন তিনকোণা পর্দার আড়াল।

তবে সবেই ষাট সত্তর বছরের ছাপ আঁকা।

কিন্তু রানিমার বেডরুমটা কোনটা? যেখান থেকে হাওয়া হয়ে গেলেন।

সেটা এই এদিকে।

দুটো সিঁড়ি উঠে, এবং একটুখানি প্যাসেজ পার হয়ে দুটো সিঁড়ি নেমে রানিমার ঘর।

কি অদ্ভুত খেয়াল।

ওই তো!....

এ ঘরে ঢুকতেই সামনের দেওয়ালে চোখে পড়ল, সোনালি ফ্রেমে আটকানো মুকুট পরা এক রানির ছবি।

ট্যাঁপা বলে ওঠে, রানি মেরির ছবি না?

দেওয়ানজী হাসেন, না রানি মায়াবতীর। কম বয়েসে না কি কলকাতার হ্যামিল্টনের দোকান থেকে রানি মেরির মুকুটের ডিজাইনে মুকুট আর গলার গহণা টহনা গড়িয়ে 'রানি মেরি' সেজে কোনও সাহেব ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ছবি তুলিয়ে ছিলেন।

ট্যাপা বলে ওঠে, বাঃ। তার বেলায় দোষ হয় না? আর এখনকার রানি গরীব ছেলেদের জন্যে স্কুল করতে বাইরে বেরোলে—যত দোষ?

দেওয়ানজী এখনও হাসেন, সেকালে রাজারাজড়াদের আভিজাত্যের মাপকাঠিই ছিল আলাদা। সাহেব মেম নিয়ে মাতামাতিতে তাঁদের আব্রু নষ্ট হতো না। হতো নিজের রাজ্যের দেশিয় লোকেদের বা প্রজাদের সামনে যেমন তেমন করে বেরোলে। ....সে যাকগে। এসব আমি দেখিনি। কর্তারাজাকেও দেখিনি। ওঁর ছেলের আমলেই—

আচ্ছা দেওয়ালে আর যে সব ছবি?

ওই যে রং বোঝা যাচ্ছে না অয়েল পেন্টিংটা? ওটা রানি মায়াবতীর শাশুড়ীর। আর এধারে ওনার পুত্রবধূ রানি, বর্তমান রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণের মা, রানি পুষ্পমালার। দুপাশে ওই দুজন ওনার দুই মেয়ে।

তার মানে এটি প্রমীলারাজ্য? বলে হাসে এম· কে·।

তারপর দুজনেই বলে ওঠে, কিন্তু এঘরটা এত ফাঁকা কেন? শোবার খাট আর ছোট ছোট দুটো টেবিল ছাড়া কোনও ফার্ণিচারই নেই দেখছি। এত বিশাল ঘর। এরকম শূন্য। দেখে গা ছমছম করছে।

শোবার ঘরে জবড়জং পছন্দ করতেন না উনি। সব কিছুই ওঁর দেওয়ালের মধ্যে ভরা।

বলে দেওয়ানজী দেখান, এই যে প্রতিটি জানলা দরজার মাঝখানগুলির দেওয়ালে পালিশ করা কাঠ মারা দেখছেন? এসব হচ্ছে দেওয়াল আলমারি।

তাই না কি? আমরা তো ভেবেছিলাম এই ফ্যাসান। রঙিন দেওয়াল না হয়ে পালিশ দেওয়াল।

নাঃ সব আলমারি। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। ছোট্ট একটু গা চাবি আছে। ....পাল্লা খুললেই সরে গিয়ে দেওয়ালের খাঁজে ঢুকে যায়। ....এমন কি ওঁর ড্রেসিং আয়না পর্যন্ত এই দেওয়ালে। এর চাবি নেই। শুধু একটা বোতাম। বলে টিপে সরিয়ে দেন দেওয়ানজী।

আর দেখা যায় খাঁজের মধ্যে যেন ছোট্ট একটু ঘরের দেয়ালে সাঁটা ড্রেসিং আয়না। তার সামনে তাকে নানাবিধ শিশি—কৌটো।

দেওয়ানজী আবার কোথায় যেন হাত দিয়ে ফট ফট দুটো তিনটে সুইচ টিপে দেন. আয়নার দুপাশে আর মাথার ওপর জোরালো বাল্‌ব জ্বলে ওঠে।

ট্যাপা বলে ওঠে, বাবাঃ! কত কায়দা!

বলেই মনে মনে নিজের কানটা মুলে নেয়।

মদন আর ওর দিকে তাকায় না। খুব মন দিয়ে ঘরের অন্য সব জিনিস দেখে। ....কিছুই জিনিস নেই। শুধু খাট আর তার পাশে একটা ছোট টেবিল। তাতে ওষুধপত্র, এটা ওটা।

দেওয়ানজী অবশ্য তাঁর গোয়েন্দার অ্যাসিসটেন্টের মন্তব্যে কিছু মনে করেন না। স্মৃতির আবেগে বলে চলেন, সবই বিলিতি কায়দা! সায়েব মিস্ত্রিদের কারবার। ....তো ঐসব ব্যবহার করা তো কবেই বন্ধ। ওঠাউঠিই নেই দশ বিশ বছর। আমায় ছেলের মতো ভালবাসেন, তাই একদিন বলেছিলেন, 'খুলে দেখোতো রঘুনাথ, আলোগুলো এখনও জ্বলে কি না।' বাকি আলমারিদের কখনও খোলা দেখিনি। শুনেছি কর্তারাজার মানে রানি মায়াবতীর স্বামীর সব জিনিসপত্র তুলে রাখা আছে। তাঁর শিকারের সরঞ্জাম, দরবারি পোষাক টোষাক তাছাড়া বিলিতি কেতার সাজের সুট বুট ছড়ি টুপি, সে তো অসংখ্য!

সবই দেওয়ালের মধ্যে। ঘরটা তাই এত ফাঁকা দেখাচ্ছে। বাবা, ঘর নয়তো মাঠ।

এম· কে· শান্ত গলায় বলে, টি· সি· তুমি একটু থামবে?

দেওয়ানজী বলেন, না না, উনিতো ঠিকই বলেছেন। এই এতবড় ঘরে বৃহৎ একটা পালঙ্কে পাখির মতো রোগা একটা মানুষ। পাখির মতই হাল্কা হয়ে গেছলেন ইদানীং। আহারও পাখির। তবু নিয়মটি ঠিক থাকা চাই। দু'বেলা পালঙ্ক থেকে নামিয়ে ওঁর স্পেশাল একখানা চাকা দেওয়া চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে ঠেলে পাশের খাবার ঘরে নিয়ে যেতে হতো! ....সেই চেয়ারেই সকালবেলা একবার করে ছাদের ফুল বাগানে বেড়িয়ে আনতো!

এম· কে· বলে ওঠে, কই সেই চেয়ারটা? দেখি।

দেওয়ানজী একবার পাশের ঘরে ঘোরাঘুরি করে এসে বলেন, কই দেখছি না। বোধহয় ছাতেই আছে। চলুন না বাগানটাও দেখিয়ে আনি

আপনাদের। চমৎকার বাগান।

চলে আসে তিনজনে। ....বিশাল তিনদিকের ছাত জুড়ে মানেই তিনদশে তিরিশখানা ঘরের মাথায় সত্যিই চমৎকার বাগান। কতো রকমের যে টব। ছোট বড় নানা ডিজাইনের। আর দেশি বিদেশি নানা ফুলের সমারোহ। সতেজ সুন্দর! ....তবে চেয়ারটা সেখানে নেই।

আচ্ছা এত সুন্দর বাগান কে করেছে? কে দেখে শোনে?

কে আর? পুরনো মালির ছেলে আর নাতি। এখানে অনেকেরই পুরুষানুক্রমে কাজ। কিসে কি সার লাগে সব জানে।

ট্যাপা আবার বলে ওঠে, তা'হলে ওদের কাছেও ডুপ্লিকেট চাবি থাকে?

চাবি? ডুপ্লিকেট? ....ও হো হো। না না ওরা রানির মহল দিয়ে আসা যাওয়া করে না। ওদের আলাদা ব্যবস্থা। এই রানি মহলের ঠিক নীচেই যে ঘর বারান্দা, তার এক জায়গায় চওড়া কার্ণিশে একটা লম্বা লোহার মই আটকানো থাকে, মালিরা তাই দিয়েই ওঠানামা করে। তবে ছাদে তো জলের ব্যবস্থা রয়েইছে, মস্ত ট্যাঙ্কে কল লাগানো।

কার্ণিশে মই লাগিয়ে ওঠানামা? পড়ে যাবার ভয় নেই?

আরে বাবা। তাকে কার্ণিশ বললে কার্ণিশ, বারান্দা বললে বারান্দা।

হাত দুই চওড়া। আধুনিক কালে কংক্রীট দিয়ে বানানো। সবই ওই রানিমার মাথা থেকে বার করা। দারুণ মাথা। ....অথচ সেই মানুষই এখন—

একটা নিঃশ্বাস ফেলেন।

কিন্তু চেয়ারটা?

কি জানি, বিন্দু কোথাও সরিয়ে রেখেছে হয়তো। দেখে মন খারাপ লেগেছে হয়তো।

তুচ্ছ চেয়ারটা নিয়ে ভাববার কি আছে, ভেবে পান না দেওয়ানজী।

এম· কে· বলে, আচ্ছা এইসব আলমারিগুলোর ভেতরটা দেখবার পারমিশান পাওয়া যাবে? মানে, জাস্ট একটু কৌতূহল। রাজামশাইয়ের দরবারি পোষাক কেমন ছিল। শিকারের সাজ সরঞ্জাম কেমন দেখতে....।

দেওয়ানজী বলেন, পারমিশান না পাওয়ার কি আছে? দেখবেন বৈ তো আপনারা নিয়ে যাবেন না। রাজাবাবুকে একটু বললেই হবে। তবে—ওদের চাবিটাবি কোথায় আমার জানা নেই। ....কিন্তু এখন নেমে যাওয়া যাক। বেলা হয়ে গেছে। আবার ওবেলা হবে। চলুন।

নেমে আসে তিনজনেই। আবার কোলাপসিবল ঠ্যালা হয়, তালা লাগানো হয়।

এম· কে· আর টি· সি·, বলে, কই দেখি সেই কার্ণিশটা কোনদিকে? কোনখানে মই লাগিয়ে মালি উঠে গাছের যত্ন সেবা করে।

দেওয়ানজী মনে মনে হাসেন, নেহাৎই ছেলেমানুষ। অযথা কৌতূহলেই অস্থির। ওই ব্যবস্থা সবাই জানে। কে কবে দেখতে যায় 'কি' করে!

গেল সেদিকে। বাড়ির পিছন দিক সেটা। সারি সারি বন্ধ ঘর। তার পিছনের বারান্দা। কিন্তু ঝুঁকে পড়ে দেখতে পায় না, সেই মই। কি ভাবে ওঠে। জল না নিয়ে যেতে হোক, মাটি সার এসব তো নিয়ে যেতে হয়।

দেওয়ানজী বললেন, দেখতে পাবেন না, দেয়ালের গায়ে 'হুকে' সাঁটা থাকে। ও আর দেখে কি হবে? যাঁর শখের বাগান, তিনিই এখন কোথায় তার ঠিক নেই, আর বাগান।

বেহারী বুড়ো ভদ্রলোক বড়ই কাতর হয়েছেন।
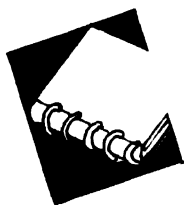
নীচের তলায় নেমে এসে খাওয়া দাওয়ার সময় দেওয়ানজী একটি বয়স্কা মেয়েকে ডেকে বলে ওঠেন, বিন্দু, রানিমার চেয়ারগাড়িটা কোথায়?

বিন্দু বাইরের বাবুদের দেখে লজ্জায় জড়সড় হয়ে ঘোমটা টেনে আস্তে বলে, ওইখানেই তো আছে।

দেখলেন তো। বললাম? আচ্ছা আবার যখন যাওয়া হবে দেখাব। এমন কিছু আহামরি নয়। সাধারণ বাহারি ধরনের একখানা বেতের চেয়ারের পায়ায় চারটে ছোট ছোট চাকা লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না?

বলেছেন সন্ধ্যার পর।

তাহলে, আমরা এখন একটা কিছু করি।

বলুন কি করতে চান?

আচ্ছা—ওই আপনাদের পঞ্চু বলছিল, একটা না কি 'অ্যালবাম খাতা' আছে, তাতে রানিমার অনেক ছবি আছে।

শুনে দেওয়ানজী স্বস্তি পান। যাক বাবা, এখন আবার 'ছাদ দেখা বাগান দেখা' করতে বসবে না। তাহলে বসে বসে ছবিই দেখুক। এরা যে কিছু করে উঠতে পারবে, এমন আশা রাখছেন না। ভাগ্নী বলেছে, কোনও ভাল জ্যোতিষীর সন্ধানে থাকবে, খবর পেলে চিঠি লিখে জানাবে। হাওড়ায় না কোথায় যেন 'জানবাড়ি' বলে কী আছে, সেখানে নাকি, হারানো টারানোর ব্যাপারে সব বলে দিতে পারে। ....তবে এদের যখন ডেকে-ডুকে আনা হয়েছে, মান সম্মানটা তো দিতেই হবে।

তাই এখন এরা কিছু হুটপাট করতে চাইছে না দেখে সন্তুষ্ট হয়ে

বলেন, দপ্তরখানা থেকে আনিয়ে দিচ্ছি। পূর্বকাল থেকে যতো সব ফটো অ্যালবাম আছে রাজাদের, সাহেব সুবোর সঙ্গে ছবি, শিকারের ছবিটবি, দরবারের ছবি, সবই রক্ষিত আছে। তবে রানিমার ইদানীং-এর ছবি নেই। বয়েস হয়ে যাবার পর, চেহারা খারাপ হয়ে যাওয়ায় আর ছবি তোলাতে দিতেন না।

এম· কে· বলে, বেশি কিছু দরকার নেই, ওই রানি মেরি মার্কা ছবিটি ছাড়া ঘরে তো আর কিছু দেখলাম না। এমনি অন্য যদি কোনও ছবি থাকে।

দেওয়ানজী নীচে নেমে যান, এবং খানিকক্ষণ পরে পঞ্চুকে দিয়ে মোটা মোটা খানতিনেক অ্যালবাম পাঠিয়ে দেন।

পঞ্চু একগাল হেসে বলে, এই ন্যান। বসে বসে ছবি দেখুন। দেওয়ানজী শুধোলো বৈকেলে ক'টার সময় চা খান আপনারা?

কি মুস্কিল। আমরা কি বরযাত্রী এসেছি? তাই এত—আদর আপ্যায়ন। তোমরা সবাই যখন খাবে, তখনই খাব।

আমাদের কথা বাদ দ্যান। তো যতই হোক কুটুম ঘরের ছেলে তো বটে।

আমরা কুটুম ঘরের ছেলে?

কেন, তা নও? ছোট মেনেজারবাবু তো তাই বলল। দেশ বেড়াচ্ছো, রাজবাড়ি দেখতে এয়েছো। তো এসে দেখছো এই বিপদ। তবু যত্ন আত্তি তো করতে হবে। ....তালে বলে দিইগে, চায়ের জন্যে আপনাদের কোনও নিয়ম নাই। যখন পাবে তখন খাবে। ....আর হ্যাঁ দেওয়ানজী বলে দিল, এই লাল মলাট খাতা খানায় শুধুমাত্তর, বুড়ো রানিমার, আর ওনার ছেলের বৌ, এই রাজাবাবুর যিনি মা ছিল সেই রানিমায়ের ফটোক ছবি আছে। গাদাগাদা। আর এই কালো খাতা দুটোয় যতো সব গুরুপ্ ফটোক।....।

চলে যেতে যেতে আবার ফিরে আসে, চুপিচুপি বলে, আর হ্যাঁ, বলে দিল, আপনারা দুপুরবেলা ঘরে খিল ছিটকিনি লাগিয়ে শোও বসো।

দুপুরবেলা খিল ছিটকিনি লাগিয়ে? আশ্চর্য! কেন বলো তো?

পঞ্চু দুহাত উল্টে বলে, বুড়োর খেয়াল। তো বলছিল, কেউ এসে

পাছে আপনাদের বিরক্ত করে। ....জানলাগুলান তো খোলা আছে, হাওয়া আটকাবে না। আর ফ্যানও তো রয়েছে। একটু ঘাড় নড়বড়ে বটে। ভয় লাগে বুঝি মাথায় এসে পড়বে। তো পড়ে না।

বলে হি হি করতে করতে চলে যায়।

এম· কে·! কি করবো? দরজা লাগাব?

বলেছে যখন লাগা।

আমারও এটাই পছন্দ। ফস করে যখন তোর নাম ধরে ডেকে বসব, আর কেউ শুনতে পারে। এ বেশ ভাল হ'ল।

অ্যালবামে সাঁটা বেশির ভাগ ছবিই, হলদেটে হয়ে গেছে। তবে বোঝা যাচ্ছে, রানি মায়াবতী একখানা সুন্দরী ছিলেন বটে। নানা বয়েসের নানা ভঙ্গীর ছবি। আপাদমস্তক গহনায় মোড়া, আবার হালকা সাজ, কত যে ছবি।সৌখিন ছিলেন বটে মহিলা।

রাজা হারীন্দ্রনাথের রানি শান্তিলতার তেমন সৌন্দর্যও নেই, তেমন মহারানি মহারানি ভাবও নেই।

দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভালমানুষ ছিলেন, নারে এম· কে·?

তাই মনে হচ্ছে। তাছাড়া দাপটওলা মহারানি মার্কা—শাশুড়ীর ভয়েই হয়তো—

অল্প বয়েসে তো বিধবাও হয়েছেন শুনলাম। বেচারী। এই রাজা তখন না কী নেহাৎ ছোট তাই না?

এম· কে· তখন নিবিষ্ট হয়ে দেখেই চলেছে।

এক সময় বলে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস টি· সি·?

কি বল?

তুই বল।

টি· সি· বলে, বলল তো এনার কোনও ভাই বোন হয়নি। একমাত্তর ছেলে। কিন্তু রানি মায়াবতীর দু'একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটু ছোট বড় দুটো ছেলে। একরকম পোষাক পরা। ঠিক পিঠোপিঠি ভাইয়ের মতো। আবার ওই রানি শান্তিলতার দু'চারটে ছবিতেও তাই। এর মধ্যে তো আবার শুধুই ছেলে দুটোর ছবি। ধারে পাশে একগাদা খেলনা পত্তর।

গুড়্।

এম· কে· ওর পিঠটা ঠুকে দিয়ে বলে, আমিও ঠিক ওইটাই লক্ষ্য করেছি। ....ইস টি· সি--রে। তোর এত মাথা। তবু কেন যে এত কথা।

টি· সি· এখন বরাবরের মতো নিজের দোষ স্বীকার না করে বলে ওঠে, গোলামার্কা লোকেদের সঙ্গে একটু বেশি কথা কইলে সুফল পাওয়া যায়রে। তাদের মধ্যেকার বেশি কথাগুলো হড়বড়িয়ে বেরিয়ে আসে।

বলছিস?

আমার তো তাই ধারণা।

তবে চালিয়ে যা।

বলে হেসে ওঠে।

তারপর বলাবলি করে দুজনে, হয়তো ছিল দুটোই ছেলে। একটা হয়তো অল্প বয়েসে মারা গেছে। মনের দুঃখে তাই আর সেকথা উল্লেখ করে না।

তাই হবে। সবকটা ছবিতেই দ্যাখ একরকম পোষাক।

কালো মলাটের অ্যালবাম থেকেও তেমন ছবি দু'চারখানা দেখা যায়। নেহাৎ ছোটও নয়। বছর দশ বারো মতো বয়েস হবে। ....ছোট ছেলেটা যেন বেশি সুন্দর দেখতে।

এত বড় হয়েছিল? তবু কিছু বলল না। আশ্চর্য। রাজাকে একমাত্তর ছেলে বলে বানাচ্ছে।

কারণ কি বলতো?

ওই তো বললাম। দুঃখ উথলে ওঠার ভয়।

নাঃ। ওই বয়েসের পরে আর দু'জনকে দেখা যাচ্ছে না। একাই রাজপুত্র বড় হচ্ছেন। ....মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওই দুটো ছেলের মধ্যে বড়টাই।

আরে বাবা! রাজা তো দেখছি বেশ বিদ্বান রে। এম· কে·? গ্র্যাজুয়েট হওয়া টুপি মাথায় ছবিও রয়েছে। রাজপুত্তুররা তো, তেমন হয় না শুনি।

যা বলেছিস টি· সি·। আগের জনেরা কি ছিলেন কে জানে। শিকার করা ঘোড়ায় চড়া সাহেব সুবো নিয়ে মাতা, ওই সবই তো শুনলাম। নাঃ। টি· সি· তুই যতোই হ্যাবলা ভ্যাবলা ভান করিস, তোর ব্রেন

আছে।

টি· সি· গম্ভীর ভাবে বলে, বেঁটে গোল্লা রসগোল্লা মার্কা চেহারাদের মগজে বুদ্ধি থাকে, একথা কেউ মানবে?

তবু লম্বা বেঁটে দুজনেই, সারা দুপুর ধরে ওই ছবিগুলোই দেখতে থাকে। ....গ্রুপ ফটোয় কে কার বোঝা যায় না। তবে মনে হয় কোনও বিয়ে টিয়ের ব্যাপারে বাড়িতে অনেকে একত্র হলে, সেকালে যেমন তেঠেঙে টুল ফিট্ করে তাতে ক্যামেরা বসিয়ে ফটোগ্রাফাররা মাথায় কালো কাপড় ঢেকে যেসব ছবি তুলতো, এ হচ্ছে তাই। এখনকার মতো উঠতে বসতে এত বেশি ফটো তোলা রাজা মহারাজাদের ঘরেও ছিল না।

তবে তন্ন তন্ন করে দেখা গেল, ওই দুটো ছেলের মধ্যে ছোটটাকে বছর দশ-বারো মতো পরে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

তার মানে মারাই গেছে, কি বলিস?

তাই হবে।

বিকেল চারটের আগেই এরা দরজা খুলে রেখেছিল।

বারান্দার একধারে বাথরুম, সেখানে আলনা আরশি, ফর্সা তোয়ালে সাবান টাবান সবই মজুত। মানে অবস্থা পড়তি হলেও, অভ্যাস রীতি আতিথ্যের কমতি হয় না। হয়তো আরশিতে ছাতা ধরা, আলনাটা নড়বড়ে, তোয়ালেটা তেমন দামি নয়, সাবান টাবান তেমন নামি নয়, তাছাড়া সবই ঠিক আছে।

ঠিক চারটের সময় পঞ্চুবাহিত হয়ে চা আসে। তার সঙ্গে বিস্কুট ও বেশ গোটাকতক মিষ্টি।

এরা বলে, মিষ্টিগুলো নিয়ে যাও বাবা। ওসব এখন চলবে না।

পঞ্চু আকুতির গলায় বলে, খাও না। এখানের মিষ্টি ভাল।

তা হোক। চায়ের সঙ্গে মিষ্টি টিষ্টি খাই না আমরা।

ফেরৎ নিয়ে যাব?

পঞ্চুর করুণ গলা।

ট্যাপা হেসে বলে, বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হয়, পেটে ভরে নিয়ে চলে যেতে পারো।

ধ্যাৎ।

বলে কান থেকে কান হাসে পঞ্চু।

এম· কে· আস্তে বলে, ওরা অবশ্য ভাববে আমরাই মেরে দিয়েছি।

ট্যাপা বলে, ভাবলেই বা কি? মেরে দিতেই তো পাঠিয়েছে। তাছাড়া ফেরৎ দিলেই যে শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে কে জানে। তারপর বলে, এই একটা সন্দেশ আমরা নিলুম, দুজনে ভাগ করে খেয়ে নিচ্ছি। বাকিগুলো তুমি ফুরিয়ে ফেলে খালি প্লেট দুটো নিয়ে যাও মানিক, তাহলে আর কেউ আমাদের বকবে না।

পঞ্চু আবারও বলে য্যাঃ। এবং আর একবার বলতেই হঠাৎ—এদের দিকে পেছন ফিরে গবগব করে গোটাসাতেক মিষ্টি মুখে চালান করে প্লেট দুটো নিয়ে ঘাড় গুঁজে পালায়।

তার ভাব দেখে এরা হেসেই অস্থির।

একটু পরে আবার আসে পঞ্চু খালি পেয়ালা নিতে। আস্তে বলে, কেউ যেন টের না পায় কুটুমবাবু।

পাগল। কি করে পাবে? আমাদের বকুনি খাবার ভয় নেই?

শুনে বেশ আশ্বস্ত হয় পঞ্চু। এবং 'আপনারা খুব ভাল' বলে একটি সার্টিফিকেট ঝেড়ে হৃষ্ট চিত্তে নীচে নেমে যায় পঞ্চু।

খানিক পরে দেওয়ানজী আসেন।

চা টা দিয়েছে? ঠিক আছে। ....তো একটা কথা জানাই, আজ আর সন্ধ্যায় রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।

হবে না।

না। মানে, বলছেন আজ শরীরটা একটু বেশি খারাপ লাগছে। বরং কাল সকাল নটা সাড়ে নটার সময়—

ঠিক আছে। ....তাহলে, সন্ধ্যাটা আমাদের আর একটা কাজ করতে

দিন।

দেওয়ানজী ভীত ভাবে বলেন, সন্ধ্যায় আবার কি কাজ? দুপুরে তো ছবি টবি দেখলেন।

সে আর এমন কি! ....আমরা তো এখানে সত্যি বরযাত্রী আসিনি, যে, যতো পারব খাব, আর গড়াব। সন্ধ্যার দিকে যদি কয়েকজনকে কিছু জিগ্যেস টিগ্যেস করি?

দেওয়ানজী স্তিমিত ভাবে বলেন, কাকে কাকে বলুন?

এই অন্তত ওই বামুন ঠাকুর মিশিরজীকে, আয়া বিন্দুকে, নার্স মিসেস ভঞ্জকে—

মিসেস ভঞ্জকে তো এখন পাওয়া যাবে না। এখানের কাজটা বন্ধ হওয়ায়, এখন 'রাজ-হাসপাতালে' ডিউটি দিচ্ছে। ....আর মিশিরজীর তো রাত দশটার আগে নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। তবে বিন্দুকে পেতে পারেন।

আচ্ছা তাই সই। মিশিরজীকে না হয় রাত দশটার পরেই পাকড়াও করা যাবে। আচ্ছা ছোট ম্যানেজারবাবু তো এখানেই থাকেন?

কি? ওই রামজীবনটাকে জেরা করবেন? ওর পেট থেকে সত্যি কথা আদায় করতে পারবেন? সত্যিকথা বলা ওর কুষ্ঠিতে নেই।

না, ঠিক ওঁকে নয়। ওঁর স্ত্রীকে যদি—

ওর স্ত্রী? সে কি আর রাজি হবে? ভয় খাবে....

বলবেন, ভয়ের কিছু নেই। আমরা পুলিশের লোক নই, কিছুই নই, এমনি, শখের গোয়েন্দা—

ভয় আপনাদের নয়, পুলিশকেও নয়। ভাল মেয়ে। সত্যিবাদী। কিন্তু ভয় ওর নিজের স্বামীকেই। জানতে পারলে হয়তো ঠেঙিয়েই দেবে।

অ্যাঁ। কি বলছেন?

ঠিকই বলছি। ও ওইরকমই লোক। এক নম্বরের পাজী।

তাহলে তো কাজ কিছুই এগোচ্ছে না!

কি আর করা। বিন্দুকেই পাঠিয়ে দিই। আর দেখি যদি মিশিরজীকে—

চলে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন, দেখলেন আমাদের রানিমার ছবি? কি চেহারাই ছিল।

যা বলেছেন। যাকে বলে রানির মতো রানি। কত ছবি, কত রকম। বরং এখনকার রাজাবাবুর মার মানে রানি মায়াবতীর বৌমার ততো না।

না, উনি একটু বেশি লাজুক ছিলেন। তাছাড়া অল্প বয়েসে বিধবা হওয়ায়—

দুঃসাহসী ট্যাপা ফস করে বলে ওঠে, আচ্ছা আপনি তো বলেছিলেন, এখনকার রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণ ওঁর মা বাবার একমাত্র সন্তান, কিন্তু বেশ কিছু ছবিতে তো দুই ভাইয়ের মতো ছবি দেখলুম।

দুই ভাই।

একটু থমকাল দেওয়ানজী।

হ্যাঁ এই তো—

বলেই দুটো পাতা খুলে দেখায় তাড়াতাড়ি। একটিতে রানি মায়াবতী দু'পাশে দুটি সাজাগোজা বালক নিয়ে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বসে আছেন। আর একটাতে রানি শান্তিলতার দুপাশেও ওই দুটি। একরকম সাজসজ্জা।

দেওয়ানজী তাচ্ছিল্যের গলায় বলেন, এ ছবি দুটোও ছিল বুঝি ওর মধ্যে?

শুধু এই দুটি কেন? আরও বেশ কয়েকটি ছবিই তো রয়েছে। দুই ভাইয়ের মতো।

না না, ভাইটাই কিছু নয়। কেউ নয়। বলতে বসলে অনেক ইতিহাস। মহাভারত।

'কেউ নয়, কিছু নয়' অথচ অনেক ইতিহাস! মহাভারত!

দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচায়ি করে। আর দুঃসাহসী ট্যাপা ফট করে বলে বসে, একটু সর্টকাট করে বলা যাবে না?

শুনে কোনও লাভ নেই। তোমাদের কেস-এর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। অনেক কালের একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। ওই জঞ্জালগুলো যে অ্যালবামে ভরা ছিল তা কে জানতো।

এম· কে· আস্তে বলে, বলতে বাধা থাকলে, কিছু করার নেই। তবে কিসের সঙ্গে যে কিসের সম্পর্ক থাকে বলা শক্ত।

ট্যাপা বলে ওঠে, কোনও দুর্ঘটনায় মারাটারা যাওয়ার ব্যাপার বুঝি?

মারা? মারা গেলে তো ভাল হতো। আপদ ঘুচত। ....বলে

দেওয়ানজী বেশ উত্তেজিত ভাবে বলেন, শুনতে চাও বলছি। তবে তোমাদের কোনও কাজে লাগবার নয়। বলে—যথাসাধ্য সংক্ষেপে যা বলেন, তা সত্যিই মহাভারত! ....ঘটনা এই—

এই রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণের কোনও ভাইবোন না থাকায়, রানি মায়াবতী "ওর কোনও খেলুড়ি নেই। আহা বেচারি একা" বলে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে, নাতির একটা খেলুড়ি জুটিয়ে বসেন। রাজকুমারের থেকে বছর দেড়েকের মতো ছোট। রানি মায়াবতীর বাপের বাড়ির দিকের এক নেহাৎ গরীব আত্মীয়ের একপাল ছেলেমেয়ের মধ্যে থেকে একটাকে চেয়ে নেন, "আমায় দে, আমার কাছে রাজ আদরে থাকবে" বলে। তাছাড়া তার বাপকে ভাঙা বাড়ি সারাতে বেশ কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। ছেলেটা দেখতে চাঁদের মতো ফুটফুটে বলেই, মায়া দয়াটা বেশি উথলে ছিল বোধহয়। ....তা কথা রেখেছিলেন, নিজের নাতির সঙ্গে সমান করে রাজ আদরেই রেখেছিলেন। একরকম খাওয়াদাওয়া একরকম জামা পোষাক, বিছানা, খেলনা। ....কে বলবে নিজের নাতি নয়। ....কিন্তু হলে কী হবে? হাড় দুঃখী ঘরের ছেলে, এত পেয়ে হয়ে উঠল বেয়াড়া। ....লেখাপড়ার দিক দিয়ে যেতে চায় না, দাসদাসীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, আর যার 'খেলুড়ি' করে আনা, তাকে রীতিমত হিংসে করে। দাদার যাতে অসুবিধে হয়, দাদার যাতে জ্বালাতন হয়, সেটাই যেন তার আমোদ। ....কাজেই রাজকুমার তাকে এড়িয়ে যেতে চাইতেন। অথচ রানি মায়াবতী তাকে চোখের মণি করে বসে আছেন। সত্যি নাতির তো বাপ না থাকলেও একটা মা আছে সেটা নিজের নয়। কিন্তু এই পাতানো নাতিটি তো সবটা নিজের। তাছাড়া বাপের বাড়ির দিকের। সে একটা আলাদা টান।

....দিনে দিনে ছেলেটা যতো দূর নয় ততো দূর মেজাজি হয়ে ওঠে, যা ইচ্ছে তাই করে। ....রানি মায়াবতী তাকে আগলে বেড়ান। ....কিন্তু একদিন করে বসল একটা কাণ্ড! কি জন্যে যেন একজন দাসীর ওপর রেগে গিয়ে তার কোলের কচি ছেলেটাকে ছুঁড়ে মারল একটা ভারী ফুলদানী! .... ফলে যা হবার তাই হল। ....দশ বছরের একটা ছেলে হয়ে পড়ল খুনের আসামী।

....পুলিশ কেস হলেই তো সর্বনাশ! স্বামী নেই, ছেলে নেই, ভরসার

মধ্যে এই দেওয়ানজী! ....জীবেন্দ্রর বাবা হারীন্দ্রনারায়ণের একান্ত প্রিয়পাত্র। রানি মায়াবতীর ছেলের মতো! তো এই দেওয়ানজীর সাহায্যেই রানি মায়াবতী খুনী আসামীটাকে রাতারাতি তার মা বাপের কাছে গ্রামের বাড়িতে পাচার করে দিলেন। এবং তার মা বাপকে জানিয়ে দিলেন ছেলে যেন জীবনে এ মুখো না হয়। এলেই পুলিশ কেসে পড়তে পারে।

ওদিকে সেই দাসীকে তার সমগ্র ফ্যামিলিশুদ্ধু অনেক টাকা দিয়ে তার দেশে চালান করে দেওয়া হয়েছিল, জমিজমা কিনে চাষবাস করে খাবে বলে। ....তো সে আজ হয়ে গেল প্রায় তিরিশ বছর। জীবনে আর এই রাজবাড়িতে তার নাম কেউ মুখে আনেনি। ....যদিও রানি মায়াবতী শখের আর আদরের বাড়াবাড়িতে ছেলেটার শিবকুমার নামটাকে পাল্টে নাম দিয়েছিলেন শিবেন্দ্রনারায়ণ।

কাহিনীটি বলে নিয়ে দেওয়ানজী বিরক্তির সঙ্গে বলেন ওই ছবিটবি গুলোকেও যে কেন তখন নষ্ট করে ফেলা হয়নি কে জানে। ওগুলো দপ্তরে তোলার আগে, ওই বদ ছেলেটার ছবিগুলো বার করে দিতে হবে। ....রানি মায়াবতী একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেছিলেন। শেষে পরে অবশ্য বলেছিলেন, "লক্ষ্মীছাড়াটার মা বাপের কাছে কথা দিয়েছিলাম নিজের নাতির মতো আদরে রাখব, তাই রেখেছিলাম। তা' আমড়া গাছে কি ল্যাংড়া ফলে?"

কিন্তু—

দেওয়ানজী একটু দুঃখের হাসি হেসে বলেন, এখন নাতির বৌয়ের ওপর রাগে ল্যাংড়াকেও আমড়া লাগছিল। ....নাতির সঙ্গে প্রায়ই বচসা হচ্ছিল। আসলে ওঁদের প্রায় শতবর্ষ আগের দৃষ্টিভঙ্গী, আর এঁদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী। আর রানি বিদ্যুৎলতাও তো নিজের ধরন বদলাতে রাজি হচ্ছেন না। আমি তো ইসারায় ইঙ্গিতে বলেওছি কত সময়, রানিমা আর কতদিন? উনি বিদায় নিলে না হয় ওইসব বস্তির ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইস্কুল করবেন। তো সেকথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, কে বলতে পারে আরও বিশ বছর পৃথিবীতে টিকে থাকবেন কি না। এই সব সংঘর্ষের সময় রানিমার অন্তর্ধান। বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে।

উনি চলে যেতে, ট্যাপা বলে, এম· কে· রাজা সম্পর্কে তোর কি মনে হচ্ছে বল তো? আমাদের যেন এড়িয়ে চলতে চাইছেন। আজই আবার শরীর বিশেষ খারাপ হল?

সেই তো ভাবছি।

ভেতরে গোলমাল আছে বাবা!

সে তো আছেই। না হলে এমন একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে? ....জেরা করবারও তো লোক মিলছে না। দেখি যদি বিন্দুবাসিনী আসেন। আজ সন্ধ্যেটা মাঠে মারা যাচ্ছে।

নেহাৎ মাঠে মারা গেল না। বিন্দুবাসিনীর কাছে অনেক তথ্য!

প্রথমটা তো সে ভয়েই অস্থির। এরা গলায় মধু ঢেলে বলল, মাসি ভয় খাচ্ছ কেন? আমরা তো আর পুলিশের লোক নই। তোমাদেরই ঘরের ছেলের মতো দুটো ছেলে। শখের গোয়েন্দাগিরি। তো তোমার ঠাকুর দেবতার নাম টাম করে বলতো, যা জিগ্যেস করব তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে? ভয় খেয়ে কিছু চাপবে না? দ্যাখো—আমরা তো রানিমার খোঁজ তল্লাস করব বলে জাহির করেছি, তো তোমাদের সাহায্য টাহায্য না পেলে কি করে হবে মাসি?

একে মাসি ডাক তায় এমন মিষ্টি কথা। এতেও গলে যাবে না বিন্দু? গলে গিয়েই গলগলিয়ে কথা বেরিয়ে আসে।

আচ্ছা মাসি বলতো, নাতি ঠাকুমার সম্পর্ক কেমন ছিল?

সে আর কি বলব বাবা, আগে তো দেখেছি দুজনাই দুজনার প্রাণতুল্য। কিন্তু ইদানীং ওই বৌ বৌ করে অশান্তি। বৌ কেন ছোটলোকদের ছেলেপুলে নিয়ে মাখামাখি করে? বৌয়ের পরামর্শে ছেলেকে কেন বাড়িছাড়া করে বোর্ডিং ইস্কুলে দিয়ে রেখেছিস? এইসব।

···তা বলে নাতির কিছু ভালবাসার অভাব নাই। রাতদিন খবর নিচ্ছে, 'মহারানি কেমন আছেন? মহারানি ঠিকমতো খাচ্ছেন কিনা।' ....সদাই সজাগ।

'মহারানি' বলেন বুঝি?

হ্যাঁ ঠাকুমাকে ওই আদরের ডাক। তো এমন হুঁশ, এই ক'দিন আগে একদিন রাতে হঠাৎ বুড়ির—ইয়ে রানিমায়ের কাসির শব্দে ঘুম ভেঙেই টের পেলুম, রানিমার ঘরে ছিগারেটের গন্ধ। সর্বনাশ। এ তো রাজাবাবুর গন্ধ। ....আমি পাশের ঘর থেকে কাসির শব্দ টের পাইনি,

আর উনি দুতলা থেকে উঠে এসেছে। ভয়ে বুক ধড়ফড়। লজ্জায় মাথা কাটা। তাড়াতাড়ি উঁকি মেরে দেখি কি যেন একটা ওষুদ খাইয়ে দিল। ভয়ে কাঠ হয়ে চক্ষু বুজে বসে আছি এই বুঝি বকা দেয়, এত ঘুম কেন? তা কিছু করল না। চোখ খুলে উঁকি মেরে দেখি ঘরে নাই। তো তখনও ঘরে ছিগারেটের গন্ধ ভাসছে।

খুব সিগারেট খান বুঝি রাজাবাবু?

খায় বোধহয়। তবে রানিমার ঘরে বসে কখনও খেতে দেখি নাই।

সেই রাতে বোধহয় খেয়েছিল।

তা তুমি পাশের ঘরে কেন? রানিমার ঘরে নয় কেন?

সে কথা আর বোলো না বাবারা। আমার না কী নাক ডাকে, তাতে ওনার ঘুম হয় না। আচ্ছা বলোতো বাবা, আমার নাক ডাকলো, আমি জানলুম না, উনির ঘুম ভাঙলো? তো কি আর বলব?

তা একা তুমিই বা কেন? নার্স দেখে না রাত্রে কাসি হল কি কিছু হল?

নার্স দিদি? ও বাবা উনি তো এক রাজরানি। রাত জাগা ওনার পোষায় না। শুধু ওষুদ খাওয়ানো আর জ্বরকাঠি মুখে ঢুকিয়ে জ্বর দ্যাখা ছাড়া কিছুটি করেন না উনি।

বাঃ। তেমন লোককে রাখা কেন? বদলালেই তো হয়।

ও বাবা। উনি হল গিয়ে ছোট মেনেজারবাবুর কোন এক বন্ধুর পরিবার। ওনাকে কে ছাড়াবে?

ছোট ম্যানেজারবাবু বুঝি খুব রাগী?

রাগী? রাগী তো বটেই, আবার সিয়েনের ধাড়ি। প্রেকাশ করে ফেলো না বাবা, একথা বলেছি। তাহলে উনি আমার গর্দান নেবে।

না না। কোনও কিছু প্রকাশ হবে না। এবার বলোতো মাসি, সেই হারিয়ে যাবার দিনটিতে ঠিক কী হয়েছিল। তোমার কথার সঙ্গে তোমাদের ওই মিশিরজীর কথা তো মিলছে না।

বিন্দুবাসিনী ভয়ের মুখ করে গলার স্বর নামিয়ে বলে, সত্যিকথা কই বাবা, মিশিরজী যেটা বলেছে, সেটাই ঠিক। আমার না ভয়ে ভয়ে মাথা গুলিয়ে গেছলো। ....আস্ত মানুষটাকে চেয়ারে বোস করিয়ে রেখে শুধু নীচের তলায় নেমে বাটি গেলাসটা দিয়ে এসেছি, এসে দেখি মানুষটা হাওয়া। আর যে মানুষ নিজে কিছু করতে পারে না...

ট্যাপা বলে ওঠে, তো সেই চেয়ারটা কোথায়? দেখলুম না তো।

বিন্দুবাসিনী হঠাৎ ডুকরে উঠে বলে, চেয়ারখানাও তো তদবধি হওয়া।

তাই!

তাই তো। আর একটা কথা—বলতে আমার গা কাঁপছে বাবা, নীচতলায় থেকে এসে তো দেখলুম, চেয়ার শুদ্ধু মানুষটা উবে গেছে।

কিন্তু ঘরের হাওয়ায় রাজাবাবুর ছিগ্রেটের গন্ধ ছড়াচ্ছে। সর্বদা তো খায় না, তবে গায়ে যেন গন্ধটা লেগে থাকে।

আবার বলে, তা' বিড়িও তো তাই। ছোট মেনেজারবাবু চলে ফেরে বাতাসে বিঁড়ি বিঁড়ি গন্ধ ঘোরে। এবার যাই?

আচ্ছা যাও। মিশিরজীকে বোলো, কাজ সারা হলে যেন—

এম· কে· তোর একবার গায়ে কাঁটা দিল না?

কখন বল?

ওই যে যখন বলল এসে দেখে চেয়ার শুদ্ধু রানিমা হাওয়া, আর ঘরের হাওয়ায় রাজাবাবুর গায়ের গন্ধ।

ঠিক তাই।

এখন কি ভাবে এগোনো হবে বল?

দেখি। সবে তো একজনের মুখ খোলাতে পারা গেছে।

আর একজন এলো বটে মুখ খুলতে, তবে তার সাফ সাফ জবাব। 'মিশিরঠাকুর' দু'বার দু'কথা বলবে না বাবু! যা বলেছে তাই বলবে। বিন্দু মিশিরকে বাটি গিলাস দিয়ে চলে গেল। আর মিশির রানিমার জল আর ক্ষীর নিয়ে গিয়ে দেখল কি রানিমা নাই। ব্যস আর কোনও কথা জানে না মিশির।

কিন্তু এটাতো জানে, রানিমা কেমন লোক? রাজাবাবু কেমন লোক।

বাবু। মিশির হচ্ছে নোকর! পনচাস সাল ষাট সাল মিশির এ বাড়ির ভাত খাচ্ছে।

আচ্ছা বেশ। তাহলে ওকথা থাক। কিন্তু বলো তো তুমি কি কখনও দেখেছো কাউকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?

মিশিরজী গম্ভীর ভাবে বলে, মিশির ভূত ভি দেখেনি ভগোয়ান ভি দেখেনি, দেখেছে শুধু মানুষ। তো মানুষ ভি সোব পারে।

ব্যস। আর কোনও কথা নয়। আরও অনেক রোটি বানাতে বাকি আছে মিশিরের।

এম· কে·! লোকটা কি ওস্তাদ রে?

তাই দেখলাম। তবে একটা 'মানুষ' বটে।

তোর খাতা কি বলে টি· সি·?

এখনও কিছু বলছে না! আসল চাঁইকে দেখা হোক আগে।

পরদিন সকালে এরা দেওয়ানজীকে জিগ্যেস করল, রাজাবাবুর শরীর কেমন?

ভাল কিছু নয়। তবে আজ বেলা সাড়ে নটার সময় আপনাদের ডেকেছেন।

ধন্যবাদ!

শুনুন, বলছি কি রাজাবাবু খুবই মনমরা হয়ে রয়েছেন,—

সেটাই তো স্বাভাবিক —

তাই বলছি যে, মানে বেশি কিছু জেরা টেরা করবেন না তো?

ট্যাপা মদনাকে এবং মদনা ট্যাপাকে অলক্ষ্যে এক একটা সূক্ষ্ম চিমটি কাটে।

তার মানেটা হতে পারে, দ্যাখ, কী স্নেহ! একেবারে বাৎসল্য বৎ!

এম· কে· বলে, দেখুন, আমরা তুচ্ছ প্রাণী, রাজা বাদশাদের কাছাকাছি আসার সুযোগ টুযোগ নেই, ওঁদের পক্ষে কোনটা বেশি হয়ে পড়বে, তা ঠিক জানি না। তবে কেসটা যখন হাতে দিয়েছেন, তখন তার স্বার্থে যেটা দরকার সেটা তো করতেই হবে।

দেওয়ানজী মলিনভাবে বলেন, তা তো বটেই।

সেই চাবির বিষয়টা আপনি একটু বলবেন।

কোন চাবি?

সেই যে রানিমার ঘরের বড় বড় দেয়াল আলমারির।

ওঃ। হ্যাঁ। আচ্ছা বলব। তবে এই কেস-এর সঙ্গে ওর আর কি যোগ? আপনারা রেডি থাকবেন। ঠিক সাড়ে নটার সময়।

উনি কী শুয়েই থাকেন?

তা ঠিক নয়। বসেন। তবে বেশিক্ষণ বসে থাকলেই টায়ার্ড বোধ

করেন।

অর্থাৎ জানান দেওয়া, বেশিক্ষণ জ্বালাতন করবেন না ওঁকে।

দেওয়ানজী চলে যেতেই টি· সি· বলে ওঠে, লোকটার কি অন্ধ স্নেহ। এদিকে নিজেই গোয়েন্দা ডেকে আনলি, অথচ 'খোকাবাবুকে' জেরা করে জ্বালাতন করার ভয়ে—

আমার মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের নিজের মনের মধ্যেও বোধহয় এখন সন্দেহ ঢুকে বসেছে। অবস্থা এখন সেই যে কি বলে, সাপের ছুঁচো গেলা, তাই হয়েছে।

এম· কে· আমরা কী সাকসেস হব?

'নিশ্চয় হব' এই মনোভাব নিয়েই কাজে হাত দিতে হয় টি· সি·।

একটু পরে পঞ্চু এসে ডাক দেয়, চলেন রাজাবাবুর কাছে।

সেটা কোথায়?

কোথায় আবার! এই দোতলাতেই। চৌবাচ্চার আর একটা পাড়। দক্ষিণ পাড়ের দশখানা ঘর নিয়ে রাজাবাবুর মহল।

এইখানে আসতে এত তোড়জোড়, এত অ্যাপয়েন্টমেন্ট! একেই বলে রাজ কায়দা!

দরজায় দরজায় ভারী ভারী পর্দা ঝোলানো। পঞ্চু একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়, দরজায় ঝোলানো একটা ঘন্টা বাজিয়ে দেয়, পর্দা সরিয়ে এদের ঠেলে দেয়।

....মস্ত ঘর মস্ত মস্ত সোফা সেটি চেয়ার টেবিল। মাঝখানের বড় একটা টেবিলের ধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন যিনি যদিও সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরা, তবু বুঝতে দেরি হয় না ইনিই রাজাবাবু।

সমস্ত পরিবেশের দিকে একবার চোখ ফেলে যুগল রত্ন টিকটিকি, আর সঙ্গে সঙ্গে দুজনের গায়েই কাঁটা দিয়ে ওঠে। রাজাবাবুর টেবিলে, কিছু কাগজপত্র, একটা পাথরের পেপার ওয়েট আর তার পাশে একটা সিগারেটের বাক্স। ....'ফাইভ ফিফটি ফাইভ' ব্র্যাণ্ড।

টি· সি· ঠিক করেছে, এখানে ও কিছুতেই কথা বলবে না। বলেও রেখেছে এম· কে·-কে। প্রথম কথাটা তাই সেই বলে, আপনার অসুস্থতার সময় বিরক্ত করতে আসার জন্যে দুঃখিত।

না না ঠিক আছে। কাজটা তো আমাদের, আমারই।

বেশি সময় নেব না। আচ্ছা বলুন তো, বাড়িতে হঠাৎ এরকম একটা ঘটনা ঘটল, অথচ পুলিশে কোনও খবর দিলেন না?

দেখুন, পুলিশে খবর দিলেই তো হৈ চৈ। পারিবারিক সম্ভ্রমের কথা ভেবেই—

কিন্তু তাতেই কি লোক জানাজানি আটকাল? সে যাক্,এখন ধরুন, রানি মায়াবতীর সন্ধান মিলল, অপহরণকারীকে শনাক্ত করা হল, তাকে অ্যারেস্ট করবে কে? প্রাইভেট ডিটেকটিভের তো সে ক্ষমতা নেই।

বলছেন, পুলিশে জানাব?

আমরা কি বলব? আপনার বিবেচনার ওপর আমাদের কি কথা। তবে, কিছু মনে করবেন না, এই নিষ্ক্রিয়তায় লোকের মনে নানা সন্দেহ আসতে পারে কিনা?

রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণের আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা এবং শান্ত ভাবের সামনে এসে ট্যাপার তো ভয়ই করছিল। মুখের ওপর কথাটা বলল, এম· কে·?

কিন্তু রাজাবাবু তাতে অপমানে উত্তেজিত হলেন না, শুধু একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললেন, জানি। এসেওছে। আমিই আমার পিতামহী রানি মায়াবতীকে কিড্ন্যাপ করিয়েছি, এই তো?

এসেছে, তা জানতাম না। তবে হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। একদম নিশ্ছিদ্র ঘর থেকে আস্ত একটা মানুষ পাঁচ মিনিটের মধ্যে উপে গেলেন, এর ব্যাখ্যা খুঁজতে সত্যিই তো আর ভূতের কাছে যাওয়া যায় না? সে যাক, আপনার কারও ওপর সন্দেহ হয়?

রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণ আস্তে মাথা নাড়েন।

ঘটনার কিছু আগে আপনি কি রানিমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

না। ওটা আমার যাবার সময় নয়।

রানিমার ছাদের বাগানের মালিদের আপনি বিশ্বাস করেন?

মালিদের? আপনারা মালিদের কথাও ভাবছেন?

আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ভাবতে হয়।

তাহলে বলতেই হয় ওদের আমি ভগবানের থেকেও বিশ্বাস করি। আমার এখানের প্রতিটি কর্মচারীই বিশ্বাসী।

কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। আচ্ছা আপনাকে আর বেশিক্ষণ কষ্ট দেব না।

কাছাকাছি আর একটা চেয়ারে নিথর পাথর হয়ে বসে রয়েছেন দেওয়ানজী, তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে এম· কে· দেওয়ানজী আমাদের সেই অকারণ কৌতূহলের আবদারটি জানিয়েছিলেন রাজাবাবুকে?

আবদার?

কি সেটা?

আর কিছু নয়, সেই চাবি। দেওয়ানজী গলার স্বর নামিয়ে কিছু একটা বলেন। শুনে রাজাবাবু একটু হেসে ফেলেন, আপত্তির কিছু নেই। তবে আপনাদের কি মনে হচ্ছে, রানিমা, বাচ্চাদের মতো লুকোচুরি খেলতে ওদের কারও মধ্যে ঢুকে আছেন?

'অসম্ভব' সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে না দেওয়াই আমাদের নিয়ম। দেওয়ানজী, আপনি জানেন না চাবি কোথায় থাকে?

দেওয়ানজী মাথা নাড়েন।

'চাবি ঘরের' মধ্যে নেই?

চাবি ঘর?

হ্যাঁ চাবি ঘর। দেখেননি কোনওদিন? আশ্চর্য তো। ওই তো কোনদিকের যেন একটা দেয়ালে ছোট্ট একটা কুলুঙ্গির মধ্যে মহারানির যে একখানা ঠাকুর বসানো আছে, তার নীচের একটা ডালা তুললেই চাবি ঘর? ছেলেবেলায় আমরা চুপিচুপি টাকা লুকনো খেলতাম—

ট্যাপা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ফস করে বলে ওঠে, আম-'রা' মানে?

রাজাবাবু একটু থমমত খেয়ে বলেন ইয়ে বাড়িতে আরও যে সব ছোট ছেলেরা থাকত, তারাই আর কি!

ও!

আচ্ছা আপনাকে আর বিরক্ত করব না। নমস্কার।

আচ্ছা—বলে বিরতির রেখা টানতে রাজাবাবু সিগারেটের প্যাকেটের বাক্সর দিকে হাত বাড়াল, আর ট্যাপার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপে পাপী হয়। বলে ওঠে এন্‌তার সিগারেট খান বুঝি?

রাজাবাবু এই আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠে বলেন, কেন?

না! সবাই বলে কিনা বেশি সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়।

জীবেন্দ্রনারায়ণ সকৌতুকে বলেন, এই বালক দুটিকে কোথায় পেলেন দেওয়ানজী?

এম· কে·, টি· সি·-র দিকে ভস্ম করে ফেলার দৃষ্টিতে তাকায়।
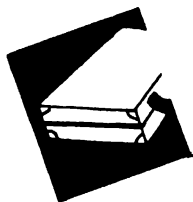
ঘরে ফিরে এম· কে· হতাশভাবে বলে, ইচ্ছে করে বোকা সেজে হেয় হোস কেন টি· সি·?

টি· সি· অবিচলিত গলায় বলে, অন্যকে বোকা বানাতে।

কি? কথাটা কি হল?

কি আর? এক পক্ষকে 'নীরেট' বলে মনে করলে, অপর পক্ষ দিব্যি নিশ্চিন্দি থাকে।

ট্যাপা! ট্যাপারে!

এম· কে· ট্যাপার দিকে হাত বাড়ায়।

কিছুক্ষণ পরে পঞ্চু আসে। বলে, ছোট মেনেজারবাবু আপনাদের ডাকতেছে।

এম· কে· আর টি· সি· পরস্পরের দিকে তাকায়।

টি· সি· তখন তার ডায়েরি খাতায় আজকের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখছে। বলে, তুই যা, ততক্ষণ আমি একটু পরে যাচ্ছি।

কি এত লিখছিস হিজিবিজি? বলে এম· কে· ওর কলমটা কেড়ে নিয়েই ফেরৎ দিয়ে বলে, আচ্ছা লেখ। আসিস পরে।

কিন্তু একটু পরে নীচে নেমে গিয়ে টি· সি· কি দেখতে পেল এম· কে·-কে?

ছোট ম্যানেজারবাবু বললেন, আপনার তিনি তো আমার কথায় কান না দিয়েই বললেন, মাপ করবেন পরে আসছি, একটু বাথরুমে

যাচ্ছি বলে ওই বাগান ধারে নেমে গেলেন। আর এলেন না।

আর এলেন না? বলছেন কি?

এলে কি আমি তাঁকে খেয়ে ফেলেছি মশাই? আপনি আচ্ছা তো? প্রায় খেঁকিয়েই ওঠেন।

টি· সি· বলে, তা' ডেকেছিলেন কেন?

কেন আর? রাজাবাবুর সঙ্গে কি কথাবার্তা হল, কেমন দেখলেন তাঁকে, এই সব একটু জানতে। বলুন না একটু শুনি।

কিন্তু টি· সি·-র এখন ওই আবদার রাখার অবস্থা?

টি· সি·-কে খুঁজতে হবে না তার পার্টনার তাকে না বলে, হঠাৎ এমন হাওয়া হয়ে গেল!

সারা বাড়িতে সব্বাইকে জিগ্যেস করে বেড়ায় টি· সি· কোথাও কারও সঙ্গে কোনও কথা কয়েছে কিনা তার পার্টনারটি।

নাঃ। এখানে, নীচের মহলে, কেউ তাকে সকাল থেকে দেখেইনি।

দারোয়ান?

নাঃ।

আবার ফিরে এলো সেই ছোট ম্যানেজারবাবুর দেখিয়ে দেওয়া বাগানের দিকে। সঙ্গে পঞ্চু। কোথাও নেই। শুধু দেখতে পায় সেই বোবা কালাটা বাগানের ঘাস ছিঁড়ছে। ....কিন্তু পঞ্চু বলেছে, ও বোবা কালা নয়, শুধু তোৎলা।

তাই তাকে জেরা।

এই অন্য বাবুটা কোন দিকে গেছে দেখেছিস?

আ-আ-আমি কি জা-জানি।

জানতেটা বলেছে কে তোকে? দেখেছিস কি না?

সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে চোখ মুখের কি একটা ইসারা করল পঞ্চুর দিকে।

পঞ্চু নীচু গলায় বলে, বলছে, আপনাদের সঙ্গে বেশি কথা কইলে ছোট মেনেজারবাবু তাকে আস্ত রাখবে না।

তা' টি· সি· তো আর একটা নির্দোষ বেচারির শাস্তির কারণ হতে পারে না?

টি· সি· দেওয়ানজীকে খবরটা জানিয়ে বলে, আমি, একটু বেরিয়ে

দেখি।

দেওয়ানজী হাঁ হাঁ করে ওঠেন। কি জানি হঠাৎ কোথায় কি বিপদে পড়ে গেছে হয়তো, আপনিও আবার? আমি লোকজন দিয়ে সন্ধান করাচ্ছি।

তবে আর কি করবে টি· সি· পাগলের মতো ছটফট করা ছাড়া?

এদিকে রান্নামহলে নিশ্চিত ঘোষণা হয়ে যায়। এও সেই ভূত ছাড়া আর কিছু নয়। তার মানে, এবার রাজবাড়ির সবাইকেই একে একে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ভয়ানক একটা প্রকোপ পড়েছে রাজবাড়ির ওপর।

দিন দুপুরে ভয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে থাকে রান্নাবাড়ির দিকের লোকেরা। মিশিরজী বলে আর সে এই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকবে না। দেশে চলে যাবে।

দেশে? দেশে আবার তোমার কে আছে?

কেউ না থাক ভূতও তো নেই।

দেওয়ানজী কাকে কোথায় পাঠিয়েছিলেন, কিংবা আদৌ কাউকেই পাঠিয়ে ছিলেন কিনা কে জানে। তবে বেলা গড়িয়ে গেলে ঘোষণা করলেন, 'পাওয়া গেল না'।

টি· সি· রাগ দেখিয়ে বলল, চমৎকার। আমি নিজে যাচ্ছি। বলে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

গেল তো গেল। আর এলো না। বিকেলে নয় সন্ধ্যায় নয়, রাত্তিরে নয়, পরদিন নয়। তারপর দিন সকালেও নয়।

এতেও যদি মিশিরজী এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে না চায় তো কিসে যাবে? সে তো স্পষ্টই দেখল, এ ছেলেটাকেও যেন দানোয় ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

রামজীবন রথ অবশ্য খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললেন, ও দেওয়ানজী আসলে ভয় খেয়ে ন্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। খুব ভড়কেছিল তো রানিমাকে খুঁজে বার করে দেব বলে।

শুনে রাজাবাবুও বলেন, তাই সম্ভব। দেখলাম তো নেহাৎই দুটো ফাজিল মার্কা ছোকরা মাত্র।

দেওয়ানজী বললেন, কিন্তু ওদের জিনিসপত্র তো পড়ে!

রামজীবন রথ সেই হাসি হেসে বলেন, জিনিস বলতে তো সেই সুটকেস দুটো? খুলে দেখুন গে, হয়তো দেখবেন ফাঁকা। লোক দেখিয়ে ফেলে গেছে।

দেওয়ানজীর সামনে এত কথা বলার সাহসটা তার এল কী করে?

তবে দেওয়ানজীর যেন ছেলে দুটো নিখোঁজ হওয়ায় তেমন উদ্বেগ নেই।

তারপর? সত্যিই কি ছেলে দুটো হাওয়া হয়ে গেল? আর ফিরে এলো না এই পাথরগুড়ি রাজবাড়িতে?

তাই কি হয়?

এলো বৈকি। এলো—পরদিন বেলা এগারোটা বারোটা নাগাদ।মিশিরজী যখন তার গামছা নিয়ে পুঁটলি বাঁধছে দেশে চলে যাবার তালে। রানিমা উপে যাওয়া পর্যন্তই তো তার এ বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ....এটা একটা নতুন সংযোজন।

কিন্তু গামছা বাঁধাই সার। যাওয়া হ'ল কই? ভূতে দানোয় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ছেলে দুটো যদি এসে পড়ে বলে, "ও মিশিরজী, তোমার রান্নাঘরে কোথায় কি আছে চটপট বার করো। পেটের মধ্যে ইঞ্জিন চলছে। ডন বৈঠক মারছে, বাঘ আঁচড়াচ্ছে!"

তাহলে? কিন্তু তারপর?

তারপর এক চিচিং ফাঁক কাণ্ড! নাটকের মতো বললেই হয়। বেশ কিছু খেয়ে নিয়েই টিকটিকি যুগল বলে চাবি চাই। চাবি।

কিসের চাবি?

বাঃ রানিমার ঘরের সেই দেওয়াল আলমারিগুলোর চাবি। চাবি ঘর না কোথায় যেন আছে। ওরা বলেছিল, দেখেছি বটে, রানিমার বিছানার

মাথার কাছে একটা ছোট্ট কুলুঙ্গীতে শিবঠাকুর না কি গড়াগড়ি খাচ্ছেন। সেখানেই না কি চাবি ঘর।

দেওয়ানজী বলেছেন, কী আশ্চর্য। আমি এতকাল ধরে রোজ এ ঘরে আসছি, দেখিনি।

রাজাবাবুও ছেলে দুটোর আত্মস্থ ভাব দেখে, নার্ভাস ব্রেকডাউন ভুলে, উঠে এসেছেন তিনতলায় রানি মহলে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, ওর মধ্যেই ঠাকুরের নীচের একটা আংটা লাগানো ডালা আছে, একটু চাপ দিলেই খুলে যায়।

কিন্তু অত খাটতে হ'ল না। দেখা গেল রুপোর রিঙে লাগানো একগোছা চাবি, সেই শিব ঠাকুরের নীচেই লেপটে পড়ে আছে। তার মানে সম্প্রতি তাতে হাত পড়েছে। এবং খুব ব্যস্ততার হাত।

চার চারটে বিশাল বিশাল দেওয়াল আলমারি।

এক নম্বরেরটা খুলতেই চোখ ঝলসে গেল। ভেতরটা ঠিক যেন একখানা ছোট্ট ঘর। সেই ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো যত সব শিকারের সরঞ্জাম। বন্দুকের বাক্স, তলওয়ার, ভোজালি, কুকরি, এমন কি তীর ধনুকও। এ নাকি স্থানীয় দেহাতিদের অস্ত্র। তীরের মুখে বিষ মাখিয়ে রাখে।

দ্বিতীয় নম্বরেরটা খুলেও চোখ ট্যারা হবার জোগাড়। বিশাল ওয়ার্ড্রোবের মতো ওই জায়গাটার মধ্যে হ্যাঙারে ঝোলানো, দরবারের পোষাক এখনও ঝকমকে জরি মখমল শল্মার কাজ করা সব পোষাক। কোমরবন্ধটায় সত্যি মুক্তা পাথর বসানো কারুকার্য!

কিন্তু এখন আর বেশি তারিফ করে দেখার সময় কোথা?

না চার নম্বরেরটা পর্যন্ত আর যেতে হল না, তিন নম্বরেরটা খুলতেই সকলেই প্রায় 'আঁক' করে উঠল। তা এ অভিযানে এঁদের সঙ্গে বিন্দুবাসিনীকেও আনা হয়েছিল, সে সর্বদা এ ঘরে থাকতো বলে।

সে তো প্রায় ডুকরেই উঠল।

কিন্তু কি ছিল তিন নম্বরের মধ্যে?

আসলে কিছুই ছিল না। একটি জিনিস বাদে। খোলা মাত্রই মনে হল, যেন একটা ফাঁকা লিফটের ঘর। শুধু তার মাঝখানে বসানো রয়েছে, রানি মায়াবতীর সেই ঐতিহাসিক চাকা দেওয়া বেতের

চেয়ারটি।

বিন্দু ডুকরে ওঠে, এই তো সেই চ্যায়ার গো! এখান থেকেই তা'লে উপে গেছে রানিমা।

কিন্তু শুধু চেয়ারখানা পেলে আর কি হবে? তার মালিক কোথায়?

এম· কে· বলে, সেই তো কথা! মনে হচ্ছে এই পথ দিয়েই তাঁকে পাচার করা হয়েছে।

কিন্তু পথটা কোথায়? দমবন্ধ একটা ছোট্ট ঘর তো শুধু!

এম· কে· বলে, পথ কোথায় সেটা আমি এখনও জানি না। দেখি।

বলে ঢুকে পড়ে সেই লিফটের ঘরের মতো ঘরটার মধ্যে! চেয়ারটা এদিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। আর আলমারির পিছন দেওয়ালটায় কি যেন নিরীক্ষণ করে দেখেই, একটা হ্যাণ্ডেল ধরে চাপ দিয়ে দেওয়ালটাকে সরসরিয়ে সরিয়ে দেয়। সেটা গিয়ে সেঁটে যায় বাড়ির বাইরের দেওয়ালে। দেখা যাচ্ছে পিছন দেওয়ালটা একটা লোহার শিট্-এর।

দৃশ্যটা দেখেই থমকে শিউরে উঠতে হয়। বিশাল একটা হাঁ হাঁ করা ফাঁকা জায়গা। যেখান থেকে একটু পা ফসকে পড়ে গেলেই সরাসরি তিনতলা থেকে নীচে, বাড়ির পিছনের জঙ্গুলে বাগানে।

রাজাবাবু আর দেওয়ানজী দুজনেই শিউরে আর্তনাদ করে ওঠেন, ওঃ। এখান থেকেই তাহলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাঁকে?

টি· সি· আর কতক্ষণ চুপ করে থাকবে? বলে ওঠে, আহা কি ব্রেন! ফেলে দেওয়া হয়েছে! তাহলে এতদিন 'গলিত শবদেহের' গন্ধে পাগল হয়ে যেতে হতো না? ....রানিমাকে মেরে ফেলে কার কী লাভ? ....জ্যান্ত নিয়ে গিয়ে নিজেদের খপ্পরে ফেলতে পারলে তবেই না।

রাজাবাবু হতাশ ভাবে বলেন, 'মুক্তি পণের' দাবির কথা বলছো?

এম· কে· একটু হেসে বলে, কতকটা তাই। তবে মনে হচ্ছে দাবিটা স্বয়ং রানিমার কাছ থেকেই।

এখানে একটা দরজা ছিল, আমিও কোনওদিন জানতাম না। ....কিন্তু কেন ছিল বলুন তো দেওয়ানজী?

কী জানি। রানিমার তো অনেক অদ্ভুত শখ ছিল। হয়তো এও তার একটা। ....সেকালে রাজা রাজড়াদের বাড়ির মধ্যে না কি, বিপদ

আপদের সময় প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে সুড়ঙ্গ পথ থাকত। এও হয়তো সেইরকম।

পালানো কোথায়? এত শূন্যে ঝাঁপ দেবার!

এম· কে· বলে, তাই কি? ছাদে বাগান বানাতে মালি ওঠবার ওই হালকা লোহার মইটা কি মালির জন্যেই বানানো হয়েছিল?

অ্যাঁ! তাই তো। দেওয়ানজী 'হাঁ' হন। ওটা তো বরাবরই আছে।

কোথায় যেন পড়েছিল, এখন কাজে লাগানো হয়েছিল।

রাজাবাবু বলেন, কিন্তু আমার তিন-চার পুরুষের বাড়ি, আমি জানলাম না, আপনারা এতসব জানলেন কি করে?

এম· কে· বলে, নিরীক্ষণ শক্তিটাকে একটু বাড়িয়ে। বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে রানি মহলের এই দেয়ালটার দিকে ভাল করে তাকাতেই রহস্যটা ধরা পড়েছিল।

আপনারা সেই পেছনে গিয়েছিলেন না কী কাঁটাঝোপের মধ্যে?

যাব না? কাঁটা ঝোপ কেন, দরকার হলে আগুনেও ঝাঁপ দিতে হয়। ....দেখতে পেয়েছিলাম, সারা বাড়ির পুরনো দেয়ালে যেমন শ্যাওলার ছোপ পড়েছে, খাঁজে খাঁজে গাছ গজিয়েছে, খানিকটা চৌকো জায়গায় যেন, ঠিক তেমনটি নয়। আসলে ইটের দেওয়ালে পড়া শ্যাওলা, আর লোহার পাতের গায়ে পড়া শ্যাওলায় তো তফাৎ থাকে। ....সেইটা দেখেই সন্দেহ হয়। ....তারপর দেখা গেল ভাঙা ইটপাটকেল সরিয়ে কাঁটা ঝোপ কেটে খানিকটা পথ সাফ করা হয়েছে, যেন গাড়ি ঢোকাবার মতো করে। ....তখনই সন্দেহ হ'ল, এইখান দিয়েই পাচার করা হয়েছে রানিমাকে। ....মাথায় খেলে গেল সেই প্রথমদিন দেখা রানিমার ঘরের দেয়ালের বড় বড় দেয়াল আলমারির দৃশ্য। ....জায়গাটা যেন নীচে ওরই কাছাকাছি। তখনই একফাঁকে দোতলার বারান্দার পিছনের কার্ণিশে ঝোলানো মালির সেই মইটা দেখে নেওয়া গেল। হ্যাঁ ঠিক তাই। মইয়ের পায়ায় তাই মাটি কাদা আর ঘাসের কুচি লেপটে রয়েছে। রাজবাড়ির শান বাঁধানো ভিতর উঠোন থেকে মই লাগানো হয়, মাটি আর ঘাসের কুচি আসবে কোথা থেকে?

কিন্তু ওই সরু সিঁড়ি দিয়ে একটা মানুষকে নামানো সম্ভব?

কেন নয়? বলেছেন তো পাখির মতো হালকা আর ছোট্ট হয়ে গিয়েছিলেন। পাটকরা চাদরের মতো কাঁধে ফেলে নিয়ে নেমে আসতে কতক্ষণ?

তা হতচকিত রাজাবাবুও জেরায় কম যান না।

কিন্তু তিনি চেঁচালেন না?

কি করে চেঁচাবেন? ঘুমের ওষুধ খাওয়া ঝিমোনো একশো বছরের বুড়ো মানুষ চেঁচাতে পারে?

ঘুমের ওষুধ? সেটা আবার কে কখন খাওয়াল? এই বিন্দুবাসিনী তো বলেছে, মহারানির খাবার আনাবার জন্যে তাঁর রুপোর বাটি গেলাসটা নীচে নামিয়ে দিয়ে আসার সময়টুকুর মধ্যেই ঘটে গেছে ঘটনা।

তার আগে বিন্দুমাসিই, খাইয়ে গেছলো।

অ্যাঁ। বিন্দু! অসম্ভব।

অসম্ভব কিসে? মাসি সেদিন রানিমার খাবার আগে তুমি ওঁকে একটা ওষুধ খাওয়াওনি?

বিন্দু সাদা হয়ে যাওয়া মুখে বলে, ওষুধ? আমি? ওষুধ তো নার্সদিদি খাওয়াতো!

হ্যাঁ তা খাওয়াতো। কিন্তু সেদিন? নার্সদিদি ছুটি নিয়ে চলে যাওয়ায় তুমি খাওয়াইনি?

বিন্দু আড়ষ্ট হয়ে বলে, হ্যাঁ! দিদি আমারে বলে গেছলো, খাবার দেবার একটুক আগে এই হজমের বড়িটা খাইয়ে দিও।

কি বড়ি? দেখোতো চিনতে পারো কিনা?

বলে এম· কে· একটা ট্যাবলেটের খালি মোড়ক পকেট থেকে বার করে বাড়িয়ে ধরে, এইটা তো?

সকলেরই পরিচিত জিনিস। একটা 'কাম্পোজ'-এর মোড়ক।

বিন্দু আস্তে মাথা কাৎ করে, হ্যাঁ এইটেই। তো এ কাগজ আপনি এতদিন পরে কোথায় পেলেন?

এম· কে· একটু হাসে, হ্যাঁ এতদিন পরে ঠিকই। তবে এর মধ্যে কি ওই ঘরটা তেমন ভাবে সাফ করা হয়েছিল?

বিন্দু স্বীকার করে, তেমন ভাবে কিছুই হয়নি। ভয়ে ও ঘরে আর উঁকি মারেনি বিন্দু।

এম· কে· বলে, সেই প্রথম দিনই ও ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকা এটাকে দেখতে পাই আমরা। আর দেখেই ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করতে থাকি। ....তাছাড়া সেদিন ছাদের বাগান দেখতে গিয়ে একটা টবের আড়ালে এই চিরকুটটা দেখতে পাই। দেওয়ানজী দেখুন তো—এ হাতের লেখা কার? চিনতে পারেন কি না!

দেওয়ানজী বুক পকেট থেকে চশমা বার করে পড়েন, 'দশ মিনিটের মধ্যেই কাজ সাফাই করে ফেলতে হবে।' পড়ে আস্তে বলেন, 'মনে হচ্ছে, নার্স মিসেস ভঞ্জুর। মাঝে মাঝে ওষুধপত্রের বিল-এর সঙ্গে টাকা চেয়ে পাঠাতেন। এই হাতের লেখাই।

হ্যাঁ তাঁরই। আর তিনিই হচ্ছেন ষড়যন্ত্রের এক প্রধান নায়িকা। ....আসলে তিনি নার্সও নয়, মিসেস ভঞ্জুও নয়। সবটাই ছদ্ম ব্যাপার।

নার্স নয়!!

না। ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু ছোট ম্যানেজারবাবু তাঁকে নার্স পরিচয়ে রাজবাড়িতে এনে ঢুকিয়েছিলেন, সর্বদা মূল আসামির সঙ্গে খবর সাপ্লাই দিয়ে যোগাযোগ রাখতে।

ছোট ম্যানেজার—মানে রামজীবনবাবু?

হ্যাঁ। রামজীবন রথ। তাঁর রথের চাকাটি বেশ গড়গড়িয়েই চালিয়ে চলেছিলেন তিনি। তবে বেশি চালাকি করতে গিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসে নিজের জালেই নিজে আটকা পড়ে গেলেন। ....ভেবেছিলেন, দেওয়ানজী যখন খবরটা লোক জানাজানি করতে বারণ করছেন তখন হয়তো ওঁর এতে কিছু স্বার্থ আছে। তাই লোক জানাজানি করে বসলেন। আর সেই সূত্রেই এই 'বালক' দুটোর আবির্ভাব।

রাজাবাবু ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলেন, আমার কথা আমি উইথড্র করে নিচ্ছি। কিন্তু আসলে রানি মায়াবতী এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কে 'কী' উদ্দেশ্যে নিযে গেছে জানতে না পারা পর্যন্ত—

আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, 'আছেন'! ছদ্মনামী মিসেস ভঞ্জর শহরতলির বাসায়, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর জানা নেই, তবে বেঁচে আছেন। আর—তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আগেই বলেছি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে। তবে সেটা তাঁর কাছ থেকেই।

কিন্তু আসল আসামিটা কে?

কেন, আপনাদের রাজবাড়ির পারিবারিক অ্যালবামে সযত্নে সমাদরে যাঁর দশ বিশখানি ছবি রাখা আছে। স্বয়ং রানি মায়াবতীর কোলের কাছে, স্বর্গীয়া রাজমাতার পাশে এই রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে। এক বেশভূষায় সাজিয়ে। ছেলেবেলায় রাজবাড়িতে প্রতিপালিত সেই 'মাথাভাঙার' সরকার বাড়ির ছেলে, শিবপদ সরকার, ওরফে 'শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহরায়'।

রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণ স্তম্ভিত হয়ে বলেন, সে এখনও বেঁচে বেঁচে আছে? মানে তাকে কোথায়—

বেঁচে নেই? দারুণ ভাবে বেঁচে আছেন। জলপাইগুড়ির একটা ছোট চা বাগানের তিনি অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার। ....তবে নিজেকে 'পাথরগুড়ির রাজবাড়ির ছেলে শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহরায়' বলে পরিচয়

দেন। সাজসজ্জা চালচলন সবই রাজকীয়। হরদম সিগারেট খান, এবং সে সিগারেট আপনার ব্র্যাণ্ডের। ....মনে হয় সাপ্লায়ার ওই 'রথ' মশাই।

ওর সঙ্গে—মানে ইয়ে—

মাপ করবেন রাজাবাবু। ওঁর সঙ্গেই তো কারবার। ওঁকে হাত করেই তো শিবেন্দ্রনারায়ণ এতদূর এগোতে পেরেছেন। এরকম নিঘিন্নে চরিত্রের লোককে যে আপনারা কি করে এতকাল পুষে এসেছেন। ওর নিজের রানি মহলে প্রবেশের পারমিশান নেই বলে, এনে হাজির করেছিলেন ওই নার্স মিসেস ভঞ্জকে। আসলে যিনি মিসেস শিবপদ সরকার।

অ্যাঁ। এসব কী বলে চলেছ হে? গোয়েন্দা গল্প বানিয়ে চলেছ যে।

ট্যাঁপা আর চুপ থাকে? বলে উঠবে না, ঠিক আছে। বানানো গল্প তো? তাহলে আমাদের বিদায় দিন।

'না না সে কি?' বলে রাজাবাবু তাড়াতাড়ি নম্রতা দেখিয়ে তার গোঁসা ভাঙান।

এম· কে· বলে, তো আসলে একটা গল্পেরই মতো। একদা রাজবাড়িতে প্রতিপালিত ওই শিবপদ সরকার দশ বারো বছর বয়সে একটা মারাত্মক কাণ্ড করে বসে যে রাজবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়, সেটা আমার দেওয়ানজীর কাছ থেকেই শোনা। তারপর খবর নিয়ে জানলাম নিজের বাড়ি থেকেও উনি অনেককালই বিতাড়িত। অতঃপর নিজে নিজেই 'মনের মতো' একটি বিয়ে করে, দুজনে নানা ভাবে, আর নানা নামে জালিয়াতি কারবার করে বেড়ান। এই নর্থ বেঙ্গলে ওর অনেক কীর্তি আছে। আছে কলকাতাতেও।

সম্প্রতি আবার মাথায় এসেছে এখানে খেল দেখাবার। আসলে ছেলেবেলায় রানিমার আদরের গোপাল হয়ে এখানে থাকার ফলে রাজবাড়ির অন্ধিসন্ধি সব জানা তো। হঠাৎই রথ মশাইয়ের সঙ্গে শুভ যোগাযোগে অ্যাক্‌শানে নেমে পড়েছেন। ....ওঁর উকিলের কাছে প্রতিপন্ন করেছেন উনি রানি মায়াবতীর 'দত্তক পুত্র'। এক সময় রানিমার ওপর অভিমান করে চলে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে আসায় রানিমা কৃতার্থ। তো এখন তিনি আপন পৌত্র রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণের প্রতি বিশেষ বিরূপ হওয়ায়, ওই দত্তক পুত্রটিকেই সমস্ত সম্পত্তি লিখে

দিতে ইচ্ছুক। তাই রানিমা কোনওমতে নার্স টার্সের সাহায্যে দত্তকপুত্রের বাড়িতে পালিয়ে এসে রয়েছেন। উইল সমাধা করে ফিরবেন।

রাজাবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, এ যে সমুদ্র চুরির তুল্য।

দেওয়ানজী নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, এ যে মিস্টার ব্লেকের গল্পের অধিক।

বেচারি দেওয়ানজীর সেই কোন অতীতে পুরনো লাইব্রেরীর স্টক থেকে পড়া—গোয়েন্দা গল্পের দৌড় মিস্টার ব্লেক পর্যন্তই।

কিন্তু এই সন্ধান জোগাড় করে ফেলার বিরাট পর্ব সমাধার কাহিনীটা কি?

এম· কে· বলে, সে তো এখন বলতে গেলে মহাভারত। তবে ছোট ছোট ব্যাপার থেকেই সূত্র আবিষ্কার হয়। ....যেমন এই সামান্য কাম্পোজের খোসাটা, বা মিসেস ভঞ্জুর হাতের এক লাইন লেখাটা। ....তবে আবার বড়ও কিছু লাগে। হাতাতে হয়। যেমন ছোট ম্যানেজারবাবুর হিসেবের খাতা বা রোজ নামচার খাতাটা।

অ্যাঁ সেসব আপনি?

কি করব বলুন? উপায় কি? গোয়েন্দাকে একরকম 'চোরের রাজা'ও বলা চলে। ....উনি নিশ্চিন্ত আছেন, ওঁর নিজের অফিস ঘরের ড্রয়ারের মধ্যে চাবিবন্ধ করা আছে। ....কিন্তু সাতকালের পুরনো ড্রয়ারের নীচের তক্তাখানা যদি—আলগা হয়ে ঝুলতে দেখা যায়। লোভ সামলানো যায়? বলুন, বিশেষ করে উনিই যখন নাটের গুরু। ....তো তা থেকে খানিকটাই লাভবান হওয়া গেছে।

কিন্তু মিসেস ভঞ্জুর শহরতলির বাড়িটা আবিষ্কার করলেন কি করে?

সেটা অনেকটা ভাগ্যের দান। আসলে উনি নার্স পরিচয়ে রাজ-হাসপাতালের সঙ্গে তো একটা যোগাযোগ রাখতেন, কাজেই আসা যাওয়ার কাণ্ডারী সাইকেল রিক্সারা। তাদেরই একজনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে, 'ফর্সা নার্স দিদির' বাড়িতে নিয়ে যেতে বললাম, ভীষণ দরকার বলে।

ফর্সা জানলেন কি করে? দেখেননি তো?

সেটা বিন্দু মাসির কথার ফাঁক থেকে। 'রং তো ফর্সা তবু সর্বদা

পাউডার মাখা' এইরকম একটা কিছু বলেছিল। আসলে—গোয়েন্দাদের কাজই হচ্ছে, যখন যা দেখবে শুনবে মনে গেঁথে নেবে, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে।

কিন্তু শুধু সন্ধান পেলেই তো হবে না। সেই খর্পর থেকে তাঁকে উদ্ধার করে আনার কি পথ?

ট্যাপা বলে ওঠে, সে তো বলেই দিয়েছি আগে। প্রাইভেট গোয়েন্দারা যতোই ক্যাপাসিটি দেখাক আর আসামির সন্ধান করে ফেলুক তাকে অ্যারেস্ট করবার ক্ষমতা তাদের নেই। তার জন্যে পুলিশী ব্যবস্থা ছাড়া গতি নেই। তবে আপনি রাজা মানুষ। একজন এম· এল· এ· আপনার কি আর কোনও প্রবলেম হবে?

কিন্তু এই তিনদিনের মধ্যে এত খবর তোমরা জোগাড় করলে কি করে বাবা? বলেছিলে—'ক'দিনের জন্যে আমরা একটু হারিয়ে যাচ্ছি'....

দেওয়ানজীর এই বিগলিত প্রশ্নে এরা বলে, চেষ্টা তো ছিলই, তবে ভাগ্যও ভাল ছিল। ....সন্ধান নিতে গিয়ে বুঝলাম পাড়ার লোক ওই মিসেস ভঞ্জ ওরফে মিসেস সরকারের ওপর মহা খাপ্পা। মাঝে মাঝে চা বাগান থেকে চলে আসা ওঁর স্বামী ওই 'রাজবাড়ির ছেলেটির' মান অহঙ্কার দেখে ভীষণ বিরক্ত। পাড়ার লোকের কথা শুনে মনে হ'ল ওদের ধারণা এই কর্তা গিন্নী দুজনে কিছু সমাজবিরোধী কাজ টাজের সঙ্গে যুক্ত। অনেক নিন্দে টিন্দে করল। তবে একজন যেই ফস করে বলে ফেলল, 'এই তো ক'দিন যেন দেখছি, কোথা থেকে মেমবুড়ির মতো একটা হাড় বুড়িকে নিয়ে এসে বাড়িতে রেখেছে। বলে দেশ থেকে অসুস্থ দিদিমাকে নিয়ে এসেছে চিকিৎসা করাতে। আমাদের তো বিশ্বাস হয় না। মনে হয় অন্য ব্যাপার। কেবলই তো শুনতে পাওয়া যায় বুড়ি চিল চেঁচানি চেঁচিয়ে বকাবকি করছে।

এই শুনেই না স্থির নিশ্চিত হওয়া গেল, ওই 'মেমবুড়ি' আর কেউ নয়, রানিমা। তবে এই বেলা ধরতে যান, বেশি চেঁচাতে গিয়ে প্রাণপাখিটি না খাঁচা থেকে বেরিয়ে উড়ে পালায়।

হ্যাঁ। ট্যাপা এরকম ঘোরানো ভাষায় কথা বলতে ভালবাসে।

তা তক্ষুণি গিয়ে পড়েও দেখা গেল পাখি খাঁচা থেকে উড়ে পালিয়েছেই। ....তবে রানি মায়াবতীর দেহ খাঁচার মধ্যে থাকা প্রাণ পাখিটি নয়, দুটি আসামি পাখি তাদের বাসা থেকে।

পুলিশ টুলিশ নিয়ে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া। ভিতরে কে যেন চিঁ চিঁ করে চেঁচিয়ে চলেছে।

তা চিঁ চিঁই তো হবে। আর কি চিল চেঁচানোর ক্ষমতা থাকে?

দরজা ভাঙিয়ে দেখা গেল বেচারি বুড়ি চেঁচিয়ে চলেছেন, শিবে, অ শিবে! গেলি কোথায়?

তবে বিছানাপত্র ভাল। ফর্সা ধবধবে লেসের সেমিজ পরে শুয়ে আছেন, ইদানীং যেমন থাকতেন। শাড়ি পরতে পারতেন না।

দেখা গেল রানি মায়াবতীর ব্যবহারের জামাটামা জিনিসপত্র ওষুধ টষুধ, সব রয়েছে। খুব সম্ভব—মিসেস ভঞ্জ ছুটিতে দুদিন বাড়ি যাচ্ছি বলে যে ব্যাগটি নিয়ে গিয়েছিলেন—

তার মধ্যে রানিমার জিনিসপত্তরই ভরে নিয়ে গিয়েছিল। তাই নির্ঘাৎ! কষ্টে তো রাখবে না। কাজ উদ্ধার করার দরকার তো?

কিন্তু পেরেছিল তা? রানি মায়াবতীকে দিয়ে একটা সই করাতে পেরেছিল এই পনেরো ষোলো দিনে?

নাঃ!

রানি মহলে নিজের চিরকালের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে রানি মায়াবতীর চিঁ চিঁ গলাও একটু চড়ে। আমায় কিনা হুমকি দেয়, 'সই না করলে গলা টিপে মেরে ফেলব।' আমি বলি ফ্যাল। তাই ফ্যাল বুড়ি মেরে খুনের দায়ে পড়। তবে মনে ভাবিসনি রানি মায়াবতীকে হজম করতে পারবি। ....একদা দুধকলা দিয়ে কি কালসাপই পুষেছিলাম।

....তো হাত ফসকে পালিয়ে গেল? ওকে আর ওই নার্স সেজে ছলনা করা বৌটা? তার নাক কান কেটে ঝামা ঘষলেও গায়ের জ্বালা যাবে না আমার। ....ভাত রেঁধে এনে আমায় বলে কিনা, 'ভাল চান তো খান বলছি'—এত আসপদ্দা। বলি, ভালটা চাইছে কে? জন্ম জীবনে আমি মিশিরজীর হাতে ছাড়া খেলাম না—আর—

শুনে মিশিরজী মনে মনে নাক কান মলে, ভাগ্যিস ভূতের ভয়ে দেশে চলে যায়নি।

'পালের গোদা' এবং ষড়যন্ত্রের নায়িকা', হাত ফসকে পালিয়ে গেলেও, নাটের গুরুটি ধরা পড়লেন। কারণ পুলিশ নিয়ে রানিমাকে উদ্ধার করতে যাওয়ার খবরটি তিনিই তৎপর হয়ে সাপ্লাই করেছেন. সেটি ধরা পড়ল।

তারপর আর কি? পুলিশি জেরার দাপটে সব কবুল করতে বাধ্য হলেন রামজীবন রথ। ....ওই 'শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায়' তাকে মোটা ঘুষ কবলে ছিলেন সহায়তা করতে। তা তিনি করেছিলেন। কিন্তু—শেষ পর্যন্ত লাভের অঙ্কে শূন্য। বদলে হাজতবাস। বিশ্বাসঘাতকের ভাগ্যে যা হয়।

রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণ গভীর গলায় বলেন, আপনাদের বয়েস দেখে কৌতুক করে 'বালক' বলে ফেলেছিলাম, এজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী! আপনারা আমার যা উপকার করলেন, তার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। আপনাদের আরও অনেক অনেক উন্নতি হোক। ....আর মহারানিকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ টাকায় মাপা যায় না। তবু সে আনন্দ জানিয়ে এই যৎসামান্য একটু পারিশ্রমিক। বলে একখানি কুড়ি হাজার টাকার চেক ধরে দেন এদের সামনে।

এরা অবশ্য বলে উঠল, রানিমাকে যে পাওয়া গেল, এতেই আমাদের সব পরিশ্রম সার্থক। এটা আমাদের এখন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে পেশা হয়ে দাঁড়ালেও আসলে নেশাই। ....তবে রাজবাড়ির আদর যত্নের কথা জীবনে ভুলব না।

ঘরে এসে ট্যাপা চেকটা হাতে নিয়ে চাপা গলায় বলল, মদ্‌নারে—আমরা বেঁচে আছি তো?

মদনা বলল, দস্তুরমতো!

যাবার আগে কর্তব্যবোধে ওরা রানি মায়াবতীকে একটু প্রণাম করতে এলো। মায়াবতী একবার ওদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে উঠলেন, ওমা। এযে দেখি, একটা তালগাছ, একটা বেগুন গাছ। তো শুনলাম না কী তোমরাই সব করেছো। তো আমার হাতের এই দু'খানা আংটি নাও তোমাদের নিজের নিজের বৌকে পরিও।

বলে পাথর বসানো দুটি ভারী সোনার আংটি এগিয়ে ধরেন।

ট্যাপা বলে ওঠে, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। ও আপনি তুলে রাখুন রানিমা!

রানিমা দেশলাইয়ের কাঠির মতো ফস করে জ্বলে উঠে বলেন, রানি মায়াবতী একবার যে হাত উপুড় করে, আর সে হাত চিৎ করে না বাছা! বৌ যখন নেই নিজেরাই পরো। যে আঙুলে ঢোকে।

গাড়িতে তুলে দিতে এসে রঘুনাথ বলেন, তোমাদের যে কি বলে আশীর্বাদ করব বাবা! গরীব ব্রাহ্মণ কিছু দেবার তো ক্ষমতা নেই। আশীর্বাদই সম্বল।

ট্যাপা দুষ্টু হাসি হেসে বলে ওঠে, তা খুব যদি কিছু দিতে ইচ্ছে করে, তাহলে—আপনার ওই ভাগ্নীকে বলে, সেই ফ্ল্যাটটা পাইয়ে দিতে পারেন।

রঘুনাথ উত্তর দেবার আগে ট্রেন ছেড়ে দেয়। অভয় মুদ্রার ভঙ্গিতে কি যেন বলতে থাকেন তিনি বোঝা যায় না।

গাড়ি ছুট মারে।

ট্যাপা একটুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ বলে ওঠে, 'মন কেমন' একটা বালাই! কি বলিস এম· কে·?

জানলার বাইরে তখন চোখ মদনার।